

श्रिंचिंग क्लग



আগরতলা,২৭ জানুয়ারি।। ত্রিপুরা

প্রদেশ বিজেপি সভাপতি ডাঃ

মানিক সাহা প্রজাতন্ত্র দিবসে

জাতীয় পতাকা 'হোয়েস্ট'

করলেন, মানে 'তুললেন',

'আনফার্ল' করলেন না, অর্থাৎ

পতাকা খুললেন না। রাষ্ট্রবাদী

দলের এই করুণ অবস্থা, মুখে মুখে

আগে-দেশ-পরে-দল'র ব্লি

কপচানোদের একটি রাজ্য

সভাপতি নিয়মই জানেন না.

কীভাবে প্রজাতন্ত্র দিবসে জাতীয়

পতাকা তুলতে হয়। প্রজাতন্ত্রের

পতাকা আর স্বাধীনতা দিবসের

পতাকা উত্তোলনে সামান্য ব্যবধান

থাকে। তা অতি সাধারণ মান্যের

কাছে অজানা হলেও দেশের

স্বাধীনতার পতাকা বহন করার

অঙ্গীকার যারা করেন, দেশের

প্রজাতান্ত্রিকতার ধ্বজা যারা বহন

করেন, সেইসব রাজনীতিকদের এই

ব্যবধান জানতে হয়। এতকাল ধরে

অর্থাৎ প্রজাতন্ত্রের ৭৩ বছর ধরে

ট্রেনিং ছাড়াই

টিসিএস

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি,

আগরতলা, ২৭ জানুয়ারি।। ট্রেনিং

ছাড়াই নতুন টিসিএস অফিসারদের

পোস্টিং দেওয়া হচ্ছে, ফলে নানা

রকম জটিলতা তৈরি হচেছ,

ভবিষ্যতে রাজস্ব বিভাগে এই

জটিলতা দারুণ আকার নিতে

উচ্চশিক্ষিত, আগে প্রবল বাম,

এখন ভীষণ রাম এক অফিসার, যে

নিজেও অ্যাডহক প্রমোশন

পেয়েছেন কিছুদিন আগে, তারই মহিমায় এসব হচ্ছে বলে অভিযোগ। অভিযোগ, এই যে এইসব ট্রেনিং ছাড়া পোস্টিং দিয়ে 'করতে করতেই শিখে যাবে' থিওরি

বোঝানো হয়েছে পলিসি

মেকারদের, আর এও বোঝানো

হয়েছে যে ট্রেনিং দিয়ে সময় নষ্ট

অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের

জেনারেল

PRATIBADI KALAM ● Daily ● 13th Year, 27 Issue ● 28 January, 2022, Friday ● ১৪ মাঘ, ১৪২৮, শুক্রবার ● আগরতলা, পশ্চিম ত্রিপুরা ● ১০ পৃষ্ঠা ● ৫ টাকা ● R.N.I. No. TRIBEN/2010/33397

রাষ্ট্রবাদী' বিজেপি রাজ্য সভাপতির সেবাধামে হিংস্ৰতায় অ হাতে জাতীয় পতাকা'র অবমাননা প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, পাণ্ডাদের হাতে মৃত্যু হয়েছে

আগরতলা/উদয়পুর, ২৭ শতাধিক পরিযায়ী পাখির। জানুয়ারি।। ঘটনা উদয়পুরের প্রত্যক্ষদর্শীরা বলছেন, সংখ্যাটা সুখসাগর জলাশয় অঞ্চলের।একটি হাজার ছাড়িয়ে যাবে। হৃদয় বিদারক ঘটনাটি এদিন রাজ্য তথা দেশের পাখি প্রেমিদের কাছে রীতিমত দুঃ স্বপ্ন। উদয়পুর শুকসাগর জলার মাঝে উদয়পর রেলস্টেশন গডে উঠার পর থেকে বহু দেশের সীমানা পেরিয়ে পরিযায়ী পাখিরা এখানে আসতে আরম্ভ করে কয়েকজন লোভির কুনজরে পড়ে পাখিরা। গত মঙ্গলবার রাতে ধানের সাথে বিষাক্ত ওষুধ মিশিয়ে শুকসাগর জলার একটা বড় অংশের জমিতে ছিটিয়ে ফাঁদ পেতে যায়। বুধবার

বিস্তত অঞ্চল জড়ে শত শত পাখি বেঘোরে মৃত্যু বরণ করে। ঘটনায় এলাকা জুড়ে বিস্ময়। অনেকে আবার মৃত পাখিগুলোকে খাবার জন্য বাডিঘরেও নিয়ে যাচ্ছেন। এই মর্মান্তিক পাখি-মৃত্যুর ঘটনা মনে করিয়ে দেয়, অনেক দশক আগে কবি রজনীকান্ত সেন একটি কবিতায় লিখেছিলেন— 'বাবুই পাখিরে ডাকি, বলিছে চড়াই, /"কুঁড়ে ঘরে থেকে কর শিল্পের বড়াই"। পাখিদের এই কথোপকথন



এক পাখি মরতে থাকে। শুকসাগর জলার চারপাশে অসংখ্য পরিযায়ী পাখিদের মৃতদেহ ছিটিয়ে পড়ে থাকার দৃশ্য এদিন শয়ে শয়ে এলাকাবাসীর চোখে জল নিয়ে আসে। অনেকেই পাখির মাংস খাওয়ার জন্য এদিন মৃত পাখিদের নিয়ে যায়। শয়ে শয়ে পরিযায়ী পাখির মৃত্যুর ঘটনায় বিভিন্ন প্রশ্ন এরপর দুইয়ের পাতায়

মেডিক্যাল সুপার ডা. সঞ্জিব

দেববর্মা সহ করোনা মোকাবিলা

কমিটির সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।

উক্ত বৈঠকে এদিন মূলত দুই

ডাক্তারবাবুকে বাড়তি দায়িত্ব

দেওয়া হয়েছে। বলা হয়েছে, জিবি

হাসপাতালে করোনা বিভাগে

যেসব রোগীরা ভর্তি হচ্ছেন, তাদের

দেখভাল করার জন্য ডা. রাজেশ

দেববর্মা এবং ডা. অরুণাভ দাশগুপ্ত

বিশেষ দায়িত্ব পালন করবেন।

এদিন বৈঠকে জিবি হাসপাতালের

মেডিসিন বিভাগের নব্য গেরুয়া

শিবিরে যোগ দেওয়া এক ফেসবুক

নির্ভর ডাক্তারকে নিয়ে ক্ষোভ

উগড়ে • এরপর দুইয়ের পাতায়

মধ্যেও বুঝি হিংসে আছে! কিন্তু আদতে 'মানুষ' প্রজাতির চেয়ে আর কারও হিংসা যে তীব্র নয়, তা বৃহস্পতিবার ফের প্রমাণিত হলো। জীবনানন্দের 'রূপসী বাংলা'র পাখি নয় এরা। বহির্রাজ্য বা হয়তো বহির্দেশ থেকে উডে এসেছে। সোজা কথা, পরিযায়ী পাখি। বহস্পতিবার সংশ্লিষ্ট কয়েকজন লোভি, অমানবিক এবং দৃষ্টুচক্রের

কাউন্সিল রুংমে একটি বিশেষ

বৈঠকের আয়োজন করা হয়। জিবি

হাসপাতালে করোনা আক্রান্ত হয়ে

মৃত্যুর সংখ্যায় কেন হ্রাস টেনে ধরা

যাচেছ না, এই নিয়ে বৈঠকটি

আয়োজিত হয়। বৈঠকে স্বাস্থ্য

দফতরের প্রধান সচিব তথা রাজ্যের

মুখ্যমন্ত্রীর প্রধান সচিব জে কে

সিনহা উপস্থিত ছিলেন। একই

বৈঠকে জাতীয় স্বাস্থ্য মিশনের

প্ৰকল্প অধিকৰ্তা ডা. সিদ্ধাৰ্থ

যশওয়াল, এজিএমসি'র অধ্যাপক

ডা. তপন মজুমদার, এজিএমসি'র

অধ্যক্ষা ডা. মঞ্জুশ্রী রায়, স্টেট

সার্ভিলেন্স অফিসার ডা. দ্বীপ

দেববর্মা, জিবি হাসপাতালের

প্রেস রিলিজ, আগরতলা, ২৭ জানুয়ারি।। প্রজাতন্ত্র দিবসের পুণ্যলগ্নে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের পরম পুজনীয় সরসংঘচালক মোহন ভাগবত ত্রিপুরা রাজ্যের খয়েরপুরস্থিত সেবাধামে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন। সকাল আটটায় সমস্ত করোনাবিধি মেনে জাতীয় সঙ্গীত গাওয়ার পর তিনি প্রজাতন্ত্র দিবসের তাৎপর্য সকলের সামনে তুলে ধরনে। প্রজাতন্ত্র দিবসের গুরুত্ব উপলব্ধি করাতে গিয়ে তিনি ভারতের প্রাচীন গণরাজ্যিক পদ্ধতির উল্লেখ করেন, যেখানে প্রকৃত অর্থেই জনগণের রাজত্ব প্রতিফলিত হত মানুষের মর্যাদাপূর্ণ ব্যবহারের দ্বারা ৷বর্তমান প্রজাতান্ত্রিক ব্যবস্থাকেও সেই মর্যাদাপূর্ণ ব্যবহারের দ্বারাই পস্ত করতে হবে বলে তিনি মত প্রকাশ করেন। এই প্রসঙ্গেই তিনি প্রাচীন গণরাজ্য হিসেবে বৈশালী, লিচ্ছবির কথা উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন, প্রজাতন্ত্র দিবস উদযাপন একটি ভাবনা,যে ভাবের প্রকাশ হয় জাতীয় পতাকা উত্তোলনের সঙ্গে সঙ্গে। তিনি বলেন, জাতীয় পতাকার উপরের যে গেরুয়া রঙ, সেই গেরুয়া রঙের আবহেই প্রাচীন ভারত থেকে নব ভারতের সংস্কৃতি

অন্যদিকে ত্যাগ, শৌর্য বীর্যের

প্রতীক। সাদা রঙ শান্তির বার্তাবাহক

প্রশাচিহ্ন' শীর্ষক একটি খবর

প্রকাশিত হয়। সেই খবরের জেরে

অবশেষে নড়েচড়ে বসল দফতর।

করোনা আক্রান্ত হয়ে যে হারে

রোগীরা প্রতিদিন মারা যাচ্ছে, তার

পেছনে যে জিবি হাসপাতালের

দায়হীন মনোভাব সর্বোতভাবে

দায়ী, একথা বুঝতে পেরেছে

দফতর। গত ২৭ দিনে রাজ্যে

করোনা আক্রান্ত হয়ে মোট ৫১ জন

প্রয়াত হয়েছেন। গড়ে প্রতিদিন

প্রায় ২ জন করে মারা যাচ্ছেন।

কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, মৃত্যুর

এই সংখ্যাটি গত এক সপ্তাহে হু হু

করে বেড়েছে। বৃহস্পতিবার জিবি

হাসপাতাল লাগোয়া এজিএমসি'র

, যে

এরপর দুইয়ের পাতায়

দিবস নিয়ে সরকারি বিজ্ঞাপনে 'ধর্মনিরপেক্ষ' এবং 'সমাজতান্ত্রিক' শব্দ দুইটি ছিল না, তা নিয়ে বিতৰ্কও হয়। বিজেপি রাজ্য সভাপতি হয়েও, • এরপর দুইয়ের পাতায় সাংবাদিককে আক্ৰমণ মানবাধিকার কমিশন'র নির্দেশ

রাজ্য পুলিশকে প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা,২৭ জানুয়ারি।। জাতীয় মানবাধিকার কমিশন আট সপ্তাহের মধ্যে সাংবাদিক ও সংবাদমাধ্যম আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য ত্রিপুরা পুলিশ রচিত হয়েছে যুগে যুগে। গেরুয়া প্রধানকে নির্দেশ দিয়েছে। রঙ ভারতের শাশ্বত পরিচয় যা ক মিশনের

উচ্চশিক্ষিত ডাঃ মানিক সাহা নিজেকে শুধু কুশিক্ষিতই প্রমাণ করলেন না. এই রকম একটি দিন নিয়ে ছিনিমিনি খেললেন। সংবিধানের সাথে জডিত একটি দিনে ছেলেখেলা করলেন জাতীয় পতাকা নিয়ে, অশিক্ষিতের ভিড়ে নিজেকে শিক্ষিত প্রমাণ করতে পারলেন না। রাজ্যে সরকারে বিজেপি আসার পর অনেকেরই পোয়াবারো হয়েছে, বাদ যাননি এই ডাক্তার শিক্ষকও। অভিযোগ আছে, ক্ষমতার ধমকে অন্যের টাকা মেরে দেন। জনপ্রতিনিধি না

মানবাধিকার

অ্যাসিস্ট্যান্ট রেজিস্ট্রার (আইন)

এস টি গোয়েল ডিজিপিকে

বলেছেন 🌘 এরপর দুইয়ের পাতায়

আগরতলা, ২৭ জানুয়ারি।।

প্রতিদিন করোনা আক্রান্ত

রোগীদের মৃত্যু মিছিল অব্যাহত।

একদিকে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা

যখন গড়ে প্রায় পাঁচ গুণ করে

প্রতিদিন কমছে, তখন মৃত্যুর সংখ্যা

একই থেকে গেছে। এই তথ্যটি

স্পষ্টত প্রমাণ করে দেয় যে, রাজ্যের

স্বাস্থ্য দফতরের শীর্ষ আমলারা

বিষয়টি নিয়ে ততটা চিস্তিত নন।

মৃত্যু মিছিল এবং তার সম্ভাব্য

কারণগুলো নিয়ে গত ২৬ তারিখ

এই পত্রিকার প্রথম পৃষ্ঠায় 'মৃত্যু

মিছিল অব্যাহত, জিবি হাসপাতালে

করোনা চিকিৎসা নিয়ে জনমনে

প্রজাতন্ত্র। কিছুদিন আগেই সংসদে

'সমাজতন্ত্র' কথাটি বাদ দেওয়ার

জন্য এক বিজেপি সাংসদ প্রস্তাব

এনেছেন। ২০১৫ সালে প্রজাতন্ত্র

শিখলো, বুঝতেই পারল না

ঠিকভাবে প্রজাতন্ত্র দিবস স্বাধীন

দেশের গর্বিত ঘোষণা। তাই পতাকা

এই দিনেই সংবিধান গৃহিত হয়, এই

একজন শিক্ষিত মানুষ। মানে পতাকাদণ্ডের নীচে বাঁধা পতাকা সংবিধান অনুযায়ীই দেশ চলার কথা। 'রাষ্ট্রবাদী' বিজেপি'র কাছে দেশের সংবিধানের দাম নেই বলে অভিযোগ অনেক পুরানো। সম্পর্কে ন্যুনতম অভিজ্ঞতা, নয়, প্রজাতন্ত্র দিবস জিন্দাবাদ নয়। সংবিধান অনুযায়ী এই দেশ

সার্বভৌম

দড়ি টেনে তুললেন, 'রাষ্ট্রবাদীরা' স্লোগান তুললেন 'ভারত মাতা কি জয়', 'বন্দেমাতরম' নয়, 'জয় হিন্দ' পাশেই ভবিষ্যতের সম্পদ এক শিশু



্তাই দেখা গেছে। এবারই ত্রিপুরার সাহার ক্ষেত্রে তাই দেখা গেলো নাগরিক দাঁড়িয়ে দেখলো, ভুল ধর্মনির পেক্ষ ও গণতান্ত্রিক

ত্রিপরা রাজ্য সভাপতি মানিক সাহা। খোলা হয়, তোলার নিয়ম নেই।

জাতীয় পতাকা তুললেন বিজেপির

উচ্চশিক্ষিত এই সভাপতি



পুরোনো বিমানবন্দরে অতন্দ্র প্রহরী বীর বিক্রম! প্রধানমন্ত্রীর হাতে উন্মোচিত এখন ধুলোমাখা শরীরে ব্রাত্য

जन (थिक जानान

বাড়ি, আর

Udaipur

ই দশক, চিত্ৰ একই!

হামলাবাজদের হাত থেকে বাঁচতে

ফেসবুক লাইভে এসে হাতজোড়

Bhutan

করে যেভাবে ভয়ার্ত চোখে-মুখে রাজ্যের প্রধান সেবক মুখ্যমন্ত্রী

বিপ্লব কুমার দেব'র কাছে আর্তি জানিয়েছেন তিনি —তা যেন মনে

করিয়ে দিয়েছে সেই কুতুবউদ্দিন

আনসারির ছবি। ২০০২ সালে

গোধরা দাঙ্গায় হামলাবাজদের

কাছে হাতজোড় করে প্রাণ

বাঁচানোর আর্তি জানিয়ে কান্নায়

ভেঙে পড়েছিলেন তিনি। এই



মানুষ দেখলেন কেমিক্যাল লোচা। প্রজাতন্ত্র দিবসের সকালে পতাকা

দেশের, পৃথিবীর সর্ববৃহৎ উত্তোলনে।স্বাধীনতা দিবসের ঢঙে

রাজনৈতিক দল বিজেপি ত্রিপুরায়ও

নির্বাচিত সদস্যের সংখ্যায় সর্ববহৎ

দল। এই দলের রাজ্য সভাপতি

প্রাতিষ্ঠানিক ডিগ্রিতে তো বটেই।

পেশায় চিকিৎসক হলেই কি শিক্ষিত

হওয়া যায় ? যদি দেশ, সমাজ

জ্ঞানবুদ্ধি না থাকে ? ডা. মানিক

২০১৯ সালের ৯ ফেব্রুয়ারি। দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি উন্মোচিত করেন মহারাজা বীর বিক্রমের পূর্ণাবয়ব মূর্তি। —ফাইল ছবি

করে লাভ নেই, ভোটের আগে মাঠে পাঠিয়ে দেওয়া হোক, কাজে প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আসবে। শোনা গেছে, ট্রেনিং না **আগরতলা, ২৭ জানুয়ারি।।** মাথায় পাওয়া, অর্থাৎ কাজে অপটু এইসব মুকুট। দুই হাত দিয়ে নিজের অফিসার ভয়ে ভয়ে থাকেন কখন তড়োয়ালটি ধরে রেখেছেন তিনি। কী হয়, সেই সুযোগ তৈরি রেখে দেখলে মনে হবে, অতন্দ্র প্রহরীর তাদের মাথার ওপর ছড়ি মত পুরোনো বিমানবন্দরকে ঘোরানোই উদ্দেশ্য বলে পাহাড়া দিচ্ছেন! অবহেলা বোধ

উদয়পুরের ছাতারিয়ায় শাসকের

সংঘবদ্ধ আক্রমণের শিকার হলেন

মহম্মদ জালাল। তার অপরাধ,

Godhra O

দেশের প্রয়াত প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি

ক্ষেপণাস্ত্র মানব এপিজে আব্দুল

কালাম'র মূর্তি বসিয়েছিলেন তার

বাড়িতে। হামলাকারীদের

অভিযোগ, ভারত কেশরী

শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় কিংবা

পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায়ের মূর্তি

না বসিয়ে 'কোথাকার কোন্' আব্দুল

কালাম'র মূর্তি কেন তিনি প্রতিষ্ঠা

করেছেন তার বাড়িতে। তাই ভেঙে



শুকনো মালা আর ধুলোমাখা শরীরে অবহেলিত মহারাজা বীর বিক্রমের একই মূর্তিটি। ছবি নিজস্ব

করার জন্যই লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করে একটি অনুষ্ঠান আয়োজিত হয়। রাজ্যের তিন জন শিল্পী মিলে হাতিয়ে নেন আরও কয়েক লক্ষ। কিন্তু লাভের লাভ এটুকুই যে, এখন এরপর দুইয়ের পাতায়

প্রতিচ্ছবি হিসেবে পরিচিতি লাভ

করেছিলো। যে কলঙ্ক দাগ এখনও

বয়ে বেড়াচেছ বিজেপি এবং

গুজরাট। মাস কয়েক পূর্বে

উদয়পুরের ছাতারিয়া গ্রামের যুবক

জালাল তার সম্পূর্ণ নিজের অর্থে

প্রয়াত প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি এ পি জে

আব্দুল কালাম-র মূর্তি বসিয়েছিলেন

তার বাড়িতে। মূলত কালাম'র

আদর্শকে পাথেয় করে মানবসেবায়ও

এরপর দুইয়ের পাতায়



ধুলো

পুরোনোকে অস্বীকার করার প্রবণতা স্পষ্টত ফুটে উঠলো রাজ্যের নবনির্মিত বিমানবন্দর চত্বরে। যাঁকে চরম অবহেলা আর অপমানে পুরোনো বিমানবন্দরে ফেলে রাখা হয়েছে, তিনি আর কেউ নন, স্বয়ং মহারাজা বীর বিক্রম

কুড়ি বছর পর গোধরা থেকে প্রায় উপড়ে না ফেলার অপরাধে যে

২৯৪৫ কিলোমিটার দূরের ত্রিপুরার ভয়ানক কায়দায় হামলা হয়েছে

Nepal

India

ফেলতে হবে এই মূর্তি। আর এই ছবিই শেষ পর্যন্ত গোটা পৃথিবীজুড়ে

জালাল'র

অকাল ভোটের প্রস্তুতি শুরু

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি সেটিং মোটামুটি এটাই বলে খবর। রাজধানীর পশ্চিম থানায় আগে বহুবার • এরপর দুইয়ের পাতায়

আগরতলা, ২৭ জানুয়ারি।। সময়ের আগেই বিধানসভা নিৰ্বাচন হয়ে যেতে পারে ত্রিপুরায়। একাধিক প্রশাসনিক সূত্রের দাবি বিশ্বাস করতে হলে, সরকার সেই লক্ষ্যেই এগিয়ে যাচেছ। থানায় থানায় ওসিদের পোস্টিং দেওয়া সেই লক্ষ্যেরই প্রথম ধাপ। আগামীকাল ডিএসপিস্তরে কিছু বদল হতে পারে। বিজেপি'র জনসমর্থনে দিন দিন ভাঁটা পড়ছে, ড্যামেজ কন্ট্রোল হিসেবে কিছু চাকরির কথা শোনানো হচ্ছে, স্বসহায়ক দলের মহিলাদের বছরে রোজগার এক লাখ টাকা করার কথাও বাতাসে ভাসানো হচ্ছে। কেন্দ্রীয় গ্রাম উন্নয়ন দফতরের মন্ত্রী কয়েকমাস আগে রাজ্যে এসে এই টিপস দিয়ে গেছেন বলে খবর। পুলিশের যারা অ্যাডহক প্রমোশন প্রেছেন, তাদের অনেকেই ওসি ছিলেন, তাদের তুলে নিয়ে থানায় থানায় নতুন ওসি বসানো হয়েছে বৃহস্পতিবারে, ভোটের আগের

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ জানুয়ারি।। আর কত মুখ পোড়াবে পুলিশ এবং প্রশাসন! মন্ত্রী মনোজ দেব কোভিড আক্রান্ত, তাই তার ছোট ভাই শশাঙ্ক শেখর দেব-কেই গার্ড অব অনার দিল পুলিশ। শশাঙ্ক শেখর 'বড় ভাই'-র হয়ে গার্ড অব অনার নেওয়ার কথা ফলাও করে প্রচারও করেছেন, সামাজিক মাধ্যমে পোস্টও দিয়েছেন। দীর্ঘদিন প্রশাসনে থাকা দুই অফিসার পরিস্কারই বলেছেন, এটা করা যায় না, এটা প্রটোকলে পড়ে না। প্রশ্ন উঠে এসেছে, কারা

গায়ে সরকারি উর্দি তোলা আরক্ষা কর্মীদের মন্ত্রীর বদলে তার 'ছোট ভাই'কে গার্ড অব অনার দেওয়ার ব্যবস্থা করেছেন! জাতীয় সম্মান জানিয়ে পতাকা তোলা, আর মন্ত্রীর বদলে কাউকে গার্ড অব অনার এক বিষয় কিনা তা নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে। বিশেষত মন্ত্রীর ভাই'র কথা অনুযায়ী, তিনিই গার্ড অব অনার নিয়েছেন। তারপর একদিন পার হয়ে গেলেও সেটা নিয়ে কারও তরফে কোনও প্রতিক্রিয়া নেই। মন্ত্রী মনোজ কান্তি দেব'র ছোট ভাই শশাঙ্ক শেখর দেব সামাজিক

মাধ্যমে লিখেছেন, ''আজ, কুচকাওয়াজ, গার্ড অব অনার'র

দেব'র কোভিড



পরিস্থিতির কারণে আমি জাতীয় তিরঙা মেলে ধরেছি এবং আমাদের বাডিতে আমার বডভাইয়ের পক্ষে গার্ড অব অনার গ্রহণ করেছি। "তিনি প্রত্যেককে প্রজাতন্ত্র দিবস'র শুভেচ্ছাও জানিয়েছেন। 'ছোটভাই' ছবিও পোস্ট করেছেন সামাজিক মাধ্যমে। ছবিতে দেখা যাচ্ছে, উর্দি গায়ে হাতে অস্ত্র নিয়ে সার দিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন আরক্ষা কর্মীরা, আর 'ছোটভাই' দাঁড়িয়ে আছেন পতাকা-বেদির কাছে। ধলাই জেলা সদরে প্রজাতন্ত্র দিবস'র ভারতীয় সংবিধানের শপথ নিয়ে সম্মানীয় মন্ত্রী শ্রীমনোজ কান্তি মহড়ায় 🔹 এরপর দুইয়ের পাতায়

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, উঠেছিলেন এই কুতুবউদ্দিন। দীর্ঘ মূর্তি বসানোর দায়ে এবং এই মূর্তি আগরতলা,২৭ জানুয়ারি।।২০০২ থেকে ২০২২। একেবারে দুই দশকের ফারাক। কুতুবউদ্দিন



আনসারি থেকে মহম্মদ জালাল। ভয়ার্ত দুই ছবি। হাতজোড় করে অশ্রুসজল নয়নে জীবন বাঁচানোর আৰ্তি জানাচেছন জাতিগত পরিচয়ের দুই সংখ্যালঘু মানুষ। ২০০২ সালে গোধরায় আক্রান্ত হয়ে পৃথিবীজুড়ে গোধরার দাঙ্গায় আক্রান্তের মুখচ্ছবি হয়ে

সোজা সাপ্টা

মৃত্যুপুরী

রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীই স্বাস্থ্যমন্ত্রী। আছেন স্বাস্থ্য দফতরের সচিব। আছেন স্বাস্থ্য অধিকর্তা। আছেন জিবি হাসপাতালের সুপার। কিন্তু জিবি হাসপাতাল নিয়ে শেষ কথা বলার মালিক নাকি শাসকদলপন্থী এক চিকিৎসক। বাম আমলেও একজন চিকিৎসক জিবি-র অঘোষিত মালিক ছিলেন। তবে ইদানীং নাকি শাসক দলের এক নব্য চিকিৎসকই জিবি-র অধীশ্বর। কাকে আইসিও-তে সিট দিতে হবে, কাকে কোন ডাক্তার দেখবেন সব কিছুই নাকি ওই অধীশ্বর ঠিক করে দেন। তিনি যতক্ষণ না হাসপাতালে পা রাখেন ততক্ষণ নাকি কোন সিদ্ধান্তই নেওয়া হয় না বা যায় না। দেখা গেছে, তার সুপারিশ থাকলে বিনা কোভিড টেস্টেই রোগী ভর্তি হয়ে যাচ্ছেন।ইদানীং যারাই জিবি-তে গেছেন তাদের অভিজ্ঞতা হলো, জিবি এখন যমপুরীতে পরিণত হয়েছে। মাছের বাজারের চেয়ে খারাপ অবস্থা জিবি-র। আর জিবি-কে এই অবস্থায় নিয়ে আসার আসল কারিগর নাকি ওই নব্য শাসক দলের চিকিৎসক নেতা। তাই নাকি জিবি-র দায়িত্বে ওই শাসক দলের নব্য চিকিৎসক। জিবি-তে কান পাতলেই শোনা যায় ওই চিকিৎসকের নানা কীর্তি। নিজের বাড়িতে নাকি চিকিৎসকদের ডেকে এমন পরামর্শ দেন যা দেখে মনে হয় তিনিই স্বাস্থ্যমন্ত্রী। তবে ঘটনা হচ্ছে, জিবি-কে মৃত্যুপুরীতে পরিণত করার যাবতীয় কৃতিত্ব নাকি তার। আর এখানেই জনগণের প্রশ্ন।

সমালোচনায় প্রাক্তন উপ-রাষ্ট্রপতি

হচ্ছে। অস্থিরতা ও নিরাত্তাহীনতার প্রচার চালানো হচ্ছে।" এইসঙ্গে হামিদ বলেন, "এই প্রবণতার সঙ্গে আমাদের লড়তে হবে। জবাব দিতে হবে আইনিভাবে তথা রাজনৈতিকভাবে।''এদিকে করতে চাইছে।'' বুধবার মন্ত্রকের মন্ত্রী মুক্তার আববাস করেন চার জন আমেরিকান দেখা যাচেছ।" অপর পক্ষে নকভি। তিনি বলেন, "যেকোনওভাবে মোদিকে আঘাত গণতন্ত্রের সাম্প্রতিক পরিস্থিতি নিয়ে সরব হয়েছে গেরুয়া শিবিরও।

বড় ধাক্কা

আটের পাতার পর গিয়েছে

ব্রিটেন থেকে শুরু করে

ইউরোপিয়ান এবং আমেরিকান

দেশগুলিতে করোনা ভাইরাসের

সংক্রমণ মারাত্মক আকার নিয়েছে।

সেকারণেই আরও বিদেশি

সংস্থাগুলি শেয়ার কেনা-বেচাতে

আগ্রহ দেখাচ্ছেন না। এদিকে

আবার সামনেই বাজেট

অধিবেশন। কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী আর

কয়েকদিনের মধ্যেই বণিক

সভাগুলির সঙ্গে বৈঠকে বসবেন।

সেই বৈঠকে অনেক কিছু নিয়েই

আলোচনা হবে। তারপরেই বাজেট

পেশ হবে। তাতে প্রভাব পড়বে

প্রস্তৃতি শুরু

প্রথম পাতার পর
 ওসি থাকা

সুব্রত চক্রবর্তীকে ফিরিয়ে আনা

হয়েছে। এরকম আরও আছে।

টিসিএসদের উপযুক্ত প্রশিক্ষণ

ছাড়াই তাড়াহুড়ো করে মাঠে ছেড়ে

দেওয়া হচ্ছে। বিজেপি ক্ষমতায়

আসার পর আরএসএস নেতারা

রাজ্যে এসে জল মেপেছেন বার

বার। ত্রিপুরায় ২০২২ সালের

ফেব্রুয়ারি-মার্চ পর্যন্ত ভোট টেনে

নেওয়ার পক্ষে নয় বিজেপি'র থিংক

ট্যাংক। আরও এক বছরে অবস্থা

অনুকূলে আসবে কিনা নিশ্চিত

নয় বিজেপি এবং সরকার,

মোটামুটি বর্ষার শেষেই ভোটে

যেতে পারে রাজ্য।

দেশের অর্থনীতিতে।

• **আটের পাতার পর** করার চেষ্টা করতে গিয়ে ভারতকেও আঘাত উদ্বেগ প্রকাশ করেন। এর আগেও করা হচ্ছে। কিছু মানুষের ক্ষেত্রে এটাই স্বাভাবিক।" আরও বলেন, ''যাঁরা এতদিন সংখ্যলঘ ভোটকে নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করেছে, তাঁরাই আজ দেশের সুপরিবেশকে নষ্ট হামিদের সমালোচনার কড়া জবাব ইন্দো-আমেরিকান মুসলিম দিয়েছেন কেন্দ্রের সংখ্যালঘু উন্নয়ন কাউন্সিলের ওই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ ধর্ম ও সংস্কৃতির প্রতি সহিষ্ণুতার ঘাটতি

কেন্দ্রের মোদি সরকারের সমালোচনা করেছেন ভারতের প্রাক্তন উপ-রাষ্ট্রপতি হামিদ আনসারি। এক সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন, "দেশের মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষ অস্বস্তিতে রয়েছেন। তাঁরা নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছেন। সব আইনজীবীও। তাঁরাও ভারতে হামিদের সমালোচনায় বারবার

টাটার হাতে ফিরলো এয়ার ইন্ডিয়া

• **আটের পাতার পর** একাধিক পরিকল্পনা নেয় টাটা গোষ্ঠী। সময়ানুবর্তিতা বজায় রাখাকে পাখির চোখ করে, উড়ান শিল্পের সঙ্গে কাজ করার দীর্ঘ অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ব্যক্তিদের আনা হয় পরিচালন মণ্ডলীতে। বর্তমানে দেশের বিমান বন্দরগুলোতে ৪,৪০০টি ঘরোয়া এবং ১,৮০০টি আন্তর্জাতিক ল্যান্ডিং এবং পার্কিং স্লট রয়েছে এয়ার ইন্ডিয়ার সরাসরি নিয়ন্ত্রণে। দুনিয়া জুড়ে বিভিন্ন বিমানবন্দরে ৯০০টি এমন স্লট এয়ার ইন্ডিয়ার হাতে রয়েছে। এখন টাটা গোষ্ঠীর হাতে যাওয়া এয়ার ইন্ডিয়ার মোট ১৪১টি বিমান রয়েছে। তার মধ্যে ৪২টি বিমান চুক্তির ভিত্তিতে অন্য জায়গা থেকে নেওয়া এবং ৯৯টি বিমান তাদের নিজেদের।

কাজ করতে উন্মুখ ঃ হাসিনা

• **আটের পাতার পর** বলেন, এটা দু'দেশের মধ্যে একটি অনন্য সম্পর্কের ভিত গড়ে দিয়েছে। তিনি আরও বলেন, ৬ ডিসেম্বর বিশ্বব্যাপী যৌথভাবে 'মৈত্রী দিবস' উদ্যাপন দু'দেশের মধ্যে বিদ্যমান এই বিশেষ সম্পর্কের বহির্প্রকাশ। ১৯৭১ সালের এই দিনে ভারত একটি স্বাধীন সার্বভৌম দেশ হিসেবে বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়। কোভিড-১৯ বৈশ্বিক মহামারির সময়ে বিদ্যমান ক্ষেত্রগুলো ছাড়াও অনেক নতুন নতুন সহযোগিতার ক্ষেত্র চিহ্নিত হয়েছে উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, সাম্প্রতিক বছরগুলোতে আমাদের দু'দেশের মধ্যেকার ঘনিষ্ঠ মৈত্রী, সহযোগিতা ও আস্থার অনন্য সম্পর্ক আরও জোরদার ও সুদৃঢ় হয়েছে। তিনি আরও বলেন, 'ভারতের স্বাধীনতার ৭৫ বছর উপলক্ষে 'আজাদিকা অমৃত মহোৎসব' উদ্যাপন বিশেষভাবে আনন্দপূর্ণ হয়ে উঠবে।'

কোভিশিল্ড, কোভ্যাক্সিন

• আটের পাতার পর সংশোধন করেছে। দেশের দুই ভ্যাকসিন প্রস্তুতকারক সংস্থা — সিরাম ইনস্টিটিউট ও ভারত বায়োটেক সূত্রে জানা গিয়েছে, তারা টিকা সরবরাহের জন্য প্রস্তুত। ভারত বায়োটেকের তরফে জানানো হয়েছে. ডিসিজিআই-এর কাছে টিকা বিক্রি সংক্রান্ত আবেদনে তাঁরা যাবতীয় তথ্য অর্থাৎ টিকা তৈরির সামগ্রী, তার গঠন, ট্রায়ালের প্রতিটি স্তরের ফলাফল জানানো হয়েছে। তারাই প্রথম খোলা বাজারে ভ্যাকসিন তৈরির আবেদন জানিয়েছিল। তা অনুমোদন করেছে ড্রাগ কন্ট্রোলার জেনারেল অফ ইন্ডিয়া

20050

 দশের পাতার পর - চাকরিচ্যুত শিক্ষকদের কথা। তাদের পরিবারে কি ধরনের অবস্থা চলছে এটা সবার জানা। এই চাকরিচ্যুত শিক্ষকদের কোনও দোষ ছিল না। তাদের বিনা দোষেই শাস্তি দেওয়া হয়েছে আমরা দেখেছি বিজেপি জোট সরকার কিভাবে পুলিশ দিয়ে আক্রমণ করে। এমনকী নারীরাও রেহাই পান না।

সেবাধামে

 প্রথম পাতার পর শান্তির বার্তা ভারতের আত্মজ। ভারত গোটাবিশ্বকে শান্তির বাঁধনে বাঁধার চেষ্টা করে আসছে যুগে যুগে। ভারত সবুজ বনানী তথা প্রকৃতিবান্ধব একটি দেশ। সবুজ প্রকৃতিকে শোষণ করে নয়,ভারতের ঐতিহ্য সবুজ বনানী রক্ষা করে সামনে এগিয়ে যাওয়া প্রগতির পথে। তাই সবুজ রঙ মানে প্রগতি তথা মা লক্ষ্মীর প্রতীক। এগিয়ে যাওয়া মানে শুধু ব্যক্তিতান্ত্রিক নয়, সামগ্রিক। সেই সামগ্রিকতা সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় সকলকে একত্রে নিয়ে চলা। এটাই ভারতের ধর্ম। ভারতের এই ধার্মিক মনোভাবই প্রকাশিত হয়েছে পতাকার মাঝখানের চক্রের মাধ্যমে। সমস্ত রঙের এই প্রতীকী ব্যবহার আমাদের জীবনের দ্বারা সংকল্পিত করে সারা ভারতবর্ষে প্রকৃত গণরাজ্য প্রতিষ্ঠা করাই আমাদের সংকল্প।

গার্ড অব অনার

 প্রথম পাতার পর নজিরবিহীন উদাহরণ তৈরি করেছে ত্রিপুরা পুলিশ। রাষ্ট্রপতি'র পদক পাওয়া পুলিশের জেলার সর্বেচ্চি দুই পুলিশ আধিকারিক এক বিজেপি ক্যাডারকে মন্ত্রীর জায়গায় রেখে মহড়া দিয়েছেন। দুই আধিকারিকের কাঁধে পদ মর্যাদা অনুযায়ী তারকাখচিত ব্যাজ, ছিল অশোক স্তম্ভও। গায়ে উর্দি। সেই পোশাক নিয়ে একজন বেসরকারি ব্যাক্তিকে সামনে রেখে খোলা গাড়িতে তারা মহড়া দিয়েছেন ধলাই জেলা সদর আমবাসার দশমীঘাট মাঠে। যাকে অভিবাদন গ্রহণকারী মন্ত্রী হিসেবে সামনে রেখে মহড়া হয়েছে, তার সম্মন্ধে কারও বিশেষ অভিযোগ না থাকলেও, যারা এমন কাজটি করেছেন তাদের নিয়েই প্রশ্ন উঠেছে। । অনেকেই উপস্থিত ছিলেন।

পাখির মৃত্যুমছিল

দিয়েছে। উদয়পুর সুখসাগর পাড়ের নাগরিকরা এ ধরনের হিংস্রতা দেখে হতবাক। এক সাথে প্রায় হাজার খানেক পাখির মৃত্যু কিভাবে হয়েছে তা এখনও স্পষ্ট হয়নি। তবে উদয়পুরবাসীর ধারণা বিষ প্রয়োগ করেই তাদের হত্যা করা হয়েছে। গোটা সুখসাগর জলাশয়ে এদিন দুপুর পর্যন্ত পরিযায়ী পাখির মৃতদেহ পড়েছিল। শেষ পর্যন্ত বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় বন দফতরের আধিকারিকদের ঘুম ভাঙে। তারা ছুটে আসেন ঘটনাস্থলে। তবে এখনও পর্যন্ত দফতরের কোন বক্তব্য তুলে ধরা হয়নি। কিন্তু প্রশ্ন উঠছে পরিযায়ী পাখিদের হত্যার জন্যই বিষ প্রয়োগ করা হয়েছিল, নাকি এর পেছনে অন্য কোন রহস্য লুকিয়ে আছে? বুধবার থেকেই পরিযায়ী পাখিদের মৃত্যু শুরু হয় বলে স্থানীয়দের দাবি। তারাও ভাবতে পারেননি এভাবে একে একে সব পাখির মৃত্যু হবে। বৃহস্পতিবার দুপুর পর্যন্ত শত শত পাখির মৃত্যু হতে দেখে স্থানীয়রা উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেন। এরপরই খবর দেওয়া হয় বন দফতরকে। প্রতি বছর শীতের মরশুমে পরিযায়ী পাখিরা উদয়পুরের বিভিন্ন জলাশয়ে ভীড় জমায়। শীতের বিকেলে উদয়পুরের বিভিন্ন জলাশয়ে পরিযায়ী পাখিদের সমাগম এখন খুবই পরিচিত দৃশ্য। পাখি প্রেমিরা অনেকেই সুখসাগর পাড়ে আসেন সৌন্দর্য উপভোগ করতে। কিন্তু কে বা কারা বিষ প্রয়োগে হাজার খানেক পাখিকে হত্যা করেছে শুনে সকলেই দাবি তুলছেন ঘটনার সুষ্ঠু তদন্ত হোক। সুখসাগর জলাশয়ের মাঝে উদয়পুর রেলস্টেশন গড়ে উঠার পর থেকেই বেশি সংখ্যক পরিযায়ী পাখির আগমন হয়। তবে এতদিন কেউ দেখেননি পরিযায়ী পাখিদের এই ধরনের হত্যালীলা। কেউ কেউ বলছেন, হয়তো মাছ শিকারের জন্যই জলাশয়ে বিষ প্রয়োগ করা হয়েছে। তবে সেটা হলে মাছের মরক লাগার কথা। কিন্তু দেখা গেল একের পর এক পরিযায়ী পাখির মৃত্যু হয়েছে। চারিদিকে অসংখ্য পরিযায়ী পাখির মৃতদেহ ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে থাকতে দেখে ছুটে আসেন বিভিন্ন এলাকার মানুষ। অনেকে আবার বলেছেন, একদল যুবক বস্তাভরে অনেকগুলি পাখি সেখান থেকে নিয়ে গেছে। কেউ কেউ আবার আশঙ্কা করছেন হয়তো কোন রোগে আক্রান্ত হয়ে এক সাথে সব পাখির মৃত্যু হয়েছে। কিন্তু সবটাই মানুষের আশঙ্কা। যদি কোন রোগের কারণে এমনটা হয়ে থাকে তাহলে প্রশাসনের উচিত এক্ষুনি পদক্ষেপ গ্রহণ করা। কারণ, পাখিরা অন্য দেশ থেকে আসলেও তারা এখন এদেশেই বাস করছে। তাই এদের দেখাশোনার দায়িত্ব অবশ্যই সবার। এদিন সন্ধ্যায় বন দফতরের আধিকারিকরা ঘটনাস্থলে ছুটে গেলেও তাদের কোন বক্তব্য না আসায় স্থানীয়রাও উদ্বিগ্ন হয়ে আছেন।

ঐক্যবদ্ধ হওয়ার ডাক

• তিনের পাতার পর সুদীপ রায় বর্মণ। তারা যে কোনওভাবেই কোনও আলোচনাতেই আর কোনও প্রলোভনেই বিজেপিতে থাকছেন না, বরং বিজেপির বারোটা বাজিয়ে দিয়ে নতুন কিছু করার ব্যাপারে এদিন সুস্পষ্ট ইঙ্গিত দিয়েছেন তারা। সুদীপবাবু জানিয়ে দিয়েছেন, পশ্চিম জেলার বাছাই করা কর্মীদের নিয়ে শুক্র ও শনিবার হবে মত বিনিময় সভা। এরপরই চুড়ান্ত সিদ্ধান্তের দিকে এগোবেন তারা। তাহলে কি ফেব্রুয়ারির প্রথম সপ্তাহেই বিজেপি ছাড়ছেন তারা? এই প্রশ্ন এডিয়ে গিয়ে কৌশলী রাজনীতিকের মতোই উত্তর দিয়ে বলেছেন. সঠিক সময়ে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে তারা এগোচ্ছেন।

আরও ৪

 তিনের পাতার পর
 সম্ভবত সংক্রমণের সংখ্যা কমাতে সোয়াব পরীক্ষা কমিয়ে আনা হচ্ছে বলে অভিযোগ। সোয়াব পরীক্ষা কম হওয়ায় ২৪ ঘণ্টায় ২০৪জন পজিটিভ রোগী শনাক্ত হয়েছে। তাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি ৬৯ জন পশ্চিম জেলার। রাজ্যে করোনা আক্রান্তদের মৃত্যু সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ালো ৮৮২ জনে। মোট আক্রান্ত ১ লক্ষ হতে আর মাত্র ৫০৬জন বাকি। এদিকে দেশেও ২৪ ঘণ্টায় আরও ৫৭৩জন সংক্রমিত মারা গেছেন। আক্রান্ত এবং মৃত্যুর সংখ্যা প্রত্যেকদিন রাজ্যে বাড়লেও করোনার নিয়মনীতি প্রয়োগে এখনও পর্যন্ত সেই অর্থে প্রশাসনের কড়াকড়ি দেখা যায়নি। আমতলিতে ক্রিকেট খেলাকে কেন্দ্র করে প্রত্যেকদিন হাজারো লোকের ভিড় জমছে। অথচ এই ভিড় দেখতে পায় না থানার পুলিশবাবুদের সঙ্গে প্রশাসনের কর্তারাও। আগরতলায়ও করোনার নিয়মনীতি নিয়ে মুখ্যসচিবের নির্দেশিকা কলাপাতায় পরিণত করছে বেশ কয়েকটি মহল। কিন্তু কবে নাগাদ এসব

বিতর্কে উচ্ছেদ পরিবার

 তিনের পাতার পর
 কোথায় পাবো বলুন ? এই বলে উপরওয়ালার কাছে সব সঁপে দিলেন ঝর্ণা বেগম। যাওয়ার সময় জামাল ও রুস্পা সজল চোখে একটা প্রশ্ন ছুড়ে দিয়ে বললো, আমাদের কি অপরাধ? শুধু ভালোবেসে বিয়ে করেছি। ভালোবাসা কি অপরাধ?

ধুলোমাখা শরীরে ব্রাত্য

 প্রথম পাতার পর আঁধারে দিন কাটছে মহারাজের! ২০১৯ সাল। ফেব্রুয়ারি মাসের ৯ তারিখ, শনিবার। দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি কিছুক্ষণের জন্য রাজ্য সফরে এসেছিলেন। মহারাজা বীর বিক্রম বিমানবন্দরের পুরোনো টার্মিনাল ভবনের প্রবেশ দ্বারের সামনে বীর বিক্রম মাণিক্য বাহাদুরের একটি পূর্ণাবয়ব মূর্তি উন্মোচন করে ট্যুইট করে লিখেছিলেন— 'আগরতলা বিমানবন্দরে মহান মহারাজা বীর বিক্রম কিশোর মাণিক্য বাহাদুরের মূর্তি উন্মোচন করে আমি সম্মানিত বোধ করছি।' সেদিনের অনুষ্ঠানে রাজ্যের তদানিস্তন রাজ্যপাল প্রফেসর কাপ্তান সিং সোলাঙ্কি, মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লাব কুমার দেব, উপমুখ্যমন্ত্রী যীযুও দেববর্মা সহ

শহরের এক ফুল বিক্রেতার কপালে সেদিন কয়েক লক্ষ টাকার রোজগার জোটে। নীল কাপড়, নতুন কেনা কার্পেট আর বহু লক্ষ টাকা ব্যয় করে সাজানো হয়েছিল মূর্তিটি এবং তার আশেপাশের চত্বর। দেশ জুড়ে প্রচার হয়েছিল, আধুনিক রাজ্য গড়ার কারিগর বীর বিক্রম কিশোর মাণিক্য বাহাদুরকে সম্মানিত করল বর্তমান সরকার। কিন্তু সবই যে লোক দেখানো, আর ভোট ব্যাঙ্কের হিসেব নির্ণয় করে করা, তা হাড়ে হাড়ে প্রমাণিত হয়ে গেল। কেন? কারণ, মূর্তিটি এখন অবহেলায়, শরীর জুড়ে ধুলো মেখে দিনযাপন করছে। গত ৪ জানুয়ারি কয়েক ঘণ্টার রাজ্য সফরে এসে দেশের প্রধানমন্ত্রী, যিনি প্রায় দু'বছর আগে মূর্তিটির আনুষ্ঠানিক উন্মোচন করে যান, তিনি মহারাজা বীর বিক্রম বিমানবন্দরের নতুন টার্মিনাল ভবনের উদ্বোধন করেন। সেদিন শহরের স্বামী বিবেকানন্দ স্টেডিয়ামে এক জনসভায় বক্তব্য রাখেন প্রধানমন্ত্রী। সেখানেও উঠে আসে বিমানবন্দর প্রসঙ্গ। সেদিনও দেশ জুড়ে এ খবর প্রচারিত হয়, মহারাজা বীর বিক্রম

ভবন প্রধানমন্ত্রীর হাত ধরে যাত্রা শুরু করেছে। কিন্তু কোথাও উঠে আসেনি, মহারাজা বীর বিক্রমের অবহেলার কাহিনিটি। তিন সপ্তাহ হয়ে গেল, এখন পর্যন্ত পুরোনো ভবন থেকে নতুন টার্মিনাল ভবনে মহারাজা বীর বিক্রমের মূর্তিটি স্থানান্তরিত করা হয়নি। প্রতিদিন শয়ে শয়ে যাত্রীরা যারা নতুন টার্মিনাল ভবনটি দিয়ে বিমানবন্দরে প্রবেশ করছেন, তাদের কারোর চোখেই পড়ছে না বীরবিক্রমের মূর্তিটি। সকলের মনে প্রথম প্রশা, যার নামে বিমানবন্দরটি নামাঙ্কিত, তিনি জাঁকজমক বিমানবন্দরে কেন স্থানান্তরিত হলেন না? দেশের প্রধানমন্ত্রী শুধুমাত্র একটি মূর্তি উন্মোচন করার জন্য ২০১৯ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে রাজ্যে এসেছিলেন। অথচ সেই মূর্তিটি

এখন জঘন্য পরিস্থিতিতে অবহেলায় একা প্রহরীর মতো দাঁডিয়ে আছে। সোনালি রঙের মূর্তিটি ধুলো পড়ে কালো হয়ে গেছে। গলায় কয়েক মাস আগে যে মালাটি গলানো হয়েছিল, সেটি শুকিয়ে কাঠ! পুরোনো বিমানবন্দরে মূর্তিটির সামনে আবর্জনা এবং দুর্গন্ধ। ম্যানহোল কভার দিয়ে নির্গত দুর্গন্ধের জন্য সামনে যাওয়া দায়। বিষয়টি নিয়ে ইতিমধ্যেই দুই রাজনৈতিক দলের শীর্ষ কর্তারা শাসকদলকে এক হাত নিয়েছেন। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একটি রাজনৈতিক দলের অন্যতম শীৰ্ষকৰ্তা বলেন--- 'মূৰ্তিটি উদ্বোধন করার পেছনে আসলে জনজাতিদের খুশি করার একটা উদ্দেশ্য ছিল।বাকি শ্রদ্ধাবোধ, সবটাই মেকি'। কে জানে, ওই রাজনৈতিক নেতার বক্তব্য কতটা সঠিক।

রাজ্য প্রালশকে

 প্রথম পাতার পর

 যে এই সংক্রান্ত অভিযোগের শুনানি হয়েছে, সব

 নথিপত্র দেখে এই নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে। নির্দেশে বলা হয়েছে, আট সপ্তাহের মধ্যে ব্যবস্থা নিতে হবে, এবং অভিযোগকারীকে জানাতে হবে কী ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। সাংবাদিকদের একটি সংগঠন এওজে অভিযোগে সংবাদমাধ্যমকে মুখ্যমন্ত্রীর হুমকি, সাংবাদিকদের আক্রান্ত হওয়া, সংবাদমাধ্যম আক্রান্ত হওয়া ইত্যাদি নানা অভিযোগ রেখেছেন।

ট্রেনিং ছাড়াই টিসিএস

 প্রথম পাতার পর মাস দুই-তিন আগে কিছু টিসিএস ক্যাডার সরাসরি নিয়োগ পেয়েছেন। তাদের সঠিক ট্রেনিং ছাডাই দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। সিপার্ডে নামকাওয়াস্তে সামান্য কয়েকদিনের ওরিয়েন্টেশন প্রোগ্রাম করিয়েই তাদের ছেড়ে দেওয়া হয়েছে মাঠে। রয়েছে রিজিওনাল সার্ভে ট্রেনিং ইনস্টিটিউট, সেখানে পরিকাঠামোও যথেষ্ট , ন্যূনতম ৪৫ দিনের ট্রেনিং করিয়ে দায়িত্ব দেওয়ায় কোনও সমস্যা থাকার কথা না। চাকরির শুরুতে টিসিএস ক্যাডারদের সাধারণত রাজস্ব বিষয় নাড়াচাড়া করতে হয়। উপযক্ত প্রশিক্ষণ না থাকায় সাধারণভাবে জমি চিহ্নিত করতেই হিমশিম খাওয়ার অবস্থা হচ্ছে। অনেকেই মহকুমা স্তরে ডিসিএম, কোনও আইন —শঙ্খলা পরিস্থিতি তৈরি হলে, প্রশিক্ষণ না থাকায় পরিস্থিতি আরও ঘোরালো হয়ে উঠতে পারে, অভিজ্ঞ অনেকজন অফিসার আশঙ্কা করছেন সম্প্রতি ২৩৮ জন অ্যাডহক প্রমোশন পেয়ে টিসিএস অফিসার হয়েছেন তাদের অনেককে পোস্টিং দেওয়া হয়েছে, অনেকেই এখনও পোস্টিং'র অপেক্ষায় আছেন। তাদেরও সিভিল সার্ভিসে আসার জন্য সামান্য প্রশিক্ষণও দেওয়া হয়নি। কিছুদিন আগে মণিরামপুর ভিলেজে ১৫ লাখ টাকা গোলমালের জন্য থানায় মামলা হয়েছে. এক বছর ধরে প্রায় টাকা তুলে নেওয়া হয়েছে। খবর হওয়ার পর মামলা হয়েছে। প্রশিক্ষণ না থাকলে. এরকম ঘটনা উপরের অফিসারের হাতে ধরা পড়তেও সময় লাগবে বা ধরতেই পারবেন না তারা। অন্যদিকে টিপিএস ক্যাডারদের ইনডাকশন ট্রেনিং, রিফ্রেসার ট্রেনিং সবই হচ্ছে। বন্দুকওয়ালাদের সাথে টেরিমেরি নেই।

এজিএমসি-তে স্বাস্থ্য সচিব

অনেকেই। এদিন বৈঠকে ঠিক হয়, এখন থেকে প্রতিদিন করোনা আক্রান্ত হয়ে যেসব রোগীরা প্রয়াত হচ্ছেন, তাদের মৃত্যুর কারণ খতিয়ে দেখতে হবে। এদিন বৈঠকে গত ২৬ তারিখ এই পত্রিকায় প্রকাশিত খবরটিতে যে প্রশ্নগুলো রাখা হয়, সেগুলো নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে।জানা যায়, দফতরের প্রধান সচিব পত্ৰিকাটি হাতে নিয়েই বৈঠিকে প্রবেশ করেন। জিবি হাসপাতালে করোনা আক্রান্ত রোগীদের চিকিৎসা পরিষেবা প্রদানে ক'জন 'সিনিয়র' ডাক্তার সরাসরি রোগীদের দেখছেন? কি

বিমানবন্দরের নত্ন টার্মিনাল

প্রথম পাতার পর

নাম তাদের ? প্রশ্ন এটাও, প্রতিদিন তাক্তারের পরামর্শ নিতে পারছেন করোনা আক্রান্ত হয়ে যেসব রোগীরা জিবি হাসপাতালের নির্দিষ্ট কয়েকটি রুমে ভর্তি হচ্ছেন, উনারা কোন ডাক্তার বা কোন ইনচার্জ-এর অধীনে ভর্তি হন ? গত ২৬ তারিখের খবরে বলা হয়েছিল— প্রতিদিন রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে, বলা ভাল বিভিন্ন জেলা হাসপাতালগুলো থেকে রোগীরা করোনায় ভুগতে ভূগতে জিবি হাসপাতালে এসে ভর্তি হন। কিন্তু এবার করোনা আবার থাবা বসানোর পর, যেসব রোগীরা জিবি হাসপাতালে চিকিৎসা নিতে আসছেন, তাদের পরিবারের কেউই সরাসরি

না। তার থেকে বড় কথা, করোনা আক্রান্ত রোগীদের প্রতিদিন চিকিৎসা পরিষেবা দিচ্ছেন ক্যেকজন পোস্ট গ্ৰেজ্যুট চিকিৎসক। এছাডা কখনও কখনও ইন্টার্ন, জুনিয়র ডাক্তার দিয়ে সমস্ত পরিষেবা চলছে। স্বভাবতই রোগীরা 'কোয়ালিটি ট্রিটমেন্ট' থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। গত বছরও করোনার সময় ডাক্তাররা রোগীর পরিবারের সঙ্গে বিকেলে নির্দিষ্ট একটা সময়ে দেখা ক্রতের। এবার সেস্র ভোগে গেছে, এমনটাই অভিযোগ। দেখার, বৈঠকটি হওয়ার পর

সময় দুই দশক, চিত্ৰ এক

উৎসর্গ করেছেন বলে এলাকার মানুষের দাবি। এখানেই তিনি তথাকথিত একদল রাষ্ট্রবাদী দলদাসের চক্ষুশূল হয়ে পড়েছিলেন। তাদের দাবি ছিলো, এ পি জে আব্দুল কালাম'র মূর্তি ভেঙে বসাতে হবে পণ্ডিত দীনদয়াল উ পাধ্যায় কিংবা শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির পূর্ণাবয়ব মূর্তি। নিদেনপক্ষে গভাছড়ায় শহিদ হওয়া বিজেপি নেতা চাঁনমোহন ত্রিপুরার মূর্তি হলেও বসাতে হবে। কিন্তু জালাল কোনওভাবেই আব্দুল কালাম'র মূর্তি ভেঙে ফেলতে চাইছিলেন না। যে কারণে বিজেপি সমর্থক হওয়া সত্ত্বেও জালালকে বিজেপি বিরোধী আখ্যা দিয়ে তার বাড়ি আক্রমণ করে মূর্তি ভেঙে ফেলার হুমকি দিয়েছিলো একদল গেরুয়া সৈনিক। সেই মতে জালাল আর কে পুর থানায় অনেকের নাম-ঠিকানা সহ অভিযোগও করেছিলেন। বুধবার দুপুরেই আশঙ্কা করেছিলেন যেকোনও সময় তিনি আক্রান্ত হয়ে যেতে পারেন। আক্রমণ হলো ঠিকই কিন্তু আরকেপুর থানা রয়ে গিয়েছে

নিজেকে নির্বিকার। জালাল'র বাডির প্রায় বাহিনী। ফেসবুক লাইভে তখন কোনও তদ্বির তালাশের কথা জানা সবক'টি সিসি ক্যামেরা ভেঙে ফেললেও বাড়ির উপরে থাকা সিসি ক্যামেরা লক্ষ্য করেনি হামলাবাজরা। সেই ক্যামেরার চিত্র অনুযায়ী প্রায় ২৫/৩০ জনের একদল দুষ্কৃতিকারী হাতে লাঠিসোঁটা, দা, বল্লম নিয়ে হামলা করেছে জালালের বাড়ি। ভেঙে ফেলেছে তার বাড়ির প্রধান ফটক। এরপর একে একে ঘরে হামলা চালায় তারা। বাড়ির ভেতরের ঘরের দরজা, জানালা বন্ধ করে ফেসবুক লাইভ শুরু করে দেন জালাল। বাইরে তখন একেকটি ঘর, দরজা-জানালা জিনিসপত্র ভেঙে ফেলার দুমদাম শব্দ। ঘরের ভেতরে চিৎকার করছেন বাড়ির মহিলারা, আর মোবাইলের সামনে ফেসবুক লাইভ করে হাতজোড করে রাজ্যের প্রধান সেবক মুখ্যমন্ত্রীর কাছে জীবন ভিক্ষা চাইছেন মহম্মদ জালাল। তার আর্তি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে তিনি শ্রদা করেন, ভালোবাসেন। মুখ্যমন্ত্রীর হাতেই রয়েছে পুলিশ। মুখ্যমন্ত্রী তার জীবনদান কর্তন। হয়তো কিছুক্ষণ পরে তাকে এবং পরিবারকে মেরে ফেলবে ভৈরব

শোনা যাচ্ছে বাইরের দমাদম শব্দ। যে ঘরে তারা রয়েছেন সেই ঘরের দরজায় লাথির দুমদাম শব্দও ভেসে আসছে ফেসবুক লাইভে থাকা ক্যামেরায়। জালাল হাতজোড় করে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আর্তি জানানো অবস্থাতেই বার বার তার পরিজনদের বলছেন, পুলিশ না আসা পর্যন্ত তারা যেন দরজা না খোলেন। কারণ, বাড়ির উপরে থাকা একটি সিসি ক্যামেরা তখনও সচল। সেই ক্যামেরায় দেখা যাচ্ছে বাড়িতে কে ঢুকছেন আর কে বেরোচ্ছেন। হামলাবাজরা কিভাবে হামলা করছে। বাইরের সবকিছ তখনও তাদের চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছেন কম্পিউটারের স্ক্রিনে। বহুক্ষণ পর রাধাকিশোরপুর থানার পুলিশ পৌঁছালেও তাদের সামনে দিয়েই বাড়ি থেকে বেরিয়ে গিয়েছে একে একে হামলাবাজরা। হাতজোড় করে জালালের কান্না, মুখ্যমন্ত্রীর কাছে জীবন বাঁচানোর আর্তি বুধবার রাতে গোটা রাজ্যকে তথা গোটা দেশকে নাড়িয়ে দিলেও প্রশাসন কিংবা শাসক দলের কোনও নেতা কিংবা কার্যকর্তার এ নিয়ে

যায়নি। কোনও সূত্র থেকে হয়তো-বা বিষয়টি মুখ্যমন্ত্রীর নজরে নেওয়া হয়নি। গ্রেফতার হয়নি হামলাবাজেরা। বরং পুলিশের ধীর উপস্থিতি দেখে বোঝা গিয়েছে পুলিশ হয়তো-বা হামলাবাজদের যাবতীয় অপারেশন সম্পূর্ণ হওয়ার অপেক্ষাতেই ছিলো। হয়তো-বা ফেসবুক লাইভে থাকার কারণেই কোনও না কোনও মহলের ইঙ্গিতে শেষ পর্যন্ত জালালকে রেহাই দিয়েই চলে গিয়েছিলেন তারা। কারণ, ঘরের ভেতরে দরজা ভেঙে ঢুকলে ফেসবুক লাইভে তা সরাসরি আসতে পারে এই ভয়েই বেঁচে গিয়েছিলো জালাল এবং তার পরিবারের প্রাণ। রাজ্যের ইতিহাসে এমন হামলা এবং ফেসবুক লাইভে এসে এমন বীভৎস ঘটনার বিবরণ দিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে প্রাণ বাঁচানোর আর্জি সম্ভবত এটাই প্রথম। এই ছবি যেন কুতুবউদ্দিন আনসারির ছবির চেয়েও ভয়ঙ্কর। কুতুবউদ্দিনের ছবি এসেছিলো স্থিরভাবে সংবাদচিত্র হিসেবে। আর জালাল'র বাড়িতে হামলা এবং

জীবন বাঁচানোর আর্জি একেবারে

ফেসবুক লাইভে যেখানে চিৎকার করে কান্নায় ভেঙে পড়ে জালাল বলছেন, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব আপনি আমাদের বাঁচান। লেই লাইভেই জালাল উ फिन वल एइन, जिनि निर्ज একজন বিজেপির সমর্থক। মুখ্যমন্ত্রীকে ভালোবাসেন। তিনি একজন সংখ্যালঘু বলে এপিজে আব্দুল কালাম'র মূর্তি বসিয়েছেন বলে তার উপর আক্রমণ সংঘটিত করেছে বলে অভিযোগ। এমন দৃশ্য দেখে বুধবার রাতে রাজ্যের মানুষ যেন হতবাক্ হয়ে যান। গুজরাট দাঙ্গার কুড়ি বছর পর এমন ছবি এ রাজ্যে দেখতে হবে এই কথা দুঃ স্বপ্নেও হয়তো-বা কেউ ভাবেননি। কারণ, অপার শান্তির এই রাজ্যে যেখানে হীরাযুগ বর্তমান সাধারণ মানুষের হাতে শুধু রোজগার। গত প্রায় চার বছরে উন্নয়ন যেখানে শিখড়চুম্বী, সেখানে এই দৃশ্য সত্যিই বেমানান --- বলছেন বিজেপি সমর্থকেরাই। তাদের অনেকের বক্তব্য, কুতুবউদ্দিন আনসারি থেকে মহম্মদ জালাল — রাষ্ট্রবাদী বিজেপি সরকারকে কলঙ্কিত করতে সবটাই নাকি হীন চক্রান্ত!

পতাকা'র অবমানন

 প্রথম পাতার পর

তার দিকে তাকিয়ে কেউ ঘেউ না করলেও. সরকারি বেতনধারী আরক্ষা কর্মী নিয়ে চলাফেরা করেন। বহু বহু বছর এই শহরেই তার হাঁটাচলা, পানের দোকানে দাঁডালে পাশের লোকটি আলাদা করে চিনতেন না, এখন পলিশ সাথে নিয়ে নিজেকে চেনাচ্ছেন। ফাওয়ে পাওয়া ক্ষমতা যতদিন থাকে, ততদিন আশ মিটিয়ে নেওয়া। প্রজাতন্ত্র দিবসকে কলঙ্কিত করলেও, এখনও দেশরক্ষায় অতন্ত্র প্রহরী কোনও রাষ্ট্রবাদীকে বিবৃতি দিয়েও নিন্দা করতে শোনা যায়নি, বিজেপি ক্ষমা চেয়ে বিবৃতিও দেয়নি। বিজেপি'র আদর্শ আরএসএস বহু দশক জাতীয় পতাকাই তুলেনি, বিজেপি পতাকা তুললেও, মর্যাদা দিতে পারে না, সেটা প্রমাণ করে দিয়েছেন। দলের বিজেপি'র রাজ্য সভাপতি ডাঃ মানিক সাহা প্রজাতন্ত্র দিবসে জাতীয় পতাকাকে অপমান করে এই প্রজাতন্ত্রকেই অপমান করেছেন। জাতীয় পতাকা তুলে ধরার নির্দিষ্ট নিয়ম আছে। ১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্ট ব্রিটিশ শাসনের পতন হয়ে ভারতের স্বাধীনতা এসেছে। ভারতের তিরঙা জাতীয় পতাকা হয় বাধাহীন। স্বাধীনতা দিবস ১৫ আগস্টে জাতীয় পতাকা তোলার আগে পতাকাদণ্ডের নীচের দিকে বাঁধা থাকে, সেই পতাকা তোলা হয় উঁচুতে। ইংরাজিতে 'হোয়েস্ট'। ১৯৫০ সালের ২৬ জানুয়ারি ভারত প্রজাতন্ত্রে পরিণত হয়, সংবিধান গৃহিত হয়, গভর্নমেন্ট অব ইন্ডিয়া অ্যাক্ট ১৯৩৫ বাতিল হয়। প্রজাতন্ত্র দিবস ২৬ জানুয়ারিতে পতাকা তোলা হয় না, 'আনফার্ল' করা হয়। সেদিন পতাকাদণ্ডের মাথায় জাতীয় পতাকা বাঁধাই থাকে, দড়ির টানে সেই পতাকা খোলা হয়, তোলা হয় না। এই দেশ যে স্বাধীন, সেটাই বোঝানো হয় তাতে। জাতীয় স্তরের নিয়ম ও প্রথা অনুযায়ী স্বাধীনতা দিবসে পতাকা তোলা হবে নিচে থেকে সোজাসুজি। খোলা তিরঙ্গা ধীরে ধীরে উপরে উঠে যাবে দড়ির টানে। কিন্তু প্রজাতন্ত্রের পতাকা গিঁট দেওয়া থাকবে ফুলের পাপড়ি ইত্যাদি পাঁ্যচিয়ে। এই ব্যবধানটা জানলেন না ডা. মানিক সাহা। প্রজাতন্ত্রের পতাকায় ফুল পাঁচানো গিঁট ছিলো না প্রজাতন্ত্র দিবসে। স্বাধীনতা দিবসের কায়দায় পতাকা তুললেন বিজেপির রাজ্য দফতরে, যে ছবি দেখলেন রাজ্যবাসী, দেশবাসী। আহা, দেশপ্রেমী মানুষের দলের এই অবস্থা দেখে অনেকেরই সর্ববৃহৎ দলের অভ্যন্তরের শিক্ষার হার আর অবস্থা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। প্রশ্ন উঠেছে বিজেপি সভাপতি কি কেবল প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায় শিক্ষিত? ডিগ্রি তো অনেকেরই আছে, শিক্ষা ক'জনের আছে? তাহলে সমাজ রাজনীতি, দেশ ইত্যাদি শিক্ষায় চরম অশিক্ষিতই রইলেন ডা. মানিক সাহা। অন্তত এটাই বুঝা গেলো কিন্তু প্রজাতন্ত্র দিবসে। প্রশ্ন এসেছে দলের অভ্যন্তরে। যারা দেশের জাতীয় পতাকার সমাদর, নিয়ম কানুন জানলো না তারা কেমন্তর দেশপ্রেমিক? তারা কিভাবে অন্য মানুষের দেশপ্রেম নিয়ে প্রশ্ন তুলবেন? আবার এরা কি এই জ্ঞানবুদ্ধি নিয়েই নিজেদের রাষ্ট্রবাদী বলবেন? তাও কি হয়?

অন্য মেজাজে সম্ভ্রীক মুখ্য



জানুয়ারি।। কিডনির বিভিন্ন সমস্যায় অসুস্থ রোগীদের যেন উন্নত চিকিৎসার জন্য আর বহির্রাজ্যে যেতে না হয় তারজন্য রাজ্যেই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক - সহ অত্যাধুনিক পরিকাঠামো সম্পন্ন নেফ্রলজি বিভাগ স্থাপনের পরিকল্পনা নিয়েছে সরকার। বৃহস্পতিবার বাধারঘাট মন্ডলের উদ্যোগে আয়োজিত স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবিরে বক্তব্য রাখতে গিয়ে একথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। অনুষ্ঠানের শুরুতেই পভিত দীনদয়াল উপাধ্যায়, ডা. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি ও ভারতমাতার প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করে

প্রেস রিলিজ, আগরতলা, ২৭ শ্রদাঞ্জলি নিবেদন করেন মুখ্যমন্ত্রী-সহ অন্যান্য অতিথিগণ। ডুকলি কমিউনিটি হলে এদিনের স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, মানুষের স্বাস্থ্য সুরক্ষা সরকারের অগ্রাধিকারের ক্ষেত্র। রাজ্যে প্রথম সফল ওপেন হার্ট সার্জারি এর অন্যতম নজির। তার পাশাপাশি এই ধরনের অস্ত্রোপচারে অনেক ব্যয় হলেও ওই মহিলার আয়ুষ্মান ভারত কার্ড থাকার সুবাদে তা সম্পূর্ণ বিনামূল্যে সম্পন্ন হয়েছে। ওপেন হার্ট সার্জারির পাশাপাশি হৃদরোগ সংক্রান্ত বেশ কয়েকটি অস্ত্রোপচারও সফলভাবে সম্পন্ন



হয়েছে। এছাড়াও মিলছে এই সংক্রান্ত অন্যান্য পরিষেবা। অটল বিহারী বাজপেয়ী আঞ্চলিক ক্যান্সার হাসপাতাল পূর্বাঞ্চলের অন্যতম উন্নত পরিষেবা সম্পন্ন হাসপাতাল হিসেবে গড়ে উঠেছে। সরকার সময় উপযোগী সঠিক ব্যবস্থাপনার ফলে লাগাম টানা সম্ভব হয়েছে কোভিড সংক্রমণে। স্বাস্থ্য সংক্রান্ত অত্যাধুনিক পরিকাঠামো উন্নয়ন ও পরিষেবার প্রদানের দ্বারা শীঘ্রই রাজ্যের বাইরে রেফারের সংখ্যা শূন্যের কোঠায় নামিয়ে আনার লক্ষ্যে গুরুত্ব সহকারে কাজ চলছে। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে

কর্মযজ্ঞ রাজ্যব্যাপী প্রতিফলিত হচ্ছে। উন্নয়নের নিরিখে প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রেই সফলতা এসেছে। নাগরিক অধিকার সুনিশ্চিতকরণে ও বিভিন্ন সহায়তা প্রকৃত সুবিধাভোগীদের কাছে পৌঁছে দিতে আন্তরিকতার সঙ্গে কাজ করছে সরকার। এরপর মুখ্যমন্ত্রী, ডুকলি পঞ্চায়েত সমিতির উদ্যোগে জৈব পদ্ধতিতে চাষ করা কৃষি জমি পরিদর্শন করেন। এদিনের রক্তদান শিবিরে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন টিসিএ-র সভাপতি ডা. মানিক সাহা, পূর্বোদয়া সামাজিক সংস্থার বিধায়ক মিমি মজুমদার বলেন, সম্পাদিকা নীতি দেব প্রমুখ।

রাজ্য সরকারের উন্নয়নমূলক

নাইট কারফিউতে বন্ধ নেই চুরি

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি,

উদয়পুর, ২৭ জানুয়ারি।। নৈশকালীন কারফিউর মধ্যেও নিশিকুটুম্বদের দৌরাত্ম্য অব্যাহত রয়েছে। ঘটনা রাধাকিশোরপুর থানাধীন উদয়পুর রমেশ চৌমুহনি এলাকায়। ঘটনার বিবরণে জানা যায়, বর্তমান সময়ে করোনা মহামারীর তৃতীয় ঢেউ নিয়ে রাজ্যে চলছে নৈশকালীন কারফিউ। প্রতিদিন নৈশ কারফিউতে রাত আটটার পর সমস্ত দোকানপাট বন্ধ হয়ে যায়। রাজারবাগ এলাকার বাসিন্দা রাজু ভৌমিক মঙ্গলবার রাতে নিজের দোকান লাগিয়ে বাড়ি



চলে যান। বুধবার প্রজাতন্ত্র দিবসের সকালে দোকান খুলতে এসে চুরির ঘটনাটি প্রত্যক্ষ করতে পারেন। সাথে সাথেই খবর দেওয়া হয় রাধাকিশোরপুর থানায়। পুলিশ ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে চুরির ঘটনার প্রাথমিক তদস্ত করে যান দোকান মালিক রাজ ভৌমিক জানান, তার দোকান থেকে নগদ সাড়ে চার হাজার টাকাসহ প্রায় ৩০ হাজার টাকার সামগ্রী চুরি করে নিয়ে গেছে চোরের দল। নৈশকালীন কারফিউ চলাকালীন সময়ে কিছুদিন পর পর ব্যবসায়ী

উদয়পুর মহকুমা জুড়ে।

শতাধিক যান চালক একত্রিত হয়ে টিএনজিসিএল'র দুটি গ্যাস বোঝাই গাড়ি আটকে দেয়। চালকদের বক্তব্য, গত ৮ জানুয়ারি থেকে রাজ্যের ১২টি সিএনজি স্টেশন বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। সেই কারণেই সিএনজি সংগ্রহ করতে গিয়ে তারা সমস্যায় পড়ছেন। মোহনপুরের স্টেশন থেকে এখনও সিএনজি সরবরাহ করা হচ্ছে না। কি কারণে সিএনজি সরবরাহ করা হচ্ছে না তা কেউই স্পষ্ট করে বলছেন না। তাই চালকরা এদিন বিক্ষুর হয়ে আন্দোলনে শামিল হয়। পরবতী সময় পুলিশকেও ছুটে আসতে হয়। এরপরই পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে।

বামফ্রন্টের আমলের ২৫ বছরকে ছাপিয়ে গিয়েছে রাজ্য, সেখানে এদিন শাসক বিজেপির প্রাক্তন মন্ত্রী এবং বর্তমান বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মণ সুস্পষ্টভাবেই বলেছেন, বিগত গুড় করে নিজেদের দল বিজেপিকে চার বছরে বহু বছর পিছিয়ে গেছে মিছরির ছুরিতে বিঁধলেও এবার এই রাজ্য। এদেরকে বিশ্বাস করে একেবারে সরাসরি রাজনৈতিক এরাজ্যের মানুষ ঠকেছেন। পিছিয়ে তরবারি চালানোর যেন হুঙ্কার যাওয়া জায়গা থেকেই ঘুরে দাঁড়াতে হবে রাজ্যকে। এজন্য রাজ্যের মানুষকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ারও আহ্বান জানিয়েছেন সুদীপবাবু। ভোট লুট, করমছড়ার বিধায়ক দিবাচন্দ্র ভোট ছিনতাই করে বিগত রাঙ্খল। এদিন উদয়পুরে যোগ দেন নির্বাচনগুলোতে যেভাবে শাসক বুর্বোমোহন ত্রিপুরা। পশ্চিম দল স্বৈরাচারী হয়ে উঠেছিলো, ঐক্যবদ্ধভাবেই তা প্রতিরোধ এবং হাজির থাকেন সেদিকেই আপাতত প্রতিহত করারও আহ্বান জানান দৃষ্টি নিবদ্ধ শাসকের। উত্তর, তিনি। ২০১৯ সালের লোকসভা উনকোটি এবং ধলাইয়ে ভোটেই মন্ত্রী থাকাকালীন সুদীপ রায় বর্মণ ডাক দিয়েছিলেন ভোটারের নিজস্ব মতামত প্রয়োগের। বলেছিলেন, ভোট দিন যাকে ইচ্ছে তাকে, কিন্তু ভোট দিন। সেই থেকে শুরু। এদিনও তিনি প্রায় একই ঢঙে নিয়ে (তাদের ব্যাখ্যা অনুযায়ী বলেছেন, আর ভোট লুট হতে কোভিড প্রটোকলের কারণে) দেওয়া হবে না, প্রতিরোধ গড়ে আয়োজিত বৈঠকে স্পষ্ট ইঙ্গিত তোলা হবে। প্রতিটি নির্বাচনেই টিকিট দিতে গিয়ে টাকা কামাইয়ের অভিযোগ এনেছেন তিনি। বিজেপির বিরুদ্ধে যে অভিযোগে বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গ উত্তাল সেই

বিজেপির বিরুদ্ধে বিধায়কদের হুঙ্কার বদ্ধ হওয়ার ডাক দিলেন সুদীপ

নিয়মিত বেতনক্রমের দাবিতে

উচ্চ আদালতে টেট শিক্ষকরা

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, চাকরি করার পর নিয়মিত করা তাদের চাকরির শুরু থেকেই

হবে। তখন টিপিএসসি'র মাধ্যমে

নিয়োগ এই নীতির বাইরে

ছিল।২০০৭ সালে টিপিএসসি'র

মাধ্যমে নিযুক্ত কিছু চাকরি ফিক্সড

পে করা হয়। এরপর থেকে

ফিক্সড পে-তেই এসব চাকরি হয়ে

আসছে রাজ্যে। ২০১৮ সালে

বিজেপি জোট সরকার ক্ষমতায়

আসার পরও একই নীতিতে

চাকরি হচ্ছে। ভিশন ডকুমেন্টে

সমস্ত অনিয়মিতদের নিয়মিত

করার কথা বলা হলেও ফিক্সড

পে'র মাধ্যমে নিয়োগ বন্ধ হয়নি।

অনিয়মিতদেরও নিয়মিত করা



প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ জানুয়ারি।। আর ইলশেগুঁড়ি বৃষ্টি নয়, এবার যেন বৃষ্টি নামলো মুষলধারে, একেবারে ঝমঝমিয়ে। আর রাখঢাক নয়, একেবারে খোল্লামখুল্লা শুরু করলেন বিদ্রোহ। বিপ্লব হঠাতে যেন বিপ্লবেই শান দিলেন তিনি এবং তারা। তালিকায় যুক্ত হলেন আরও একজন। এখন পর্যন্ত চার। আশা শীঘ্রই যুক্ত হয়ে যাবেন আরও দুই থেকে তিন। এরপরই শুরু হয়ে যাবে আসল খেলা। এই খেলা যেন কলকাতা থেকে আগত স্লোগান খেলা হবে নয়, একেবারে ত্রিপুরার জল-আবহাওয়ায় তৈরি খেলা শুরু। বৃহস্পতিবার উদয়পুর এবং সোনামুড়ায় কর্মী-সমর্থকদের সঙ্গে মত বিনিময় শেষে শাসক দলীয় বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মণ এবং বিধায়ক আশিস কুমার সাহা একেবারে দিনের আলোয় দেখিয়ে দিলেন তাদের আগামীর রাজনৈতিক পথ। এবার আর আমার দল বিজেপি না বলে ৬-আগরতলা কেন্দ্রের বিজেপি বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মণ জানিয়ে দিলেন, মানুষ বর্তমানকেও চায় না। এর আগের অতীতকে চায় না। মানুষ চায় ফ্রেশ অক্সিজেন।আগামী শুক্র ও শনিবার পশ্চিম জেলায় এভাবেই মত বিনিময় সভার পর পর্যালোচনা শেষে তৈরি করে ফেলা হবে চূড়ান্ত রূপরেখা। বড়দোয়ালীর

বিধায়ক আশিস কুমার সাহা আরও যেখানে বলছেন, বিগত তিন বছরে এক ধাপ এগিয়ে জানিয়ে দেন, সমস্ত বাধা বিপত্তিকে এড়াতে তাদের তেমন অসুবিধা হওয়ার কথা নয়, প্রয়োজনে সময়ের মতো করে কঠোর হবেন তারা। এতদিন গুড় দিলেন দুই বিধায়ক। শাসক শক্তির বুকে কাঁপন ধরিয়ে ধলাই উত্তরের সভায় তাদের সঙ্গে হাজির ছিলেন জেলার বৈঠকে কোন বিধায়ক তুলনামূলক রয়ে-সয়ে বক্তব্য রাখলেও উদয়পুর থেকেই যেন ঝাঁঝালো মেজাজে বক্তব্য রাখতে শুরু করলেন সুদীপ-আশিস জুটি। দুই শহরের হাতে-গোনা কর্মীদের দিয়ে দেন। যা হয়েছে তার এখানেই ইতি। এবার শুরু হবে নতুন করে পথচলা। বিধায়ক আশিস কুমার সাহা'র মতে, আরেকটা পরিবর্তনের দিকে এগিয়ে যাবেন তারা। মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব

অভিযোগ কার্যত এবার রাজ্যে করলেন • **এরপর দুইয়ের পাতা**য়

চুরির টাকা সহ গ্রেফতার

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ জানুয়ারি।। চুরির মামলায় সাফল্য পেলো আমতলি থানার পুলিশ। চুরি যাওয়া ৮০ হাজার টাকা উদ্ধার-সহ এক যুবককে গ্রেফতার করা হয়েছে। তার



নাম মহম্মদ ইব্রাহিম মিয়া (৩৮)। চারিপাড়ার শচীন্দ্র লাল থেকে তাকে টাকা-সহ গ্রেফতার করা হয়েছে। গত ২৪ জানুয়ারি শহরের ব্যানার্জী পাড়ায় একটি স্কুটির সিটের নিচে থেকে টাকা চুরি হয়েছিল। পুলিশ সিসি ক্যামেরার ফুটেজ দেখে রিকসা চালক ইব্রাহিমকে চিহ্নিত করে। তাকে টাকা-সহ গ্রেফতার করা হয়।

আরও ৪

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ জানুয়ারি।। কারোনা আক্রান্তের মৃত্যু মিছিলে যুক্ত হলো আরও চার নাম। প্রত্যেকদিন এই নামের তালিকা লম্বা হচ্ছে। অথচ স্বাস্থ্য দফতর করোনার সোয়াব পরীক্ষা কমিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে সংক্রমিতদের সংখ্যা কমিয়ে দেখাতে। বৃহস্পতিবার স্বাস্থ্য দফতরের মিডিয়া রিপোর্ট অনুযায়ী মাত্র ২ হাজার ৫৭৫ জনের সোয়াব পরীক্ষা হয়েছে ২৪ ঘণ্টায়। সংক্রমণের হার ৭.৯২ শতাংশ। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রক যখন সোয়াব পরীক্ষা বাড়াতে বারবার বলছে, এই সময়ে ত্রিপুরায় টেস্ট কমে আসছে। প্রত্যেকদিন মৃত্যু মিছিল যখন লম্বা হচ্ছে, এই সময়ে 🔹 এরপর দুইয়ের পাতায়

কদের আয় দ্বিগুণের ক্ষ্য সচেষ্ট সরকার' প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, সহায়ক মূল্যে এবছরও ধান ক্রয় আশা করছি এবছর আমরা করছে এফ.সি.আই। এটা একটা নির্ধারিত এই লক্ষ্যমাত্রাকেও ঐতিহাসিক ঘটনা। এরই অঙ্গ

আগরতলা, ২৭ জানুয়ারি।। নতুন বছরে কৃষকদের কাছ থেকে সরকারি সহায়ক মূল্যে ধান কেনার কাজ শুরু হল। আজ জিরানিয়া মহকুমার মাধববাড়ীস্থিত আস্তঃ রাজ্য ট্রাক টার্মিনাসে জিরানিয়া মহকুমার অধীন বিভিন্ন এলাকার কৃষকদের কাছ থেকে ধান ক্রয়ের সূচনা করেন মজলিশপুর কেন্দ্রের বিধায়ক তথা রাজ্যের মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী। সেখানে উপস্থিত কৃষকদের সম্বোধন করতে গিয়ে মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী তার বক্তব্যে বলেন, হিসেবে আজ মাধববাড়ীস্থিত আন্তঃ রাজ্য ট্রাক টার্মিনাসে এফ.সি.আই এর উদ্যোগে জিরানিয়া মহকুমার কৃষকদের কাছ থেকে ন্যুনতম সহায়ক মূল্যে আবারও ধান কেনার কাজ শুরু হয়েছে। ধানের মূল্য বৃদ্ধিতে কৃষকদের উৎসাহ বেড়েছে। ফলে, ফলনও বেড়েছে। ন্যূনতম সহায়ক মূল্যে ধান ক্রয়ের কর্মসূচি শুরু

ছাড়িয়ে যাবো। তিনি রাজ্যের কৃষক বন্ধুদের কাছে অনুরোধ করে বলেন, আপনারা আপনাদের নিকটবতী কৃষি বিভাগ বা মহকুমাশাসকের দফতরে ধান বিক্রয় করুন এবং ন্যুনতম সহায়ক মূল্যে ধান বিক্রয়ের সুবিধা গ্রহণ করুন। সব কৃষক যাতে সরকারি সহায়ক মূল্যে নির্দিষ্ট পরিমাণ ধান বিক্রি করতে পারেন তার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করা হওয়ার পর থেকে ত্রিপুরায় কয়েক হবে। ধান ক্রয় কেন্দ্রে সরকারি



আমাদের রাজ্যের কৃষকদের প্রতি মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব সর্বদাই সহানুভূতিশীল। তাঁর নির্দেশেই কৃষকদের কাছ থেকে সরকারি সহায়ক মূল্যে ধান কেনার কাজ শুরু হয়েছে।কৃষকরা খোলাবাজারে ধান বিক্রি করে যে দাম পান তার থেকে অনেক বেশি দাম পান সরকারি ধান ক্রয় কেন্দ্রে। শুধুমাত্র কৃষকরাই যাতে এই সুবিধা পান তাঁর জন্য সচেষ্ট রয়েছে আমাদের সরকার। তিনি বলেন, রাজ্যের কৃষকদের আয় দ্বিগুণ করার লক্ষ্যে রাজ্য সরকারের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় রাজ্যের কৃষকদের কাছ থেকে ন্যুনতম

লক্ষ কৃষক উপকৃত হয়েছেন।তাতে সহায়ক মূল্যে ধান বিক্রি করতে ত্রিপুরা সরকারের আর্থিক বোঝা বেড়েছে ঠিকই, কিন্তু কৃষকরা আর্থিকভাবে লাভবান হয়েছেন। অতীতে ত্রিপুরায় এমএসপি-র মাধ্যমে ধান কেনার কোনও বন্দোবস্তই ছিল না। ফলে কৃষকরা বঞ্চিত হতেন। আমাদের সরকার তা শুরু করেছে। ত্রিপুরা সরকার কৃষকদের কাছ থেকে কুইন্টাল প্রতি ১৯৪০ টাকা দরে ধান ক্রয় করছে। এবছর রাজ্য সরকার কৃষকদের কাছ থেকে ২০ হাজার মেট্রিক টন ধান ক্রয়ের লক্ষ্যমাত্রা নিয়েছে। মন্ত্রী বলেন, আমরা

অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিরা।

আমাদের ক্ষক বন্ধদের কোনোভাবেই যাতে হয়রানির শিকার না হতে হয় সেদিকে সজাগ দৃষ্টি রাখার জন্য তিনি সেখানে উপস্থিত আধিকারিকদের নির্দেশ প্রদান করেন। আজকের এই অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন জিরানিয়া মহকুমার মহকুমা শাসক জীবন কৃষ্ণ আচার্য, জিরানিয়া কৃষি মহকুমার কৃষি তত্বাবধায়ক আধিকারিক সুব্রত দাস, ফুড কপোরিশন অব ইভিয়ার আধিকারিকেরা সহ

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, দিচেছ। প্রাণ বাঁচাতে জামালের হই। আমার বাবা রবীন্দ্র সরকার আগরতলা, ২৭ জানুয়ারি।। জামাল হোসেন (২৩)। শহরতলির নোয়নিয়ামুড়া লাড্যু চৌমুহনিতে পৈত্রিক বাড়ি। পেশায় অটো চালক। উচ্চমাধ্যমিক পাশ করে কলেজেও ভর্তি হয়েছিল জামাল। ভালোবেসে বিয়ে করেছে নন্দননগর সরকারপাড়ার রবীন্দ্র সরকারের মেয়ে রুম্পাকে। মুসলিম হয়ে হিন্দু পরিবারের মেয়েকে বিয়ে করার কারণেই আজ বাড়ি ছাড়া জামাল হোসেনের পুরো পরিবার। মুসলিম হয়ে কেন হিন্দু মেয়ে বিয়ে করেছে— এই অজুহাত তুলে নোয়ানিয়ামুড়া লাড্ডু চৌমুহনির কয়েকজন অত্যুৎসাহী নব্য গেরুয়া ভক্ত জামাল হোসেনের পরিবারকে বাড়িতে ঢুকতে দিচ্ছে না। সাম্প্রদায়িক জিগির তুলে জামালের পরিবারের সদস্য সদস্যাদের প্রাণনাশের হুমকি

গোটা পরিবার আজ এপাড়ায় তো কাল ওপাড়ায় রীতিমতো পালিয়ে বেড়াচ্ছে। থানা পুলিশ থেকে শুরু করে স্থানীয় মন্ডল সভাপতি সবার দরজায় মাথা ঠুঁকেছে জামাল ও তার মা-বাবা। কেউ জামালদের পাশে দাঁড়ায়নি। ফলে আজও সদ্য বিবাহিতা স্ত্রী'র হাত ধরে মা-বাবাকে নিয়ে কার্যত জিপসির জীবনযাপন করছে। গতকাল রাজধানী আগরতলাতেই কথা হয় জামাল হোসেন ও সদ্য বিবাহিতা তার স্ত্রী রুম্পা সরকারের সাথে। সাথে ছিলেন জামাল হোসেনের মা ঝর্ণা বেগম। সদ্য বিবাহিতা রুম্পা সরকার সজল চোখেই শোনালেন, আমরা সাত বছর ধরে একে অপরকে ভালোবাসি। গত তিন মাস পূর্বে বিশালগড় মহকুমা আদালতে আমরা আইন মোতাবেক বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ

একজন রাজমিস্ত্রী। আমাদের বিয়েতে মা-বাবা কারোর কোন আপত্তি নেই। একথা বলেই ডুকরে কেঁদে ওঠে রুম্পা। বলে, আজ আমাদের জীবন সংকটে। রুম্পার কথা শেষ না হতেই পাশে থাকা জামাল হোসেনের মা ঝর্ণা বেগম তুলে ধরলেন আরও নৃশংস চিত্র। বললেন, এ ঘটনার পর আমরা লাড্ডু চৌমুহনির বাড়িতে গেলে স্থানীয় নব্য গেরুয়া শিবিরের তিন নেতা কিছু মহিলাকে জড়ো করে আমাদের উপর হামলার চেষ্টা করে। বাড়িতে ঢুকতে দেয়নি। গেটে তালা ঝুলিয়ে দেয়। ঝুর্ণা বেগম আরও জানান, তাঁর স্বামী কামাল হোসেন হার্টের রোগী। নিয়মিত ওষুধ খেতে হয়। লাড্ড চৌমুহনির নব্য রাম ভক্ত তিন নেতা ঘর থেকে ওষুধ পর্যন্ত আনতে দেয়নি। ওদের কত হাতে পায়ে ধরেছি। স্থানীয় ক্লাবের নেতার কাছে গেলাম, গেলাম মন্ডল সভাপতির কাছে। উনি স্থানীয় কয়েক জন নেতার নাম বললেন। কিন্তু কেউ সাহায্য করলো না। বাধ্য হয়ে এন সি সি থানার দ্বারস্থ হলাম। এন সি সি থানা কর্তৃপক্ষ জিবি ফাঁড়িতে পাঠিয়ে দিলেন। জিবি ফাঁড়িতে দারোগাবাবুকে কত অনুরোধ করলাম। আশা দিলেন। এখানেও ব্যর্থ হলাম। এখন আমরা কি করি কোথায় যাবো জানি না বলেই শাড়ির আঁচলে চোখ মুছতে মুছতে বললেন ঝর্ণা বেগম, যারা ধর্মের অজুহাত তুলে আমাদেরকে বাড়ি ছাড়া করলো তারাই এখন আড়াই লাখ টাকা দাবি করছেন উপঢৌকন। আডাই লাখ টাকা দিলে পর আর ধর্মের বাধ্যবাধকতা থাকবে না। বাড়ির তালাও খুলে দেবে। কিন্তু আড়াই লাখ টাকা আমরা 🌘 এরপর দুইয়ের পাতায়

আগরতলা, ২৭ জানুয়ারি।। আদালতের নোটিশ পেয়েও সাক্ষী দিতে আসেন না।এই কারণে বিরক্ত হয়ে আদালত রাজ্য পুলিশের এক ডিএসপি-সহ দুই অফিসারের নামে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করে দিলেন। আগামী ৪ ফেব্রুয়ারির মধ্যেই এই গ্রেফতারি পরোয়ানা কার্যকর করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে পশ্চিম জেলার পুলিশ সুপারকে। বৃহস্পতিবার এই নির্দেশিকাটি দিয়েছেন পশ্চিম জেলার অতিরিক্ত দায়রা বিচারক গোবিন্দ দাস। রাজ্য সরকার বিচারের হার নিয়ে বারবারই বড় বড় ঢাকঢোল পেটায়। কিন্তু ২০১৫ সালের ১৭ আগস্ট শ্যামলী বাজারে শান্তা সাহা (৫৬) চাঞ্চল্যকর হত্যা মামলায় এখন পর্যস্ত বিচার প্রক্রিয়া শেষ করাতে পারেনি। ইতিমধ্যে ৫জন স্পেশাল পিপি বদল হয়েছে

এই মামলায়। দুই দফায় আদালতও

বদল হয়ে গেছে। গত কয়েক বছর

ধরে মামলায় বন্ধ হয়ে পড়েছে সাক্ষী গ্রহণও। সরকারের বিচারের হার বেড়ে যাওয়া নিয়ে প্রশংসার ফানুস এই মামলায় এসে ফেটে গেছে। চাঞ্চল্যকর এই হত্যা মামলাটির অভিযুক্তরা সম্ভবত ভূলেই যাচ্ছেন তারা নৃশংস একটি খুনের সঙ্গে যুক্ত। কুঞ্জবনে নিজের স্বামীর সরকারি আবাসে নৃশংসভাবে খুন হতে হয়েছিল শাস্তা সাহাকে। দিনের আলোতেই তাকে ছুরি দিয়ে বহুবার আঘাত করে হত্যা করা হয়। এই ঘটনায় প্রথমে এনসিসি থানার ওসি পান্না লাল সেন তদন্ত করেন। পরবর্তী সময়ে মামলার তদন্ত যায় সিআইডি'র হাতে। সিআইডি'র তৎকালীন ইন্সপেকটর পার্থ সারথী পাল মামলার তদন্ত করেন। তদন্ত করে ৫ জনের নামে চার্জশিট দাখিল করা হয়। এরা হলো---শান্তার স্বামী ইঞ্জিনিয়ার দীপক সাহা, তাদের আত্মীয় দীপজয় সাহা এবং তার ছোট ভাই বিতাঞ্জয় সাহা-সহ দুই কুখ্যাত অভিযুক্ত রণবীর লোধ

ডিএসপি-সহ দুই পুলিশ অফিসারের

নামে গ্রেফতারি পরোয়ানা, গুঞ্জন

এবং কৃষ্ণ দে। চার্জশিটে নাম করা হয়নি। অভিযুক্তদের পঙ্গে দেওয়া হয় আইনজীবী সীমিতা চক্রবতীরও। দীপজয়ের সঙ্গে সীমিতার অবৈধ সম্পর্কের জেরে হত্যা করা হয়েছিল শাস্তা সাহাকে। এই যুক্তিতেই পুলিশের চার্জশিট জমা পড়ে আদালতে। অভিযুক্তরা সবাই জামিনে ছাড়া পায়। ২০১৫ সালের এই মামলায় চার বছর আগেই আদালতে চার্জশিট জমা পড়েছিল। এরপর বাম আমলে স্পেশাল পিপি অরিন্দম ভট্টাচার্য সাক্ষী গ্রহণের কাজ শুরু করেন। কিন্তু বিজেপি জোট সরকারের আমলে ইতিমধ্যে ৫জন স্পেশাল পিপি বদল হয়ে গেছে এই মামলায়। সাক্ষী গ্রহণও স্তব্ধ হয়ে আছে। বর্তমানে স্পেশাল পিপি'র দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে সুমিত দেবনাথকে। কিন্তু বৃহস্পতিবার মামলাটি শুনানির জন্য উঠলে স্পেশাল পিপি'র পক্ষ থেকে কোনও পদক্ষেপ আদালতে নেওয়া হয়নি। কোনও সাক্ষীকেই হাজির

আইনজীবীরা আদালতে হাজির হন। আইনজীবী রঘুনাথ মুখার্জী পুলিশের তালিকায় অভিযুক্ত দুই সুপারি কিলার কৃষ্ণ দে এবং রণবীর লোধের পক্ষে হাজির হন। এদিন চার্জশিটের তালিকায় থাকা ৩৮, ৫৬ এবং ৫৭নং সাক্ষী আদালতে হাজির হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু তাদের কেউই হাজির হননি। তাদের মধ্যে দু'জনই পুলিশ অফিসার। এর মধ্যে পান্না লাল সেন সম্প্রতি ডিএসপি হয়েছেন। পার্থ সারথী পাল অবসরেও চলে গেছেন। পুলিশের সিনিয়র অফিসার হিসেবেই তারা পরিচিত। কিন্তু চাঞ্চল্যকর এই হত্যা মামলায় সাক্ষী দেওয়ার সময় তাদের কেউই হাজির ছিলেন না। এখন আদালত ক্ষুব্ধ হয়ে পুলিশের দুই তদন্তকারী অফিসারের নামে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করে দিয়েছেন। এই ঘটনায় স্পষ্ট হয়েছে চাঞ্চল্যকর মামলাগুলির কি অবস্থা চলছে। দীর্ঘদিন ধরে বিচারের জন্য



আগরতলা, ২৭ জানুয়ারি ।। ফিক্সড

পে নয়। চাকরির শুরু থেকে

নিয়মিত বেতনক্রমের দাবিতে

মামলা জমা পডলো ত্রিপরা উচ্চ

আদালতে। ১১জন শিক্ষক মিলে

এই মামলা করলেন। তারা

টিআরবিটি'র পরীক্ষার মাধ্যমে

চাকরি পেয়েছিলেন। এখনও

ফিক্সড পে-তে আছেন। এরাই

চাকরির শুরু থেকে নিয়মিত

বেতনক্রমের দাবিতে মামলাটি

করেছেন। আইনজীবী অরজিৎ

ভৌমিকের সাহায্যে এই মামলাটি

করা হয়েছে। মূলত বামফ্রন্ট



প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, মোহনপুর, ২৭ জানুয়ারি।। সিএনজি চালিত গাড়ির চালকরা বৃহস্পতিবার মোহনপুর-খোয়াই সড়কে বিক্ষোভ দেখায়। এদিন চালকরা সিএনজি সংগ্রহ করতে স্টেশনের সামনে ভীড় জমান। কিন্তু অপেক্ষা করার পরও সিএনজি সংগ্রহ করতে পারেননি। সেই কারণেই একটা সময় চালকদের ক্ষোভ আছড়ে পড়ে রাস্তায়।



নিয়মিত বেতনক্রম দেওয়ার দাবি

করে আসছেন। কারণ তাদের

দাবি, দেশের কোথাও টেটের

মাধ্যমে নিযুক্তদের ফিক্সড পে

দেওয়া হয় না। রাজ্যে ২০১৬ সাল

থেকে টিআরবিটি'র পরীক্ষার

মাধ্যমে ৪৮১জন শিক্ষক নিযুক্ত

হয়েছিলেন। তাদের ৫ বছর চাকরি

সম্পন্ন হয়েছে। এই শিক্ষকদেরও

এখন পর্যন্ত নিয়মিতবেতনক্রম

দেওয়া হয়নি। শুধু তাই নয়, ২০১২

সালে নিযুক্ত বিজ্ঞান শিক্ষকদেরও

৫ বছর চাকরি সম্পন্ন হওয়ার পর

নিয়মিত বেতনক্রম দেওয়া হয়নি।

একই অবস্থা সরকার অধিগৃহীত

বিদ্যালয়গুলিতেও। উচ্চ আদালতে

নতুন করে জমা করা মামলাটি এসব

সমস্যা নিয়ে নতুন দিক খুলে দিতে

পারে। শুক্রবারই উচ্চ আদালতে

মামলাটি শুনানির জন্য উঠতে

পারে বলে জানা গেছে।

পৃষ্ঠা 8

প্রতিবাদী কলম'র খবরের জের

অ্যাডভাইজারি জারির জন্য স্বরাষ্ট্রসচিব ও ডিজিপিকে সুপারিশ

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি. আগরতলা, ২৭ জানুয়ারি।। উত্তর জেলার পানিসাগর থানায় একটি জামিন অযোগ্য মামলায় আসামিদের সাথে ম্যাচ ফিক্সিং করে নিজেদের পকেট ভারি করে মামলার দফারফা করে লঘু ধারায় অভিযুক্তদের পার পাইয়ে দেওয়ার পরিকল্পিত পাঁয়তারা করেছিলো থানাটির ওসি ইন্সপেকটর সৌগত চাকমা সহ অন্তত আধা ডজন পুলিশি অফিসার। কিন্তু প্রতিবাদী কলম পত্রিকা পানিসাগর থানার পুলিশ কর্তাদের গাদ্দারি যথাসময়ে ফাঁস করে দেওয়ায় ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে জামিন অযোগ্য ধারা যুক্ত করে আসামিদের গ্রেফতার করে আদালতে সোপর্দ করতে বাধ্য হয়েছিলো পানিসাগর থানার পুলিশ। যদিও তাদের পাঁয়তারা ছিলো গ্রাম্য পঞ্চায়েতের মোড়লদের মাধ্যমে বিচারের প্রহসন করে মামলা ধামাচাপা দিয়ে অপরাধীদের পার পাইয়ে দেওয়া। এদিকে বাদীপক্ষ প্রতিবাদী কলম'র খবরের সংশ্লিষ্ট ক্লিপিংস এপিপি'র মাধ্যমে মাননীয় আদালতে জমা করলে প্রথম শুনানিতেই মামলার তদন্তকারী অফিসারের অপদার্থতা ও বাটপাড়ি ধরা পড়ে গেলে বিচারক উত্তর জেলার পুলিশ সুপারকে নির্দেশ দিয়ে মামলার আইওকে সরিয়ে নতুন আইও নিযুক্তির নির্দেশ দিলে তদন্তের দায়িত্ব পায় এসআই বীরকিশোর ত্রিপুরা। তাছাড়া মামলাটির প্রতি ব্যক্তিগতভাবে নজরদারির জন্য তৎসময়ের এসপি ভানুপদ চক্রবর্তীকে নির্দেশ দিয়েছিলো। ইতিমধ্যে ধরা পড়ে যায় সিআরপিসির ১৭৩ (২) (ক) ধারা মতে তদন্তকারী অফিসার বাদীপক্ষের সাথে তদন্ত বিষয়ক কোনও যোগাযোগ না করে ১০ জন অভিযুক্তের মধ্যে ৫জনকে ছাড় দিয়ে মাত্র ৫ জন অভিযুক্ত করেছে। মামলার সাক্ষীদের ভুলভাল নাম লিখে অপরাধকে লঘু করে অভিযুক্তদের প্রতি নরম মনোভাব দেখিয়ে ঝুঁকে পড়েছে আইও বীর কিশোর ত্রিপুরা। তখনই বাদীপক্ষ অবিশ্বাস্য সাহস ও দৃঢ়তার উপর ভর করে রাজ্যের পুলিশ দায়বদ্ধতা গত বছর

০৯/১২/২০২০ ইং তারিখে লিখিত অভিযোগ দায়ের করলে নথিভক্ত হয় কমপ্লেইন্ট নং ৫০/২০২০ অভিযোগপত্রের সাথে ঘটনার যাবতীয় রক্তাক্ত ছবি, প্রতিবাদী কলম পত্রিকায় প্রকাশিত এ সংক্রান্ত সবক'টি সংবাদের ক্লিপিংস এবং প্রত্যেক প্রলিশ অফিসারের অপেক্ষাসূলভ আচরণ ও দুর্ব্যবহার বিস্তারিত লিখিতভাবে জানায় বাদীপক্ষ। প্রায় এক বছরের বেশি সময় ব্যয় করে খোদ পুলিশ কমিশনের ডেপটি এসপিকে পানিসাগর ও ধর্মনগরে দু'দুবার পাঠিয়ে তদন্ত করিয়ে রিপোর্ট সংগ্রহ করেন পলিশ কমিশন। গত ২৩/১২/২০২১ ইং তারিখে পুলিশ কমিশনের চেয়ারম্যান বিচারপতি এসসি দাস, ওয়াই কুমার ও জি কে রাও কমিশনের সম্মানিত সদস্যদ্বয় উপরোক্ত রায় ঘোষণা করেন। কমিশনের সচিব এস ভট্টাচার্য সেহা 8(\$)

/পিএস/আইএনকিডে / ২০২০/২৫৭৯১ তারিখ ৩১ জানুয়ারি, ২০২১ মূলে ১৯ পৃষ্ঠার রায় বাদী পক্ষের নিকট পাঠিয়েছেন। রাজ্যের স্বরাষ্ট্র সচিব এবং ডিজিপিকে কপি পাঠানো

ঘটনা ও মামলার পটভূমি ঃ পানিসাগর থানার অন্তর্গত তিলথৈ পঞ্চায়েতের ৪ নং ওয়ার্ড চাঁদপুর মসজিদের ইমাম নিয়োগকে কেন্দ্র করে ০৪/১০/২০২০ ইং মসজিদ প্রাঙ্গণে একটি সালিশি বৈঠকের আয়োজন করা হয়েছিলো। তখন যুযুধান দৃই পক্ষের মধ্যে তীব্র কথা কাটাকাটি ও বাক্যবাণে পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে উঠে। তখনই মাদ্রাসা শিক্ষক নূর উদ্দিন, জয়নালউদ্দিন, সফিকউদ্দিন, আববাসউদ্দিন, আব্দুল আজিজ সহ ১০/১৫ জন দুষ্ণতি দা, লাঠি, শাবল, কুড়াল, রড ইত্যাদি নিয়ে অপর পক্ষের আব্দুল করিম'র উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে এলোপাতাডি কোপাতে থাকে। আব্দুল করিম'র আর্তচিৎকারে তার স্ত্রী রাহেনা বেগম, বোন মিনারা বেগম, বূদ্ধা মা মাকসদা বিবি এবং ভাই আব্দুল হেকিম বাঁচাতে এগিয়ে এলে তাদের উপরও সশস্ত্র আক্রমণ করলে একই পরিবারের ৪ সদস্য

রক্তাক্ত, ক্ষতবিক্ষত হয়ে মসজিদ তারিখে ৫ আসামিকে গ্রেফতার সংলগ্ন সডকে রক্তগঙ্গা বয়ে যায়। করে ধর্মনগর আদালতে সোপর্দ তখনই আশপাশের লোকজন করলে অভিযুক্তদের জেলহাজতে পাঠান মাননীয় বিচারক। তখনই এগিয়ে এসে আহতদের উদ্ধার করে তিলথৈ হাসপাতালে প্রেরণ করলে চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটের সেখানে প্রাথমিক চিকিৎসা পায় গোচরে ধরা পড়ে মামলার আইও আহতরা। সারা শরীরে ব্যান্ডেজ ও গুরুপদ দেবনাথের বাটপাড়ি। নিয়ে এদিনই আদালত মন্তব্য করেছেন হয় আইও (০৪/১০/২০) আব্দুল করিম'রা তদন্তে ইচ্ছাকৃত গাফিলতি করেছে রাত ১০/১১ ঘটিকায় তিলথৈ নতুবা অবৈধপন্থা অবলম্বন করেছে। তখনই মাননীয় আদালত হাসপাতাল থেকে অটো করে আইওকে পরবর্তী তারিখে সশরীরে পানিসাগর থানায় আসলে তাদের উপর কর্তব্যরত পুলিশ দুর্ব্যবহার হাজিরার নির্দেশের পাশাপাশি আইও পরিবর্তন করার জন্য করে থানা থেকে তাড়িয়ে দেয়। এসপিকে নির্দেশ দিলে বি কে থানা থেকে বের হয়ে আসার সময় তারা সংঘটিত ঘটনার আসামিদের ত্রিপুরাকে মামলার তদস্তভার দেওয়া হয়। বাদিনী রাহেনা বেগম নাম উচ্চারণ করলে পুলিশ নাম লেখার অভিনয় করলে আসলে ও তার স্বামী আব্দুল করিম নতুন আইও বীরকিশোর ত্রিপুরার নিকট কিছুই লিখেনি বলে অভিযোগ। তিলথৈ হাসপাতালের রেফার আর্জি জানান, মামলায় ৩০৭ ও ৩৫৪ ধারা যুক্ত করে অবশিষ্ট ৫ পেয়ে আব্দুল করিম ও পরিবারের আসামিকে গ্রেফতার করতে কারণ সদস্যরা সে রাতেই ধর্মনগর জেলা এরা বাদী পক্ষকে ধমকি দিচ্ছিলো হাসপাতালে ভর্তি হয় চিকিৎসা পরিষেবা নিতে। পরে তারা উচ্চ মামলা প্রত্যাহার করতে। অন্যথায় চিকিৎসার জন্য শিলচর ও গুয়াহাটি তাদের ভয়াবহ পরিণতি হবে কিন্তু আইও বীর কিশোর ত্রিপরা, ওসি মেডিক্যাল কলেজে চিকিৎসা গ্রহণ করে ২৫/২৬ দিন পরে বাড়িতে সৌগত চাকমা কেউই তাদের ফিরে আসে। তখনই পানিসাগর আবেদনে ন্যুনতম সাড়াও থানা কর্তৃক বিষয়টি যেসব গ্রাম্য মানবিকতা দেখায়নি। তখনই মোড়লদের হাতে ন্যস্ত করেছিলো, বাদীপক্ষ পুরো পানিসাগর থানার তারা জানিয়ে দেয় আব্দুল আধা ডজন অফিসার অর্থ বলে করিমদের চিকিৎসা বাবদ ব্যয় হওয়া বলীয়ান আসামি পক্ষ দারা আড়াই লক্ষ টাকা প্রদান করা সম্ভব বশীকরণ মন্ত্রে বশ হয়েছে বলে নয় আসামিদের পক্ষে। মোড়লরা বুঝতে পারে। তখনই বাদিনী আব্দুল করিম ও তার স্ত্রী রাহেনা রাহেনা বেগম পানিসাগর থানার বেগমকে জানায়, তারা যেন ওসি ইনসপেকটর সৌগত চাকমা আইনের আশ্রয় নেয়। সে অনুযায়ী (বর্তমানে অ্যাডহক প্রমোশন পেয়ে স্থানীয় মুহুরী অমূল্য দাসকে দিয়ে এসপি অফিসে 'ক্লোজ' করে রাখা) দুই পৃষ্ঠার এজাহার লিখিয়ে এসআই গুরুপদ দেবনাথ এসআই ২৯/১০/২০২০ ইং রাহেনা বেগম বীর কিশোর ত্রিপুরা, এএসআই ও তার স্বামী আব্দুল করিম হীরেন্দ্র দেববর্মা, মহিলাএএসআই পানিসাগর থানায় গেলে খোদ ওসি উমা নমঃ, এসআই আব্দুল হামিদ, সৌগত চাকমা ও এসআই গুরুপদ কনস্টেবল বাবুল হোসেন প্রমুখের দেবনাথ তাদের সাথে চূড়ান্ত অভব্য বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট অভিযোগ এনে আচরণ করে তাড়িয়ে দিয়েছে বলে রাজ্যের পুলিশ কমিশনে ০৯/১২/২০২০ ইং তারিখে লিখিত থামে গিয়ে আপোশ মীমাংসা করতে / পরে রাহেনা বেগম ও অভিযোগ নথিভুক্ত করলে মামলা তার স্বামী আব্দুল করিম নং ৫০/২০২০ ইং রেজিস্ট্রি হয়। সঙ্গে প্রতিবাদী কলম-এ প্রকাশিত ০৩/১১/২০২০ ইং ফের পানিসাগর থানায় গেলে তাদের এ সংক্রান্ত খবরের ক্লিপিংস জুড়ে লিখিত এফআইআর ছুড়ে ফেলে দেয় এসআই গুরুপদ দেবনাথ।

পানিসাগর থানার মামলার বাদিনী পরিবর্তে এএসআই হীরেন্দ্র রাহেনা বেগমের অভিযোগের দেববর্মা আব্দুল করিম'র স্ত্রী রাহেনা ভিত্তিতে পুলিশ কমিশনে মামলা নং ৫০/২০২০ রেজিস্ট্রি করে বেগমকে একটি সাদা কাগজে সই করতে বাধ্য করে। ওই সাদা কাগজে কমিশন বাদীপক্ষকে শমন পাঠালে হীরেন্দ্র দেববর্মা তার মর্জিমতো রাহেনা বেগম, তার স্বামী আব্দুল এজাহার সাজিয়ে পানিসাগর করিম ২৬/১২/২০২০ কমিশনে থানার মামলা নং ৪৬/২০২০ ইং হাজির হলে তাদের বক্তব্য রেকর্ড রেজিস্ট্রি করেন। সেকশন জুড়ে করে কমিশন। তাদের সাক্ষ্যবাক্যের দেন ৩৪১/৩৪। তাছাড়া অভিযুক্ত সারমর্ম হচ্ছে — ১) ঘটনার দিন অর্থাৎ ০৪/১০/২০২০ ইং রাত ১০ জনের মধ্যে ৫ জনের নাম বাদ দেয় পলিশ। তখনই রাহেনা বেগম ১০/১১ ঘটিকার সময় তিলথৈ ও তার স্বামী আব্দল করিম জানতে হাসপাতাল থেকে পানিসাগর পারে অপরাধচক্রের মাস্টার মাইন্ড থানায় অভিযোগ জানাতে গেলে মাদ্রাসা শিক্ষক নর উদ্দিনের পুলিশ তাদের সাথে চূড়ান্ত দুর্ব্যবহার করে তাড়িয়ে দেয়। রাজ্য ও নিকটাত্মীয় সাব ইনসপেকটর আব্দুল হামিদ ও কনস্টেবল বাবুল বহির্রাজ্যে চিকিৎসার পর প্রথমবার হোসেন (যারা অন্য থানা ও রেলে ২৯/১০/২০২০ ইং লিখিত চাকরি করে) বার বার পানিসাগর এজাহার নিয়ে গেলে ওসি সৌগত থানায় এসেছে যখন রাহেনা'রা চাকমা ও এসআই গুরুপদ দেবনাথ এজাহার গ্রহণ না করে তাডিয়ে বহির্বাজ্যে চিকিৎসার জন্য দেয়। রাজ্যে ও বহির্বাজ্যে পানিসাগরে অনুপস্থিত ছিলো। অভিযুক্তদের আত্মীয় পুলিশের দ্বারা চিকিৎসার পর প্ররায় ২৯/১০/২০২০ ইং লিখিত পানিসাগর থানা বশীকরণ মন্ত্রে বশ হয়ে মামলার দফারফা করতে এজাহার নিয়ে গেলে ওসি সৌগত উঠে-পড়ে লেগে জামিন অযোগ্য চাকমা ও এসআই গুরুপদ দেবনাথ মামলাকে জামিনযোগ্য করে এজাহার গ্রহণ না করে তাড়িয়ে অভিযুক্তদের পার পাইয়ে দিতে দেয়।অবশেষে ০৩/১১/২০২০ ইং নীলনকশা রচনা করে। তখন প্রবীণ তৃতীয়বারের সময়ও তাদের আইনজীবীদের মত ছিলো এই অভিযোগ গ্রহণ না করে গ্রাম্য মামলায় ৩০৭ (হত্যার উদ্দেশে মোড়লদের মাধ্যমে বিষয়টি আক্রমণ) ৩৫৪ (মহিলাদের মিটমাটের পরামর্শ দেয় পুলিশ কিন্তু শ্লীলতাহানি) ৩২৬ (গুরুত্র রাহেনা বেগম নাছোড়বান্দা হয়ে করা) 309 বসে থাকলে বাধ্য হয়ে এএসআই (হুমকি-ধুমকি) ইত্যাদি আইপিসি হীরেন্দ্র দেববর্মা একটি সাদা ধারা যুক্ত করা প্রয়োজন। ঘুসখোর কাগজে পুলিশের ইচ্ছেমতো বয়ান পানিসাগর থানা কেবল ৩৪১/৩৪ লিখে রাহেনার স্বাক্ষর গ্রহণ করে। ধারা দিয়ে ম্যাচ ফিক্সিং করে ওসি সৌগত চাকমা লঘু ধারা অর্থাৎ অভিযুক্তদের পার পাইয়ে দিতে ৩৪১/৩৪ ধারায় মামলা রেজিস্ট্রি সচেষ্ট ছিলো বলে বাদীপক্ষ বুঝতে করে গুরুপদ দেবনাথকে তদন্তের পারে। এতবড় ভয়াবহ ঘটনায় দায়িত্ব দেন (২) প্রলিশের বয়ানে পানিসাগর থানা তখন একটি ১০ জন অভিযুক্তের মধ্যে ৫ জনকে ন্যুনতম জিডি পর্যন্ত এন্ট্রি করেনি ছাড দেয় বাদীপক্ষের ইচ্ছার বিরুদ্ধে বলে অভিযোগ। বীভৎস ও জঘন্য (৩) অভিজ্ঞ আইনজীবীদের মতে নারকীয় ঘটনা এই ডিজিটাল যুগে যে মামলা ৩৪১/৩০৭/ ৩৫৪ পুলিশ ও মোডলরা চেপে রাখলে (এ)/ ৩২৬ /১০৭/৩৪ ধারায় ঘটনার প্রায় একমাস পরে বিষয়টি নথিভুক্ত হওয়ার কথা, সেখানে প্রতিবাদী কলম'র গোচরে আসলে শুধুই ৩৪১/৩৪ ধারায় নথিভুক্ত করে আসামিদের পার পাইয়ে ০৮/১১/২০২০ ইং দুর্বভূদের দেওয়ার ছক ছিলো। ইতিমধ্যে ধারালো অস্ত্রের আঘাতে গোটা প্রতিবাদী পত্রিকায় বিষয়টি পরিবার ক্ষতবিক্ষত, রক্তাক্ত শীর্ষক খবর প্রকাশ হলে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে সবিস্তারে প্রকাশ হলে বাধ্য হয়ে তদন্তকারী অফিসার গুরুপদ যায় পানিসাগর থানা। তখনই মামলাটিতে ৩২৬ ধারা যুক্ত করে দেবনাথ ৩২৫ ধারা যুক্ত করে

১১/১১/২০২০ ইং ৫ অভিযুক্তকে

গ্রেফতার করে আদালতে সোপর্দ

অপদার্থ গাদ্দার আইও গুরুপদ

দেবনাথ ১১/১১/২০২০ ইং

করে।(৪) মামলার আইও গুরুপদ দেবনাথ তার ফরোয়ার্ডিং লেটারে বাদীপক্ষের গুরুতর জখমকে 'নট সেভিয়ার ইন ন্যাচার' লেখায় আদালতের বিচারকের দৃষ্টিতে পড়লে তাকে আইও'র দায়িত্ব থেকে সরানো হয়। পরে বীর কিশোর ত্রিপুরাকে আইও'র দায়িত্ব দিলে সে বাদীপক্ষের সাথে কথা বলতেও রাজি হয়নি। ঘটনার দিন ক্ষতবিক্ষত রাহেনার ও বোন মিনারার রক্তমাখা কাপড়চোপড় অ্যাভিডেন্স রূপে সিজ করেনি। রাহেনা ও তার স্বামী আব্দল করিম পুলিশ কমিশনকে জানায় আসামি

পক্ষের নিকটাত্মীয় দুই পুলিশ কর্তা

প্রভাব খাটিয়ে পুরো পানিসাগর

থানাকে বশ করে তাদের ন্যায়

বিচার পাওয়া থেকে বঞ্চিত করেছে

এবং অভিযুক্তদের শাস্তি থেকে

খালাস পাওয়ার সব পথ প্রশস্ত

করেছে। রাহেনা বেগম কমিশনকে

আরও জানায়, তারা পুলিশ

কমিশনে অভিযোগ দায়ের করলে

পুরো পানিসাগর থানা তাদের উপর

ক্ষেপে গিয়ে বদলা নেওয়ার ছক

রচনা করে ওসি সৌগত চাকমার

নেতৃত্বে। ২৪/০১/২০২১ মহিলা

এসআই উমা নমঃ ও গুরুপদ

দেবনাথ মোবাইলে রাহেনা

বেগমদের এই বলে থানায় ডেকে

পাঠায় থানায় এসে কয়েকটি

কাগজে স্বাক্ষর করতে। রাহেনাদের

মামলার চার্জশিট তৈরিতে নাকি

স্বাক্ষরগুলি খুবই প্রয়োজন। সরল

বিশ্বাসে রাহেনা ও তার স্বামী আব্দুল

করিম বিকাল সাড়ে চারটায়

পানিসাগর থানায় হাজির হলে উমা

নমঃ গুরুপদ দেবনাথ ও ওসি

সৌগত চাকমা রক্তচক্ষ্ব দেখিয়ে

আব্দুল করিমের শরীরের জ্যাকেট

খুলে লকআপে পুরে দেয়।

কনকনে শীতে লকআপে পুরে বেশ

কয়েকটি কাগজে স্বাক্ষর নেয়।

তখন রাহেনা ও করিমের নাবালিকা

মেয়ের সামনেই পুলিশবাবুরা

বলতে থাকে আব্দুল করিম নাকি

গ্রামের আব্দুল আজিজের স্ত্রী সিরি

বেগমকে ধর্ষণ করেছে। রাহেনা

বেগম জানায়, পুলিশ কমিশনে

বিচার চাওয়ায় পানিসাগর থানা

৩৫৪ (খ) ধারায় তার স্বামী

করিমকে গ্রেফতার করে জেল

খাটিয়ে তাদের হিংসা চরিতার্থ

করে। রাহেনাদের অভিযক্ত

আসামির স্ত্রীকে ব্যবহার করে

ধর্ষণের মামলা সাজিয়েছে

পানিসাগর থানা যদিও বিলথৈ

চাঁদপুর গ্রামের কাকপক্ষীও এমন

ঘটনা ঘটেছে বলে সেদিন জানে

নাই।(৫) রাহেনা বেগম ও আব্দল

করিম তাদের গ্রামের জনৈক সাদিকর রহমানকে কমিশনের

সামনে হাজির করে প্রমাণ করতে

সক্ষম হয়, পানিসাগর থানা ঘটনাটি

মোড়লদের মাধ্যমে মিটমাটের

চেষ্টা করেছিলো। সব চেষ্টা করেও

সফল না হয়ে পরে লঘুধারায় মামলা

নিয়ে ধরা পড়ে যায়। এইভাবে ওসি

সৌগত চাকমা, গুরুপদ দেবনাথ, হীরেন্দ্র দেববর্মা, বীর্কিশোর

ত্রিপুরাকে পুলিশ কমিশনে হাজির

হয়ে তাদের স্ব স্ব বক্তব্য রাখলেও

তাদের দূরভিসন্ধি পুলিশ কমিশনের

তীক্ষ্ণ দৃষ্টি এড়াতে পারেনি।

পানিসাগর থানার মামলার নং

৪৬/২০২০ ইং এর চার্জশিট

আদালতে জমা করেন ৪র্থ আইও সমীর রায় যা রাজ্যে নজিরবিহীন।

পুলিশ কমিশন অবশেষে সত্য

উদঘাটনে কমিশনের ডেপুটি

এসপি'র নেতৃত্বে একটি টিম ২/৩

বার পানিসাগর ও ধর্মনগর সফর

করে যে রিপোর্ট কমিশনে জমা

করেন তা বাদীপক্ষের অভিযোগকে

অনেকটাই প্রমাণিত ও স্পস্ট

করেছে। পুলিশ কমিশন মন্তব্য

করেছেন বাদীপক্ষের সাক্ষ্যবাক্য

এবং কমিশনের ডেপুটি এসপি'র

নেতৃত্বে পুলিশ টিমের তদন্ত

সাপেক্ষে জমাকৃত রিপোর্ট

পর্যালোচনা করে রায়ের ২৯তম

অনুচ্ছেদে সর্বমোট দশটি মন্তব্য

করেছেন যা পানিসাগর থানার

উপরোক্ত অভিযুক্ত পুলিশ

অফিসারদের প্রতি চেতাবনীস্বরূপ।

পাশাপাশি এসব পুলিশ

অফিসারদের পেশাদারিত্বে যেসব

খামতি, গাফিলতি ও ন্যক্কারজনক

কাৰ্যকলাপে লিপ্ত হয়েছিলো তা

একে একে উন্মোচন করে

শোধরানোর নির্দেশ রয়েছে।

কারণ হয়ে উঠেছে। সংঘটিত পুলিশ অ্যাকান্টেবিলিটি কমিশনের যুগান্তকারী রায় পানিসাগর থানার ওসি সহ ৪ অফিসারের বিরুদ্ধে ডিসিপ্লিনারি প্রসিডিংস -র নির্দেশ

৩০তম অনুচ্ছেদে কমিশন মন্তব্য

করেছেন, ইহা অত্যন্ত বিস্ময়ের যে

এতবড গুরুতর ঘটনা ঘটানো

যেখানে। সেভিয়ার ইনজুরি বা

গুরুতর জখমপ্রাপ্ত হয়ে আহতরা

প্রথমে তিল্থৈ পরে ধর্মনগর,

শিলচরও গুয়াহাটিতে চিকিৎসা

গ্রহণ করলো অথচ পানিসাগর থানা

কিছুই জানে না বুঝে না তা

বিস্ময়কর।এ জাতীয় ঘটনা কিভাবে

থানার দৃষ্টি এড়ালো তা থেকে

পুলিশ দায়িত্ব এড়াতে পারে না।

ঘটনার ৩০ দিন পর এফআইআর

গ্রহণ আরও উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠার

'লেটার অ্যান্ড সিপরিটে' আঘাত মামলার তদস্তকারী অফিসার

ঘটনায় সিআরপিসির ১৫৪ ধারা

গুরুপদ দেবনাথ স্বীকার করেছে তদন্তের সময় সংশ্লিষ্ট ডাক্তারের সাথে টেলিফোনে কথা বলে রিপোর্ট তৈরি করে আদালতে জমা করেছে যা পলিশের পেশাদারিত্বের পরিপন্থী হওয়ায় তার বিরুদ্ধে ডিসিপ্লিনারি অ্যাকশন অনস্বীকার্য। কমিশন আরও মন্তব্য করেছেন, এহেন পুলিশ অফিসারদের বিরুদ্ধে কর্মনিষ্ঠার অভাব চিহ্নিত করে পদক্ষেপ জরুরি যাতে ভবিষ্যতে পুলিশের ভাবমূর্তিকে কলুষিত না করে। ভবিষ্যতে যাতে এ জাতীয় ঘটনার পুনরাবৃত্তি যাতে না ঘটে। ইনসপেকটর বি কে ত্রিপুরার বয়ানে প্রতিয়মান হয় যে, পুলিশ অফিসারদের মধ্যে এই প্রবণতা রয়েছে যে, তারা কমিশনে হাজির হওয়ার সময় মামলার গতি-প্রকতি বাদীপক্ষের ক্ষোভের কারণ। ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ, পুলিশের গহীত পদক্ষেপ না বোঝে নিধিরাম স্দারের মতো কমিশনের সামনে হাজির হয়। পানিসাগর থানার সেকেভ অফিসার বীরকিশোর ত্রিপুরা তাই প্রমাণ করলেন বৈকি? পরিশেষে পুলিশ কমিশন তাদের ২৩/১২/২০২১ নির্দেশে মামলা নং ৫০/২০২০ ইং এর প্রেক্ষিতে পানিসাগর থানার নিম্নলিখিত প্লিশ অফিসারদের বিরুদ্ধ

অ্যাকশন নিতে সুপারিশ করেছেন

যারা সংঘটিত মামলার সাথে ডিসিপ্লিনারি অ্যাকশন গ্রহণ করতে ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিলেন। ১) সৌগত চাকমা, ওসি, পানিসার থানা ঃ ভয়াবহ ও বীভৎস ঘটনা সংঘটিত হওয়ার সাথে সাথে পদক্ষেপ গ্রহণ করতে ব্যর্থ এবং এফআইআর রেজিস্ট্রিতে প্রায় একমাসের বিলম্বের জন্য যথাবিহিত পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। প্রায় সব অভিযুক্ত পুলিশ অফিসার বলেছেন, বাদীপক্ষ ০৩/১১/২০২০ ইং পানিসাগর থানায় অভিযোগ নিয়ে এসেছিলো অর্থাৎ ০৪/১০/২০২০ তারিখের ঘটনার পর পরই আসে নাই। কমিশনের অভিমত হচেছ এ জাতীয় বয়ানে সংঘটিত ঘটনার অভতপর্ব গুরুত্ব হালকা হয়ে যায় না। বাদীপক্ষ, তার স্বামী, তার সাক্ষীগণ এবং কমিশনের ডেপুটি এসপির তদন্ত সাপেক্ষে রিপোর্টে পুলিশ কর্তাদের বাহানা ধোপে

গুরুপদ দেবনাথ ঃ পুলিশি পেশার মতো কঠিন ও নির্মম সত্য কর্তব্য সাধনে এত অপেশাসুলভ কাজকমে লিপ্ত হওয়ার জন্য গুরুপদ দেবনাথের বিরুদ্ধ

বীর কিশোর ত্রিপুরা ঃ তাকে সাবধান হতে হবে এবং উপযক্ত অ্যাডভাইজারি দিতে হবে যাতে করে তার উপর ন্যস্ত কর্তব্য সময়মতো অনুধাবন করে মামলার সম্পর্কে ধারণা নিয়ে কমিশনে হাজির হয় এবং এই মর্মে পুলিশ অফিসারদের কর্তব্যপরায়ণতা নিয়ে যে বিবিধ সংস্থা রয়েছে তাকে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করতে হবে। গুরুপদ দেবনাথের ক্ষেত্রে এই নির্দেশ সমানভাবে প্রযোজ্য।

পুলিশ হেডকোয়ার্টারকে রাজ্যের সমস্ত (ফাঁড়ি ও থানার) ওসিদের এই মর্মে উপযক্ত অ্যাডভাইজারি জারি করতে হবে যাতে আইওগণ আরও জাগ্রতভাবে তদন্তের সময় অফিসার দের মেডিক্যাল ডকুমেন্টারি অ্যাবিডেন্স এর উপর ভিত্তি করে রিপোর্ট করে জমা করেন। ২৬ নং অনুচ্ছেদে গুরুপদ দেবনাথের বয়ানে এই গুরুতর খামতি ধরা পড়েছে। এই আদেশের কপি স্বরাষ্ট্র দফতরের সচিব ও ডিজিপিকে প্রেরণের নিদেশ দিয়েছেন পুলিশ দায়বদ্ধতা কমিশন।

দেব'র সাথে। বৈঠকে রাজ্যের

তাতের ঘটনা আজও জীবন্ত

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ জানুয়ারি।। নিজের জীবন দিয়ে যে চার প্রচারক এরাজ্যে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের (আর এস এস) ভিত রচনা করেছিল বাম আমলের মতো রাম আমলেও তারা উপেক্ষিতই রয়ে গেল। দুই দশকেরও বেশি সময় অতিক্রান্ত হওয়ার পরও তাদের হত্যাকারীদের বিচার হলো না। সমকালীন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের নেতৃত্ব হোক কিংবা তাদের প্রকাশ্য রাজনৈতিক প্রতিনিধিরাই হোক সেই চার সংঘ প্রচারককে বেমালুম ভুলে গেছে। ক্ষমতার রঙ্গিন নেশায় আজকের প্রজন্মের গেরুয়া নেতৃত্ব এতই অন্ধ হয়ে গেছে যে, বছরে অন্তত একটা দিন নিহত চার সংঘ প্রচারকদের স্মরণ করার বিষয়টি পর্যস্ত আলোচনার এজেন্ডায় স্থান পায় না। অথচ বর্তমান সরকার রাজ্যের ক্ষমতায় আসার পর একাধিক তামাদি মামলার ফাইল পুনরায় খোলার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। আরও খোলাসা করে বলা যায়, ১৯৯৯ সালের ৬ আগস্ট ধলাই জেলার কাননছডার চডাই-উতরাই পথ থেকে উথবাদীরা যে চার

স্বয়ংসেবককে অপহরণ করে হত্যা করেছিল তাদের নামও ভুলে গেছে গেরুয়া শিবির। উগ্রবাদীদের হাতে নৃশংসভাবে নিহত সেই চার সংঘ প্রচারকদের মধ্যে একজন শ্যামল কান্তি সেনগুপ্ত। তখন তাঁর বয়স ছিল ৬৫ বছর। পশ্চিমবঙ্গ, ঝাড়খন্ড, আন্দামান ও নিকোবর এবং উত্তর-পূর্বের সাত রাজ্যে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের বিস্তারের দায়িত্বে ছিলেন তিনি। অপরজন স্ধাময় দত্ত। স্বয়ংসেবক সংঘের মেদিনীপুর বিভাগের দায়িত্ব ছেড়ে ত্রিপুরার দায়িত্ব নিয়ে আসেন। তৃতীয়জন দীনেন্দ্রনাথ দে। অসমের দক্ষিণ ক্ষেত্ৰ থেকে দায়িত্ব দিয়ে সংগঠন নেতৃত্ব ত্রিপুরার পাহাড়ি জনপদে পাঠায় উচ্চশিক্ষিত এই সংঘ প্রচারকে। চার সংঘ প্রচারকের মধ্যে সবচেয়ে কনিষ্ঠতম ছিলেন শুভঙ্কর চক্রবর্তী। ত্রিপুরার অবিভক্ত উত্তর জেলার দায়িত্বে ছিলেন। ১৯৯৯ সালের অভিশপ্ত সেই ৬ আগস্ট এই চার সংঘ প্রচারক কাননছড়ার বনবাসী কল্যাণ আশ্রম পরিদর্শনে পা রাখেন। আর পরিদর্শনকালেই বন্দুকের মুখে উগ্রবাদীরা চার সংঘ প্রচারককে

অপহরণ করে। পরে বিভিন্ন সূত্রে জানা যায় উগ্রবাদীরা তাদের হত্যা করেছে। নৃশংস এই ঘটনার আজ ২২ বছর অতিক্রান্ত। বামফ্রন্ট এখন রাজ্যের ক্ষমতায় নেই। ক্ষমতায় গেরুয়া শিবির। যাদের অনেকেরই রাজনৈতিক ও মতাদর্শগত শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের পাঠশালাতেই হয়েছে। সঙ্গত কারণেই সাধারণ একজন স্বয়ংসেবক এবং নিহত চার সংঘ প্রচারকের আত্মীয় স্বজনরা আশায় বুক বেঁধেছিল এবার হয়তো তাদের সন্তানদের হত্যাকারীদের বিচার হবে। পরিতাপের বিষয় হলো, বিচার দুরের কথা আজকের তাদের উত্তরসূরীরা নিষ্ঠুরতম সেই ঘটনাকে কার্যত ভুলেই গেছে। তাদের স্মৃতিকে স্মরণীয় করে রাখা দূরের কথা দল কিংবা সংগঠনের বৈঠকে তাদের নামও এখন আর উচ্চারণ হয় না। তাকে কেন্দ্র করেই বিজেপি ও স্বয়ংসেবকদের একটা বড অংশের মধ্যে। গতকাল আর এস এস প্রধান মোহন ভাগবত রাজ্য সফরে আসেন। বৈঠক করেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার

পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা হয়। কিভাবে গেরুয়া শিবিরকে মজবুত করতে হবে তার পরামশ্ত দিয়েছেন। কিন্তু হতভাগ্য চার আর এস এস প্রচারকের হত্যাকাণ্ড নিয়ে রা শব্দও হয়নি। এমনই অভিযোগ রাজ্যের আর এস এস কর্মকর্তাদের একাংশের। যাকে কেন্দ্র করে আর এস এস'র একাংশ কর্মকর্তার মধ্যে চরম হতাশা ও ক্ষোভ দেখা দিয়েছে বলে খবর।উল্লেখ্য, রাজ্যের পাহাড়ি জনপদে জনজাতিদের মধ্যে ব্যাপকভাবে ধর্মান্তরিত হওয়ার প্রবণতা চলছিল। একটা অংশের জনজাতিরা খ্রিস্টান ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হচ্ছিল। এই প্ৰবণতা ঠেকাতে কিছুটা হলেও কাজ করেছে বনবাসী কল্যাণ আশ্রম। আর এই কল্যাণ আশ্রমগুলো স্থাপনে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা ছিল কাননছডা থেকে অপহৃত চার সংঘ প্রচারকের। বলা যায়, আজকের ত্রিপুরায় গেরুয়া শিবিরের ক্ষমতা দখলের দৌড় শুরু হয়েছিল সেদিন থেকে। এক্ষেত্রে বনবাসী কল্যাণ আশ্রম আর নিহত চার সংঘ প্রচারকের নাম একাত্ম হয়ে আছে।



কোভিড বিধি মেনে ছামনুতে বিজেপি'র যোগদান সভা।

চণ্ডীগড, ২৭ জানুয়ারি।। একদিনের পাঞ্জাব সফরে গেলেন কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী। সারাদিন ধরে তিনি পাঞ্জাবের বিভিন্ন প্রান্তে ঘুরে বেডান। বিভিন্ন ধর্মীয় স্থানগুলি এদিন তিনি দর্শন করেন। এরপর ১০৯ জন প্রার্থীর সঙ্গে দেখা করেন। কারণ আগামী মাসেই পাঞ্জাবে রয়েছে বিধানসভা নির্বাচন। বৃহস্পতিবার থেকে পাঞ্জাবে ভোট প্রচার শুরু করেছেন কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী। এদিন প্রথমেই কংগ্রেস নেতা কর্মীদের সঙ্গে তিনি স্বর্ণমন্দিরে গিয়েছিলেন। সেখানেই মধ্যাহ্নভোজন করেন। সেই অনুষ্ঠানে পাঞ্জাবের প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি নভজ্যোৎ সিং সিধু ও পাঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী চরণজিৎ চন্নিকে দেখা গেলেও একটা সময়

গান্ধী পরিবারের ঘনিষ্ট হিসেবে পরিচিয় মনিষ তিওয়ারিকে দেখা যায়নি। ছিলেন না রাহুল গান্ধীর অন্যতম ঘনিস্ট কংগ্রেস নেতা রভনীত বিট্টও। দলীয় সূত্রের খবর মনিষ তিওয়ারি, রভনীত বিট্রসহ পাঁচ কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধীকে যোগ্য নেতা বলে মনে করেন না। তাই তাঁর নির্বাচনি প্রচারে উপস্থিত থাকবেন না। অমৃতসরে দলের অন্য কর্মসূচিতেও এঁরা অনুপস্থিত ছিলেন। যদিও কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক কেসি ভেণুগোপাল বলেছেন, এই দাবিগুলি খুবই ভিত্তিহীন। পাঁচ কংগ্রেস সাংসদ থাকবেন রাহুল গান্ধীর সভায়। কংগ্রেস নেতা এদিন যান অমৃতসরের স্বর্ণমন্দিরে। এরপরেই জলন্ধরে ছিল তাঁর ভাচুয়াল

জনসভা। এর পর তিনি যান মিঠাপর। দিল্লি ফেরার আগে তিনি আরও একটি জনসভা করে ফিরবেন। এর আগে পাঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী চরণজিৎ সিনহা চন্নি এবং রাজ্য প্রধান নভোজ্যত সিং সিধু, উপমুখ্যমন্ত্রী সুখবিন্দর সিং রানধাওয়া এবং ওপি সোনি তাঁকে অমৃতসর বিমানবন্দর থেকে স্বাগত জানিয়ে নিয়ে আসেন। এদিন রাহুল গান্ধী সবার সঙ্গে বসে লঙ্গার খান। প্রসঙ্গত নির্বাচন ঘোষণা হবার পর থেকে এটাই ছিল রাহুল গান্ধীর প্রথম পাঞ্জাব সফর। ৩১ জানুয়ারি পর্যন্ত পাঁচ রাজ্যের ভোটে কোনওরকম রোড শো করা যাবে না। তাই সবার মতো রাহুল গান্ধীও ভার্চুয়াল সভা করে প্রচার সারলেন।

নয়াদিল্লি, ২৭ জানুয়ারি।। নিজেদের অজান্তেই মানুষের বাক্স্বাধীনতায় বাধা দিচ্ছে টুইটার। তাঁর টুইটার অ্যাকাউন্টের 'রিচ' কমছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ, কংগ্রেস সাংসদ শশী তারুরের উইটার হ্যান্ডলের তুলনা টেনে সংস্থার সিইও পরাগ অগ্রবালকে এমনই ভাষায় চিঠি লিখেছেন রাহুল গান্ধী। নিজেদের অজান্তেই মানুষের বাক্ষাধীনতায় বাধা দিচ্ছে টুইটার। তাঁর টুইটার অ্যাকাউন্টের 'রিচ' কমছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি. কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ, কংগ্রেস সাংসদ শশী তারুরের টুইটার হ্যান্ডলের তুলনা টেনে সংস্থার সিইও পরাগ অগ্রবালকে এমনই ভাষায় চিঠি লিখেছেন রাহুল গান্ধী। সংবাদ সংস্থা সূত্রে খবর, ওই চিঠিতে ওয়েনাড়ের সাংসদ দাবি করেছেন, গত' ২১ সালের প্রথম সাত মাসে তাঁর টুইটার হ্যান্ডলে প্রায় চার লক্ষ ফলোয়ার যুক্ত হয়েছিলেন।

খুনের পর যুবকের দেহ শ্মশানঘাটে



প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ২৭ জানুয়ারি।। সদ্য এসপিও'র চাকরিপ্রাপ্ত যুবকের রহস্যজনক মৃত্যুর ঘটনায় বিভিন্ন প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। মৃতের পরিজন এবং এলাকাবাসী ঘটনাটিকে খুন বলেই অভিযোগ করেছেন। মৃত যুবকের নাম বিপ্লব দেবনাথ (৩৪)। সম্প্রতি এসপিও'র চাকরি পেয়েছেন তিনি। বর্তমানে তেলিয়ামুড়া থানায় তার প্রশিক্ষণ চলছিল। তেলিয়ামুড়া থানাধীন ইচারবিল শ্মশানঘাট সংলগ্ন বাঁশবাগানে তার মৃতদেহ উদ্ধার হয়। যুবকের বাড়ি ওই এলাকাতেই। জানা গেছে, গত রবিবার তিনি হরিনাম সংকীর্তনে যাওয়ার কথা বলে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যান। কিন্তু করইলং থেকে তিনি আর বাড়ি ফিরে আসেননি। অনেক খোঁজাখুঁজির পর পরিবারের লোকজন থানার দ্বারস্থ হন। বিপ্লবের মিসিং ডায়েরি করা হয় থানায়। এরপরও এলাকাবাসী তাকে খুঁজে বের করার জন্য চেষ্টা চালিয়ে যান। যে জায়গায় তার মৃতদেহ উদ্ধার হয় সেখানেও তল্লাশি করেছিলেন তারা। কিন্তু বুধবার সকালে বাড়ি থেকে মাত্র ৩০০ মিটার দূরে বাঁশবাগানে তার গলায় দড়ি বাঁধা অবস্থায় মৃতদেহ উদ্ধার হয়। তবে মৃতদেহ যেভাবে মাটিতে পড়েছিল তা দেখে সকলেই খুনের অভিযোগ করেন। পরবর্তী সময় ডগস্কোয়াড নিয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে আসে। ছুটে আসেন বিধায়ক কল্যাণী রায়ও। পরিবারের অভিযোগ, বিপ্লবকে অন্য কোথাও খুন করে মৃতদেহ শ্মশানঘাটে ফেলা হয়েছে। তবে কি কারণে তাকে খুন করা হয়েছে তা কেউই বলতে পারছেন না।

দুর্ঘটনায়

জখম চালক

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ জানুয়ারি।। ডুজার-কমান্ডার জিপের মুখোমুখি সংঘর্ষে গুরুতর জখম এক চালক। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যার পর এই ঘটনা ত্রিপুরা কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে। জানা গেছে. রাস্তার পার্শেই দাঁড় করানো ছিল ড্রজারটি। কমান্ডার জিপটি দ্রুতগতিতে ডুজারে ধাকা মারে। কমান্ডারটি দুমড়ে মুচড়ে যায়। স্থানীয়রা এসে বেশ কিছুক্ষণ সময় ধরে চেষ্টা করে কমান্ডার থেকে চালককে উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠানোর ব্যবস্থা করেন। এই ঘটনায় চাঞ্চল্য তৈরি হয়েছে এলাকায়।

আশস্কাজনক

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, উদয়পুর, ২৭ জানুয়ারি।। গাড়ির ধাকায় আশঙ্কাজনক অবস্থায় জিবি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ১৫ বছরের জয়দেব দে। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় উদয়পুর ধ্বজনগর বাজারে জাতীয় সড়কে একটি কমান্ডার গাড়ি জয়দেবকে ধাক্কা দেয়। এতে মাথায় গুরুতর আঘাত লাগে। তাকে সঙ্গে সঙ্গে গোমতী জেলা হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়। সেখান থেকে তাকে রেফার করা হয় জিবি হাসপাতালে। তবে ছেলেটির শারীরিক অবস্থা এখনও আশঙ্কাজনক বলেই খবর।

রাঞ্জতনগরবাসারা খুজ পাপিয়া ও কল্যাণীকে

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, বন্ধন কর্মসূচি করে কিংবা জেলা আগরতলা, ২৭ জানুয়ারি।। রামনগর বিধানসভার রঞ্জিতনগর এলাকার নাগরিকরা বিধানসভার মুখ্য সচেতক কল্যাণী রায়, বিজেপির প্রদেশ সাধারণ সম্পাদিকা পাপিয়া দত্তকে। যদিও পাপিয়া দত্তের বাড়ি রঞ্জিতনগরের **আগরতলা, ২৭ জানুয়ারি**।। অনতিদূরে। কারণ রঞ্জিতনগরে বাম অল্পেতে রক্ষা পেলো মোটরস্ট্যান্ড আমলে পুকুর ভরাটকে কেন্দ্র করে এলাকার প্রচুর দোকান-বাড়ি। পাপিয়া দত্ত সেদিন লোকবল নিয়ে মানব বন্ধন কর্মসূচি করেছিল। বাম আমলে যে ইস্যুতে সরব হয়েছিলেন পাপিয়া দত্ত, একই ইস্যুতে এখন নীরব তিনি। কারণ রঞ্জিতনগরে পুকুর ভরাট হয়ে যাচ্ছে। পাপিয়া দত্তরা অনুপস্থিত। প্রসঙ্গত, রঞ্জিতনগর-সহ শহরের বিভিন্ন জায়গায় বাম আমলে পুকুর ভরাটকে কেন্দ্র করে সরব হয়েছিলেন বর্তমান বিধানসভার মুখ্য সচেতক কল্যাণী রায়। বর্তমান দোকানদ্বাররা দেখতে পেয়ে খবর সরকারের সময়ে অবাধ পুকুর ভরাট চললেও পাপিয়া দত্ত এবং কল্যাণী রায়রা যেন ভূমি দস্যদের পক্ষ নিয়ে গৌতম ঘোষ জানিয়েছেন, আগুনে নীরবতা পালন করছেন। এমন শুধুমাত্র তার ফ্রিজটি নম্ভ হয়েছে।

শাসক কার্যালয়ে ডেপুটেশন দিয়ে সংবাদ শিরোনামে এসেছিলেন

দোকানে আগুন

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগুনে পুড়ে যেতে পারতো বহু বাড়িঘর।বৃহস্পতিবার মোটরস্ট্যান্ড এলাকায় গৌতম ঘোষের দোকানে



আগুন লাগে। দোকানে রাখা ফ্রিজ আগুনে জ্বলে উঠে। আশপাশের দেন দমকলে। দমকলের কর্মীরা দ্রুত এসেই আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। অভিযোগও উঠছে বিভিন্ন মহল সম্ভবত শর্ট সার্কিট থেকেই এই থেকে। রঞ্জিতনগরে যেখানে মানব আগুন লেগেছে।

পাপিয়া দত্ত, কল্যাণী রায় তারা বর্তমানে এসব ইস্যুতে এখন আর ময়দান গরম করছে না। নিন্দুকেরা দাবি করে, জমি মাফিয়া, ভূমি দস্যুদের সাথে যাদের সম্পর্ক ভালো তারাই এসব ইস্যুতে নীরবতা পালন করছে। শহরের বিভিন্ন জায়গায় পুকুর ভরাট চলছে। রঞ্জিতনগর তার মধ্যে অন্যতম। সেখানে খোদ শাসকদলের মণ্ডল নেতার পুরনিগমের বাড়ি -সহ কর্পোরেটরের এলাকাতেই যেন পুকুর ভরাট এখন কোনও 'অপরাধ' যদি সেখানে যায় তাহলে পুকুর রক্ষা হবে। এখন এটাই দেখার বিজেপির আমলে পুকুর ভরাট বন্ধে সফল হতে পারেন কিনা সেটাই এখন দেখার বিষয়। এলাকাবাসী সদর মহকুমা

নয়। বাম আমলে যারা এসব বিষয়ে সরব হয়েছিলেন বর্তমানে তারাই নীরবতা পালন করছেন। উল্লেখ্য, রঞ্জিতনগরের পুকুর ভরাটকে কেন্দ্র করে গত কয়েকদিন ধরে স্থানীয় মানুষ পাপিয়া দত্ত ও কল্যাণী রায়কে খুঁজছেন। তারা দাবি করেছেন, এই দু'জন নেত্রী

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, উদয়পুর, ২৭ জানুয়ারি।। মদ্যপান করতে গিয়ে রক্তাক্ত হলেন এক শ্রমিক। ঘটনা মন্ত্রীবাড়ি রোড এলাকায়। আক্রান্ত প্রদীপ বণিক জানান, বাবুল-সহ আরও কয়েকজন মিলে তাকে মারধর করে। এমনকী তার কাছ থেকে। টাকা ছিনিয়ে নেয়। প্রদীপ বণিকের বাড়ি আরকেপুর এলাকায়। তিনি এদিন দুপুরে মন্ত্রীবাড়ি রোড এলাকায় এক দোকানে মদ্যপান প্রশাসনের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। করতে গিয়েছিলেন। তখনই তাকে মারধর করা হয়।ঘটনার পর রক্তাক্ত অবস্থাতেই আরকেপর থানায় ছটে আসেন। পরে প্রশি তাকে চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে

নেতার হাতে আক্রান্ত

বিশালগড়, ২৭ জানুয়ারি।। এখন কি তাহলে কোন সামাজিক অনুষ্ঠানে কাকে নেমতন্ন করা হবে তা ঠিক করে দেবেন শাসকদলীয় নেতারা? বিশালগড় থানাধীন গকুলনগর সুকান্ত মার্কেট এলাকায় বুধবার রাতে ঘটে যাওয়া মারপিটের পর এই প্রশ্ন এখন সবার মুখে মুখে। ওই এলাকার রেশন মিয়ার বাড়িতে সামাজিক অনুষ্ঠানে কেন শাসক দলের নেতাকে নেমতন্ন করা হয়নি সেই কারণে তাকে প্রকাশ্যে মার হজম করতে হয়েছে। ওই নেতার নাম ইয়াসিন মিয়া। সবচেয়ে অবাক করার বিষয়, ঘটনার পর বিশালগড় থানায় নেতার বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করা হলেও এখনও পর্যন্ত পুলিশ কোন ব্যবস্থা নেয়নি। সুকান্ত কলোনিস্থিত রেশন মিয়ার বাড়িতে ওইদিন সামাজিক অনুষ্ঠান ছিল।

চাষির ঘরে অগ্নিকাণ্ড

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি,

গভাছডা, ২৭ জানয়ারি।। গভাছডা

সরমার নিখিল সরকারপাড়ার সুবল

সরকারের বাড়িতে অগ্নিকান্ডের

ঘটনায় আতঙ্ক ছড়ায়।বৃহস্পতিবার

দপরে নিখিল সরকার গভাছডা

বাজারে যান। তার স্ত্রী বাড়ির পাশের

গিয়েছিলেন। তখনই হঠাৎ তাদের

বসতঘরে আগুন লেগে যায়। সুবল

সরকারের স্ত্রী বাড়িতে এসে দেখেন

ঘর থেকে ধোঁয়া বের হচ্ছে। দরজা

খুলে দেখেন ঘরের ভেতরে সবকিছু

ভঙ্মীভূত হয়ে গেছে। মুহূর্তের

মধ্যেই আগুন পুরো ঘরে ছড়িয়ে পড়ে। তার চিৎকারে প্রতিবেশীরা

ছুটে আসেন। খবর পেয়ে ছুটে

আসে দমকল বাহিনী। তবে

গ্রামবাসীরা তার আগেই আগুন

নিভিয়ে ফেলেন। অগ্নিকাণ্ডে সুবল

সরকারের লক্ষাধিক টাকার

আসবাবপত্র ভস্মীভূত হয়েছে।

এমনকী গুরুত্বপূর্ণ নথিপত্রও পুড়ে

যায়। ধারণা করা হচ্ছে, শর্ট সার্কিট

থেকেই আগুনের সূত্রপাত। এই

ঘটনাকে কেন্দ্র করে স্থানীয়দের

রক্তাক্ত করে

টাকা ছিনতাই

মধ্যেও আতঙ্কের সৃষ্টি হয়।

আনতে

জমিতে সবজি

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, ইয়াসিন মিয়া সেই অনুষ্ঠানে যাওয়ার নেমতন্ন পাননি বলেই রাতে জনৈক হানিফ মিয়ার দোকানে রেশনের উপর চডাও হয়। তাকে প্রচণ্ডভাবে মারধর করা হয় বলে অভিযোগ।



দোকানদার গিয়ে কোনরকমভাবে রেশন মিয়াকে রক্ষা করেন। কিন্তু ইয়াসিন মিয়া ও তার সাঙ্গপাঙ্গরা

পরবতী সময় হানিফ মিয়ার দোকানেই ভাঙচুর চালায়। ঘটনাটি দেখে বাজার কমিটির সভাপতি মঙ্গল মিয়া ছুটে আসেন। তিনি ঝামেলা মীমাংসা করার চেষ্টা করেন। কিন্তু ইয়াসিনের দুই ছেলে ইদ্রিস মিয়া এবং ইউনুস মিয়া মিলে তার উপর চড়াও হয়।সাথে ছিল অভিযুক্তের ভাই ননী মিয়াও। বাজার কমিটির সভাপতি মঙ্গল মিয়াকে তারা প্রচণ্ডভাবে মারধর করে। এলাকাবাসী জড়ো হতেই হামলাকারীরা সেখান থেকে পালিয়ে যায়। পরবর্তী সময় বাজার কমিটির সভাপতি মঙ্গল মিয়াকে বিশালগড় হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়। রাতে বিশালগড় থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে অভিযুক্তদের নাম-ধাম লিখে নিয়ে আসলেও তাদের বিরুদ্ধে এখনও পর্যন্ত কোন ব্যবস্থা গ্রহণ

স্ত্রীকে খারাপ মন্তব্যের জেরে আত্মহত্যার চেষ্টা স্বামীর

বিশালগড়, ২৭ জানুয়ারি।। এলাকার দুই ব্যক্তির কারণে এখন সম্পর্কে খারাপ মন্তব্য করে যায়। মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা লডছেন এক কোন প্রতিবাদ না হওয়ায় মনক্ষন্ন যুবক। সালিশি সভায় স্ত্রী'র বিরুদ্ধে হয়ে মহিলার স্বামী ছুটে আসেন এলাকার দুই ব্যক্তির খারাপ মস্তব্যের জেরে তিনি গায়ে কেরোসিন ঢেলে আগুন লাগিয়ে দেন। অগ্নিদগ্ধ যবক এবং তার স্ত্রী'র অভিযোগ এই ঘটনার জন্য তড়িঘড়ি তাকে বিশালগড় সম্পূর্ণভাবে দায়ী দু'জন। বিশেষ হাসপাতাল এবং পরে জিবি করে মিঠুন কান্তি দে নামে হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়। একজনকেই মূল অভিযুক্ত করা হয়েছে। বিশালগড় থানা এলাকার এই ঘটনা জানাজানি হতেই তীব্র অভিযোগ করেছেন, মিঠুন কাস্তি চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। গত ২১ দে বিভিন্ন সময় তাকে দেখে জানুয়ারি ওই যুবকের বাড়িতে কু-প্রস্তাব দিতো। মহিলা এতে সালিশি সভা বসেছিল। কারণ ছিল তার স্ত্রীকে জড়িয়ে এলাকার মিঠন ব্যক্তিকে জড়িয়ে মহিলার বিরুদ্ধে কান্তি দে সবার কাছে খারাপ মন্তব্য করে। এমনকী তাদের বাড়ির গেটে এমন কিছু কথা লিখে পোস্টার লাগিয়ে দেয়। এ নিয়েই এলাকার মাতববররা সালিশি

সভায় বসেন। সেখানেও অভিযুক্ত মিঠুন কাস্তি দে প্রতিবেশী মহিলার ঘরে। কিছু সময় পর তার চিৎকারে সবাই ঘরে ছুটে আসেন। তখনই দেখা যায় ওই যুবক নিজেই গায়ে আগুন লাগিয়ে দিয়েছেন। এখনও আশঙ্কাজনক অবস্থায় তার চিকিৎসা চলছে। যুবকের স্ত্রী সাড়া না দেওয়ায় গ্রামের অপর কুৎসা রটিয়ে দেয় মিঠুন। আর তাতেই শেষ পর্যন্ত মহিলার স্বামী মৃত্যুকে বেছে নেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। তারা চাইছেন অভিযক্ত মিঠনের বিরুদ্ধে যেন কঠোর শাস্তি হয়।

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, কিনা? আর মিষ্টি আলু বাজারজাত এভাবে যদি ইঁদুরের উৎপাত তেলিয়ামুড়া, ২৭ জানুয়ারি।। করলেও তা থেকে লাভ হবে কিনা চলতে থাকে তাহলে লাভ তো তাও নিশ্চিত নয়। ক্ষকরা দুরের কথা খরচের টাকাও হাতে ইঁদুরের উৎপাতে ব্যাপকভাবে

করা হয়নি বলে অভিযোগ।

ক্ষতিগ্ৰস্ত হয়েছেন মিষ্টি আল চাষিরা। তেলিয়ামুড়ার বালুছড়া এলাকায় প্রায় ৪০টি কৃষক পরিবারের বসবাস। তারা কৃষি কাজ করেই জীবিকা নির্বাহ করেন। এ বছর বালুছড়ার কৃষকরা প্রচুর পরিমাণে মিষ্টি আলু চাষ করেছেন। এখন ফসল ঘরে তুলছেন চাষিরা। কিন্তু দেখা গেছে প্রচুর সংখ্যক মিষ্টি আলু নষ্ট করে দিয়েছে ইঁদুরের দল। অন্যান্য বছরের মত এবারও ফলন ভালোই হয়েছিল। কিন্তু ইঁদুরের উৎপাতে কৃষকরা বুঝে উঠতে পারছেন না আদৌ সেই ফসল বাজারজাত করতে পারবেন



দল গর্ত করে আলু নস্ট করে অসহায় অবস্থায় সংশ্লিষ্ট দফতরের দিয়েছে। তারা জানিয়েছেন,

জানান, মাটির নিচ থেকে ইঁদুরের আসবে না। তাই চাষিরা এখন সাহায্য চেয়েছেন।

যানজটে আটকে গেল ফায়ার সার্ভিস

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, গভাছড়া ২৭ জানুয়ারি।। যানজটে আটকে গেল ফায়ার সার্ভিসের গাড়ি। বৃহস্পতিবার দুপুরে সরমা এলাকার এক বাড়িতে আগুন লাগার খবর পেয়ে দমকল কর্মীরা ঘটনাস্থলের উদ্দেশে রওনা হন। কিন্তু মাঝ পথে তারা যানজটে আটকে পড়ে যান। যার ফলে কিছুটা সময় রাস্তাতে সময় নম্ট হয়ে যায়। শেষ পর্যন্ত তারা ঘটনাস্থলে পৌছলেও তার আগেই গ্রামবাসীরা মিলে আগুন নিভিয়ে ফেলে। স্থানীয়দের মতে, সঠিক সময়ে দমকল বাহিনী ঘটনাস্থলে আসলে আগুন আরও আগে নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব হতো। এইভাবে যানজটে ফায়ার সার্ভিসের গাড়ি আটকে পড়ার ঘটনায় কিছুটা সমস্যার সৃষ্টি হয়।

জানুয়ারি।। ভারত সরকারের সামাজিক ন্যায়বিচার ও ক্ষমতায়ন মন্ত্রকের প্রতিমন্ত্রী প্রতিমা ভৌমিক বৃহস্পতিবার সোনামুড়ার কাঁঠালিয়া সমষ্টি উন্নয়ন ব্লকের অধীনে পাঁচটি প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন এবং দুটি নির্মাণ প্রকল্পের দ্বারোদঘাটন করেন। এতে মোট ব্যয় হচ্ছে প্রায় তের কোটি টাকা। সড়ক যোগাযোগ, শিক্ষা সংস্কৃতি, খেলাধুলা, গ্রামীণ রোজগার, বেকার সমস্যার সমাধান সহ উন্নয়নের নতুন অধ্যায়ের সূচনা হলো আজ ধনপুরে। এলাকাবাসীর দীর্ঘদিনের দাবি পূরণ হওয়ায় আজ তারাও ভীষণ খুশি। দলমত নির্বিশেষে সমস্ত অংশের মানুষ যাতে এই সব প্রকল্পের মাধ্যমে উপকৃত হয় তার উপরও বিশেষ গুরুত্ব দিতে নিৰ্দেশ দেন শ্ৰীমতী ভৌমিক। ধনপুরের ইতিহাসে নতুন নজির সৃষ্টি করে মঙ্গলবার একই দিনে সাতটি উন্য়ন্মূলক প্ৰকল্পের উদ্বোধন করেন কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী

প্রেস রিলিজ, আগরতলা, ২৭ প্রতিমা ভৌমিক। এতে সর্বমোট ব্যয় হচ্ছে প্রায় তের কোটি টাকা। বেলা একটায় তিনি নিদয়া রাম ঠাকুর সেবা মন্দিরের শিলান্যাস

তিনটায় নির্ভয়পর বাজারে আশি তার পর বেলা চারটায় উত্তর লক্ষ টাকায় নির্মিত ফলক উন্মোচন করে একটি দ্বিতল বাজার শেডের উদ্বোধন করেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী। এখানে পঁচিশ জন বেকার যবকের করেন। এতে ব্যয় ধরা হয়েছে



সাঁইত্রিশ লক্ষ ছয় হাজার টাকা।তার পর বেলা দুইটায় তিনি ফিতা কেটে এবং শিলান্যাস করে নির্ভয় পুরে একটি গ্রামীণ সড়কের উদ্বোধন করেন। এতে মোট ব্যয় ধরা হয়েছে এক কোটি এগার লক্ষ টাকা। বেলা কর্ম সংস্থায়ের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। এক কোটি বত্রিশ লক্ষ টাকায় উত্তর পাহাড়পুরে একটি পাকা সড়ক নির্মাণ হয়েছে। এটারও ফিতা কেটে ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করে এর শুভ পাহাড়পুরের বাগান বাড়ি ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলের পাশে তিনি একটি অডিটোরিয়াম হলের ভিত্তি প্রস্তরের শিলান্যাস করেন। এতে ব্যয় ধরা হয়েছে এক কোটি বাহান্ন লক্ষ টাকা। সন্ধ্যা পাঁচটা নাগাদ শান্তি নগর দ্বাদশ শ্রেণি বিদ্যালয় মাঠে আন্তর্জাতিক মানের একটি স্পোর্টস কমপ্লেক্স ভবনের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী। এর জন্য বরাদ্দ হয়েছে তিন কোটি তিপ্পান্ন লক্ষ টাকা ব্যয় ধরা হয়েছে প্রায় ছয় কোটি টাকা। জি৪ পরিকাঠামোতে এই ভবনটি নির্মাণ করা হবে। কার পার্কিং, আধুনিক রেস্তোরা সহ যাবতীয় সুযোগ সুবিধা থাকবে এখানে। আগামী দেড় বছরের মধ্যে নির্মাণ কাজ শেষ করার লক্ষ নেওয়া হয়েছে। সর্বশেষে ফিতা কেটে ফলক উন্মোচন করে তিনি উদ্বোধন করেন শাস্তি নগর দ্বাদশ শ্রেণি বিদ্যালয়ের নব নির্মিত দ্বিতল ভবনের। এতে মোট ব্যয় হয় এক কোটি সাতাত্তর লক্ষ টাকা।

যাওয়ার পরামর্শ দেন। TRIPURA STATE POLLUTION CONTROL BOARD 1 Gurkhabasti, Agartala-799006

No. F.17(1)/TSPCB/Corrs./2021-22 25/01/2022

Attention To All the Occupiers/Owners of the Mineralized Water Manufacturing Units

It is to inform all the Occupiers/Owners of the Mineralized Vater Manufacturing Units that as per the Sections 25 & 26 of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 and Section 21 of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981, for establishment and operating of a Mineralized Water Manufacturing Unit at any location in Tripura State, it is mandatory to obtain Consent to Establish (CTE) & Consent to Operate (CTO) Certificates from the Tripura State Pollution Control Board (TSPCB). All the Occupiers/Owners of the Mineralized Water Manufacturing Units are hereby requested to apply through OCMMS portal (http://tpocmms.nic.in/) immediately for obtaining CTE & CTO Certificate from the Board, if not vet availed.

ICA-C-3506-22

ICA-C-3513-22

sd/-Dr. Bishu Karmakar **Member Secretary**

SAY NO TO SINGLE USE PLASTICS

Press Notice Inviting e-Tender No. e-24/AGRI/EE(MECH)/2021-22

On behalf of the "Governor of Tripura" the Executive Engineer (Mech), Department of Agriculture & Farmer's Welfare, Government of tripura, Matripalli, Badharghat, Agartala invites percentage rate e-Tender from the eligible bidders for 'Repairing of plant & machinery of 500 MT capacity Teliamura cold storage by Supplying necessary spare parts etc. as required and trial run complete (2nd Call)" Up to 16/02/2022 at 03:00PM.

Details can be seen in web-portal: www.tripuratenders.gov.in and may be contacted with o/o the undersigned, if desired

> Sd/- Illegible (Er. Falgun Debbarma) Executive Engineer (Mech) Department of Agriculture & F/W Matripalli, Badharghat, Agartala, Tripura



উদ্বোধন করেন শ্রীমতী ভৌমিক।

GOVERNMENT OF TRIPURA
OFFICE OF THE SUB-DIVISIONAL MAGISTRATE SADAR SUB-DIVISION: WEST TRIPURA (JUDICIAL SECTION)

No F 8(4)/SDM/SDR/JDL/EM/2021/82-88 **MEMORANDUM** Dated: /01/2022

Inquiry into the untoward incident which took place at Agartala on 13.01.2022 between two students and Tripura Traffic Police personnel. WHEREAS, I Sri ASIM SAHA. Sub-Divisional Magistrate. Sadar. West Tripura District have

peen ordered by the Secretary to the Government of Tripura Home Department Vide No.F.22(1) PD/2022(MI) dated, 24th January, 2022 to conduct an inquiry relating to the subject cited above NOW, THEREFORE, it is brought to the notice of all concerned that the said inquiry shall be

held by the undersigned on 29.01.2022 at 11:00 AM at the Chamber of Sub-Divisional Magistrate. Sadar and who are in a position to throw some light on the said incident may remain present at the aforesaid place and time for giving deposition along with documents and video clip etc. if anv.

The names of witnesses and their Statements shall be kept confidential

Sd/- Illegible (Asim Saha) Sub-Divisional Magistrate Sadar, West Tripura



মহকুমা শাসক কার্য্যালয় সদর মহকুমা, পশ্চিম ত্রিপুরা

নং এফ.৮(৪)/এসডিএম/এসডিআর/জেডিএল/ইএম/২০২১/৮৯ তারিখ, জানুয়ারী,২৪-২০২২ইং বিষয় ঃ ১৩.০১.২০২২ তারিখে ২ (দুই) জন ছাত্র এবং ত্রিপুরা ট্রাফিক পুলিশ কর্মীদের মধ্যে অপ্রত্যাশিত ঘটনার তদস্ত।

আমি, শ্রী অসীম সাহা, মহকুমা শাসক, সদর, পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা, রাজ্য সরকারের স্বরাষ্ট্র দপ্তরের সচিব মহোদয়ের নির্দেশ নং এফ. ২২(১)-পি ডি/২০২২(এম আই) তারিখ, ২৪শে জানুয়ারী, ২০২২ ইং মূলে উপরোক্ত বিষয়ে তদন্ত করার দায়িত্ব প্রাপ্ত হয়েছি।

অতএব, সকলের অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে যে আগামী ২৯.০১.২০২২ ইং তারিখ, শনিবার, সকাল ১১:০০ ঘটিকায় সদর মহকমা শাসকের কক্ষে এই ঘটনার তদন্তের জন্য শুনানি গ্রহণ করা হবে। যে সকল ব্যক্তি উক্ত বিষয়ে আলোকপাত করতে সক্ষম তারা উল্লেখিত তারিখে ও সময়ে উক্ত স্থানে উপস্থিত থাকিয়া প্রয়োজনীয় কাগজ পত্র সহ তথ্য ও প্রমাণাদি পেশ করতে

আপনার/আপনাদের নাম এবং মতামতের/বয়ানের গোপনীয়তা বজায় থাকবে।

স্বাক্ষর (অসীম সাহা) মহকমা শাসক সদর, পশ্চিম ত্রিপুরা

ICA-D-1701-22

অন্ধকারে ঢিল ছোড়াছুড়িকে কেন্দ্র করে অতিষ্ঠ গ্রামবাসীরা। আনুমানিক চার বছর ধরে এ ধরনের ঘটনা ঘটে যাচ্ছে বলে অভিযোগ গ্রামবাসীদের। ঘটনা উদয়পুর মহকুমাধীন মহারানি মহরমটিলা গ্রামে। উক্ত গ্রামের এক পরিবারের বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠেছে। গ্রামবাসীরা জানিয়েছেন রাত হলেই থামবাসীদের প্রতিটি বাড়িতে ঢিল ছোড়া হয়। সেই সাথে চলে বিশ্রি ভাষায়

উদয়পুর, ২৭ জানুয়ারি।। রাতের গালিগালাজ। গত ২৩ জানুয়ারি এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে গ্রামবাসীদের উপর মারধর করে

জনৈক পরিবার বলে অভিযোগ।

Joint

Bench

ICA-C-3500-22

Number may be

increased or

discreased.)

একপারবারের বিরুদ্ধেসব

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, ঘটনার সঙ্গে জড়িত বলে মহিলা থানায় ছুটে যান গ্রামের অভিযোগ উঠেছে। গ্রামবাসীরা এ মহিলারা। এ বিষয়ে পুলিশকে



ধরনের ঘটনায় অতিষ্ঠ হয়ে পড়েছে। এই ঘটনার সুষ্ঠু বিচারের

জানানো হয়েছে। এখন দেখার বিষয়, পুলিশ এ ধরনের ঘটনার সুষ্ঠু তদন্তে ওই পরিবারের চারজন সদস্য এই দাবিতে উদয়পুর রাধাকিশোরপুর কি ধরনের ভূমিকা গ্রহণ করে।

NOTICE INVITING TENDER

The Director, Directorate of Secondary Education, Agartala invites e-Tender from bonafide & resourceful Manufacturers/authorized dealers, having minimum 3(three) years experience in Supply, of Joint benches (Rubber wood-seasoned, boiled and chemically processed).

Period of completion: - 365 days from the date of acceptance. The other details related e-Tender can be seen and obtained from the website https://tripuratenders.gov.in

Corrigendum /Addendum, if any, will be published only on the above website.									
SI. No	Item	Quantity	Tender Value	EMD Value (2% of Tender Value)	Period of downloading Documents	Last date of submission of bid documents			
1	Supply of	52879 nos.	Rs.1594.32	31.89	w.e.f	10/02/2022 at			

lakhs

(approx)

lakh

lakhs

Sd/- Illegible (CHANDNI CHANDAN, IAS) Director, Secondary Education,

Govt. of Tripura

19/01/2022 to 06:00PM

10/02/2022

চুরি বাড়ছে

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা,২৭ জানুয়ারি।।বর্তমান সরকারের সময়ে মানুষ খেতে পারছে না, কাজ নেই। অর্থনৈতিকভাবে পিছিয়ে আছে। চরম সংকটে আছে মানুষ। এখন অভাব-অনটনের জ্বালায় চুরি করছে। এমন তথ্য দিলেন সিপিএম রাজ্য সম্পাদক জীতেন চৌধুরী। তিনি জানিয়েছেন, তার বাড়িতে পিতলের টব, সামান্য দামের হলেও তাও চুরি হয়ে গেছে। তবে চোর কেন চুরি করে, তার আরও ব্যাখ্যায় জীতেন চৌধুরী বলেন, অভাব-স্বভাব- নেশা। নেশামুক্ত ত্রিপুরা গড়ার ডাক দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। এখন নেশাযুক্ত ত্রিপুরা হয়ে গেছে। আর এই নেশার কারণেই বাড়ছে চুরি। দাবি জীতেনের।

পেটের দায়ে বিদ্যুৎ কর্মীর মর্মান্তিক

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, চড়িলাম, ২৭ জানুয়ারি।। যান দুর্ঘটনার বলি হলেন বিদ্যুৎ কর্মী শান্তি দেববর্মা। তিনি বিশ্রামগঞ্জ বিদ্যুৎ নিগম দফতরে কর্মরত ছিলেন। গত বুধবার দুপুর ১টা নাগাদ নম্বরবিহীন গাড়ির ধাক্কায় প্রাণ হারান তিনি। ওই দিন বিশ্রামগঞ্জস্থিত পুলিশ সুপার কার্যালয়ের সামনে এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনা। ঘটনার সময় শান্তি দেববর্মা বাইকে ছিলেন। দুর্ঘটনার পর ঘাতক গাডিটি সেখান থেকে পালিয়ে যায়। রক্তাক্ত অবস্থায় রাস্তাতেই পড়ে থাকেন ওই বিদ্যুৎ কর্মী। স্থানীয় লোকজন ছুটে এসে তাকে উদ্ধার করার জন্য দমকল বাহিনীকে খবর দেয়। দমকল কর্মীরা এসে তাকে উদ্ধার করে বিশ্রামগঞ্জ হাসপাতালে নিয়ে আসেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত তার প্রাণ রক্ষা করা যায়নি। শান্তি দেববর্মার বাড়ি বিশ্রামগঞ্জ ফায়ার স্টেশনের পেছনে বিবেকানন্দপল্লী এলাকায়। এদিকে দুর্ঘটনার পর স্থানীয় লোকজন ঘাতক গাড়িটি আটক করার জন্য আন্দোলন অবিলম্বে ওই জায়গায় সিসি ক্যামেরা লাগাতে হবে। শুরু করে। তারা বিশ্রামগঞ্জ থানার সামনে জাতীয় সড়ক পাশাপাশি ট্রাফিক পোস্ট বসানোরও দাবি জানান। অবরোধ করেন। এলাকাবাসীর বক্তব্য ছিল, এই জায়গায় অবরোধের খবর পেয়ে এসডিপিও রাহুল দাস ঘটনাস্থলে বারবার কিভাবে দুর্ঘটনা ঘটছে ? একেবারে পুলিশ সুপার ছুটে আসেন। তিনি অবরোধকারীদের আশ্বাস দেওয়ার কার্যালয়ের সামনেই মৃত্যু হয়েছে শান্তি দেববর্মার। যা পর অবরোধ প্রত্যাহার করা হয়।এ দিকে ময়নাতদন্তের তারা কেউই মেনে নিতে পারেননি। তারা দাবি জানান, পর মৃতদেহ তুলে দেওয়া হয় পরিজনদের হাতে।



প্রাক্তন সভাপতির উপর আক্রমণকারীর বাড়িতেই কংগ্রেসের প্রশিক্ষণ শিবির



প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, বিশালগড়, ২৭ জানুয়ারি।। প্রদেশ কংগ্রেসের প্রাক্তন সভাপতি পীযুষ হোসেন। দীর্ঘদিন তিনি ওই বাড়িতেই বৃহস্পতিবার অনুষ্ঠিত হয় কান্তি বিশ্বাসের উপর হামলার

অভিযোগে গ্রেফতার হয়েছিলেন বিশালগড়ের কংগ্রেস নেতা জয়দুল স্ক্রমদুল। সেই জয়দুল হোসেনের

পরবতী সময় জামিনে মুক্ত হন মামলায় সংশোধনাগারে ছিলেন। কংগ্রেসের প্রশিক্ষণ শিবির।সেখানে

বর্তমান সভাপতি বীরজিৎ সিনহা-সহ অন্যান্যরা। প্রশিক্ষণ শিবিরটি চলবে শুক্রবার পর্যন্ত। তবে দলের প্রাক্তন সভাপতির উপর হামলাকারীর বাড়িতে কিভাবে প্রশিক্ষণ শিবির অনুষ্ঠিত হয়েছে তা নিয়ে কংগ্রেস শিবিরেই কানাঘুসো চলছে। এদিন সাংবাদিকরা বীরজিৎ সিনহাকে বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মণ-সহ অন্য নেতাদের কংগ্রেস ফেরার বিষয়ে প্রশ্ন করেছেন। কিন্তু তিনি স্পষ্টভাবে সেই প্রশ্নের জবাব দেননি। তার বক্তব্য, সুদীপ বর্মণরা কংগ্রেসে যোগ দেবেন কিনা তা এখনও পর্যন্ত কিছুই বলা হয়নি। তিনিও অন্যদের মতই সংবাদমাধ্যমে বিষয়টি

উপস্থিত ছিলেন প্রদেশ কংগ্রেসের

সিপিএম সম্মেলন

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, **আগরতলা, ২৭ জানুয়ারি।।** সিপিএম রাজ্য সম্মেলন প্রত্যাশিতভাবেই পিছিয়ে গেল। ফেব্রুয়ারির মাঝামাঝি সময়ে এ সম্মেলন করার পূর্ব ঘোষণা থেকে সরে এলো সিপিএম রাজ্য কমিটি।আগামী ২৭ ও ২৮ ফেব্রুয়ারি সিপিএম রাজ্য সম্মেলন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। তবে এ সময়ে পুরোটাই নির্ভর করছে পরিস্থিতির উপর। পরিস্থিতি যদি অনুকূলে থাকে তাহলে রাজ্য সম্মেলন শুরুর প্রথম দিনের আগে বা শেষের দিনের পরে প্রকাশ্য সমাবেশ অনুষ্ঠিত হবে। সিপিএম রাজ্য সম্পাদক জীতেন চৌধুরী জানিয়েছেন, পুরোটাই নির্ভর করছে করোনা পরিস্থিতির উপর।

বাম ছাত্রদের ডেপুরে

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, বিধি মেনে হোস্টেল চালু রাখা, সরকারি উদ্যোগে শিক্ষাঙ্গন-সহ হোস্টেলগুলিতে কোভিড টেস্টের ব্যবস্থা করা. শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নির্দিষ্ট সময়ের আগে পরীক্ষা নেওয়ার পরিকল্পনা বাতিল করা, পরীক্ষার আগে সম্পূর্ণ সিলেবাস যাতে শেষ করা হয় তার দিকে দফতরকে নজর দেওয়া, পরীক্ষার সময় ছাত্রছাত্রীরা যাতে কোভিড সংক্রমণ না ঘটে তা নিশ্চিত করতে যথেষ্ট সতর্কতামূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করা সহ সাত দফা দাবিতে সরব বামপন্থী ছাত্র সংগঠন। বৃহস্পতিবার ৭ দফা দাবিতে সোনামুড়া মহকুমাশাসক রতন ভৌমিক এবং স্কুল

ডেপ্রটেশন প্রদান করা হয়। এছাডা সোনামুড়া মহকুমা পুলিশ আধিকারিক কাউসার আহম্মেদ সহ অন্যান্যরা।

পরিদর্শকের নিকট ভারতের ছাত্র বনোজ বিপ্লব দাসের নিকট সোনামুড়া, ২৭ জানুয়ারি।। কোভিড ফেডারেশনের পক্ষ থেকে ডিওয়াইএফআই সোনামুড়া মহকুমা কমিটির তরফ থেকেও ডেপুটেশন বাঁশপুকুর গ্রামের নিরীহ শিক্ষিত যুবক প্রদান করা হয়। প্রতিনিধি দলে ছিলেন রাজুপালের মৃত্যুর সুষ্ঠ তদন্তের দাবিতে এসএফআই মহকুমা সম্পাদক

শক্তি বাড়াতে

মরিয়া কংগ্রেস

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, উদয়পুর,

২৭ জানুয়ারি।। সতেজ হয়ে উঠতে

মরিয়া প্রদেশ কংগ্রেস। প্রদেশ কংগ্রেস

সভাপতির হাত ধরে কংগ্রেসর নৌকা

কাঙ্খিত পাড়ের দিকে ছুটতে চেষ্টা

চালিয়ে যাচ্ছে। এই পরিকল্পনার

নীরবে নিভূতে কারিগর বীরজিৎ

সিনহা তা আজ উদয়পুর জেলা

কংগ্রেসের প্রশিক্ষণ শিবিরে উপস্থিত

কংগ্রেস কর্মী ও নেতৃবৃন্দের হাবভাবে

ফুটে উঠেছে। দুইদিনব্যাপী কংগ্রেসের

প্রশিক্ষণ শিবিরে উপস্থিত কংগ্রেস

সভাপতিকে ঘিরে কংগ্রেস কর্মী ও

নেতৃবন্দের মধ্যে আলাদা এক উন্মাদনা

পরিলক্ষিত হয়। প্রধান অতিথির

ভাষণে বীরজিৎ সিনহা বলেন, নীতিহীন রাজনীতি থেকে মৃত্যু সন্মানের। দলবদলের কলঙ্ক যেন আমাকে ছুঁতে না পারে। তিনি বলেন, এিপুরার বিজেপি সরকার তার মেয়াদ পূর্ণ করতে পারবে না।কংগ্রেসের দরজা খোলা, কংগ্রেস হল মহাসাগর একসময়

সবাইকে মহাসাগরে বিলীন হতে

হবেই। পাঁচ রাজ্যের নির্বাচনের পর এ

রাজ্যের বিজেপি সরকার অস্তিত্বের

সংকটে ভূগবে বলে দাবি করেন তিনি।



প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, এই পরিস্থিতিতে বৃহস্পতিবার সম্পাদক হাদিস মিয়া, জাবেদ কৈলাসহর, ২৭ জানুয়ারি।। দৃঃ কৈলাসহরের গৌরনগর ব্লকের সময়ে কংগ্রেসের পাশে দাঁড়ালেন যুবরাজনগর পঞ্চায়েত এলাকায় ১৮০ জন ভোটার। একে একে ৬০ পরিবারের ১৮০ জন ভোটার দলের নেতারা কংগ্রেস ছেড়ে কংগ্রেসে যোগদান করেন। অন্যান্য দলে যোগ দিয়েছেন। তাদেরকে দলে বরণ করে নেন অনেকে আবার নতুন দল গড়ে জেলা কংগ্রেস সভাপতি মহম্মদ ফেলেছেন। এই অবস্থায় কংগ্রেস বদরুজ্জামান। এছাড়াও উপস্থিত নেমে জোরদারভাবে কাজ করার একেবারেই নেতা শূন্য বলা যায়।

ছিলেন যুব কংগ্রেসের সাধারণ

কামাল সানু, যুবের আহম্মেদ খান। ভাষণ রাখতে গিয়ে জেলা কংথেস সভাপতি বলেন, কিছুদিনের মধ্যেই রাজ্যে নতুন সুর্যোদয় হতে চলেছে। তাই প্রত্যেক কংগ্রেস কর্মীকে মাঠে আহ্বান রেখেছেন তিনি।



বেহাল সড়ক, দুর্ভোগে নাগরিকরা

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, কিলোমিটার রাস্তা বাইক নিয়ে খারাপ হয়ে আছে। প্রায় ১ কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

ফটিকরায়, ২৭ জানুয়ারি।। বৃষ্টিতে চলাচল করাও কস্টকর হয়ে সড়ক বেহাল হয়ে পড়ায় প্রচণ্ড দাঁড়ি য়েছে। স্থানীয়দের কথা দুর্ভোগের শিকার নাগরিকরা। অনুযায়ী রাস্তার বেহাল দশার কৈলাসহর-কুমারঘাট সড়কটি গত কারণেই ছোট-বড় দুর্ঘটনা ঘটছে। কয়েকদিন ধরে বেহাল হয়ে আছে। এর আগেও রাস্তাটি বেহাল বিশেষ করে আন্মেদকরনগর হয়েছিল। এখন পুনরায় বৃষ্টি হওয়ায় পঞ্চায়েত এলাকার রাস্তাটি বেশি রাস্তাটি সবার জন্যই মাথা ব্যথার

'মাইনাস পারফরম্যান্স'

দেড় বছরের সরকারের আসলে

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, মুখ্যমন্ত্রী। তার পর এখন কেউ আগরতলা, ২৭ জানুয়ারি।। বলছেন ৮০ শতাংশ, কেউ রাজ্য সরকারের পারফরম্যান্স বলছেন ৯০ শতাংশ। প্রকৃত মাইনাস বলে কটাক্ষ জীতেন তথ্য কতং জানতে চেয়ে চৌধুরীর। তিনি জানিয়েছেন, জীতেন চৌধুবী বলেন, সর কারের সময়েই ৮৭ শতাংশ ভিশন পারফরম্যান্স মাইনাস। তাই ডকুমেন্টের প্রতিশ্রুতি পূরণ মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে মুখপাত্র কিংবা হয়ে গেছে। প্রচার করেছিলেন মন্ত্রীদের তথ্য মিলছে না।

১৬টি মোবাইল উদ্ধার পুলিশের

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, ফটিকরায়, ২৭ জানুয়ারি।। হারিয়ে যাওয়া মোবাইল উদ্ধার করতে সক্ষম হলো পুলিশ। ঊনকোটি জেলার বিভিন্ন থানা এলাকার হারিয়ে যাওয়া ১৬ টি দামি মোবাইল উদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছে পুলিশ। জানা যায়, ঊনকোটি জেলার বিভিন্ন থানা এলাকায় হারিয়ে যাওয়া মোবাইলের বিষয়ে পুলিশের নিকট দ্বারস্থ হয় মোবাইলের মালিকেরা। পুলিশের নিকট আবেদন মূলে পেঁচারথল থানার অ্যাসিস্ট্যান্ট সাব-ইনসপেকটর মতি মালাকারের চেষ্টায় পুলিশ সুপার অফিসের সহযোগিতায় মোবাইলের আইএমইআই নম্বর ট্র্যাক করে ১৬ টি মোবাইল উদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছে।পরবর্তীতে মোবাইলের মালিকদের থানায় ডেকে এনে মোবাইলগুলো তাদের হাতে

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ জানুয়ারি।। ৪ জানুয়ারি প্রধানমন্ত্রী ত্রিপুরায় এসেছিলেন। যে ভাষণ রেখেছেন তার নিরিখে বিরোধী দলনেতা মানিক সরকার ৫ জানুয়ারি সাংবাদিক সম্মেলন করে রীতিমতো পাল্টা জবাব দিয়েছিলেন। বিরোধী দলনেতার এই সাংবাদিক সম্মেলন নিয়ে এবার পুস্তিকা প্রকাশ করলো সিপিআইএম। দশ টাকা মূল্যে এই সাংবাদিক সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য সমেত পুস্তিকা ইতিপূর্বে দশ হাজার বিক্রি হয়ে গেছে। আরও পনেরো হাজারের মতো নতুন করে ছাপানোর উদ্যোগ নিয়েছে। জানান সিপিআইএম রাজ্য সম্পাদক জীতেন চৌধুরী। তিনি এও জানিয়েছেন, বিভিন্ন মাধ্যমে লক্ষ লক্ষ মানুষ এই সাংবাদিক সম্মেলন দেখেছে।

ভার্সিটির সেমিস্টার পরীক্ষা স্থাগিত

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, মাগরতলা, ২৭ জানুয়াার।। করোনা গ্রাসে এবার স্থগিত হয়ে গেলো ত্রিপুরা কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালিত আরও কিছু পরীক্ষা। আগেই স্নাতকোত্তর স্তরে তিনটি সেমিস্টারের পরীক্ষা স্থগিত করা হয়েছিল। ছাত্র আন্দোলনের চাপে এবার আরও কিছু পরীক্ষা পিছিয়ে দেওয়া হয়েছে। বৃহস্পতিবার ত্রিপুরা কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার নিয়ামক অধ্যাপক চিন্ময় রায় এই বিজ্ঞপ্তিটি জারি করেছেন। এই বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী সেমিস্টার পরীক্ষাগুলি পরবর্তী নির্দেশিকা পর্যন্ত স্থগিত থাকরে। এর সঙ্গে যক্ত রয়েছে তিন বছরের ডিগ্রি কোর্সের প্র্যাকটিকেল পরীক্ষাগুলিও। করোনার তৃতীয় ঢেউয়ে বহু ছাত্রছাত্রীও আক্রান্ত হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে পরীক্ষা স্থগিত রাখার দাবিতে ত্রিপুরা কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রছাত্রীরা আন্দোলন করে। তারা রাস্তাও অবরোধ করেছিল ছাত্র আন্দোলন হয়েছে টিপস এবং ইকফাই বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনেও। চাপে পড়ে পরীক্ষা পিছিয়ে দিয়েছে টিপসের পর এবার কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ও।

শহরে যুবকের দেহ ড

আগরতলা, ২৭ জানুয়ারি।। রহস্যজনক অবস্থায় শহরে নিজের বাড়িতেই উদ্ধার হয়েছে এক যুবকের ঝুলন্ত দেহ। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় এই দেহটি উদ্ধারের ঘটনায় চাঞ্চল্য তৈরি হয়েছে। মৃত যুবকের নাম দীপায়ন দাস (৩০)। শহরের ভট্টপুকুর এলাকায় এক বাড়িতে ভাড়াটিয়া হিসাবে থাকতেন তিনি।

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, দীপায়নের স্ত্রী মূন দাস পার্লারের কাজ করেন। এদিন সন্ধ্যায় তিনি পার্লারের কাজে বাড়ির বাইরে ছিলেন বলে জানা গেছে। সন্ধ্যায় দীপায়নের এক আত্মীয় বাডিতে এসে তাকে ডাকাডাকি করেন। কোনও জবাব না পেয়ে দরজা খুলে দীপায়নকে ঝুলন্ত অবস্থায় দেখতে পান। খবর দেওয়া হয় এডিনগর থানায়। ছুটে আসেন দীপায়নের

স্ত্রীও। তবে এটা আত্মহত্যা নাকি খুন করে দেহ ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে তা নিয়ে নানা গুঞ্জন তৈরি হয়েছে। মৃতের স্ত্রী এবং বোনের দাবি অনুযায়ী আত্মহত্যার কোনও কারণ তারা জানেন না। ঘরে যখন তারা এসেছেন অন্ধকার পেয়েছেন। অন্ধকার ঘরেই ঝুলন্ত অবস্থায় পাওয়া গেছে দীপায়নকে। এই ঘটনায় পুলিশি তদন্তের দাবি উঠেছে।

'বাপ-পুতের লুটের আখড়া

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগর তলা, ২৭ আদায় করছে। জীতেন চৌধুরীর অভিযোগ, বিধবা, **জানুয়ারি।।** সোশ্যাল অডিট থেকে বিদ্যুৎ নিগম, বিভিন্ন ব্লক থেকে সরকারি দফতর — সবখানেই দুর্নীতি মাথাচাড়া দিয়েছে। অভিযোগ, সিপিআইএম রাজ্য সম্পাদক জীতেন চৌধুরীর। ভিসি'তে রাজ্য কমিটির বৈঠকের পর সাংবাদিক সম্মেলনে কথা বলতে গিয়ে তিনি বলেছেন, এই সময়ের মধ্যে চডিলাম, ঋষ্যমুখ সহ বিভিন্ন ব্লুকে রেগায় দুর্নীতি চলছে। কোথাও কোথাও প্রচার চলছে বাপ-পুতের লুটের আখড়া। আবার কেউ কেউ বলছে ভাই-ভাতিজার লড়াই। উপমুখ্যমন্ত্রী কেন নীরবং কারণ কীং রাজ্যবাসী জানতে চান। এভাবেই ক্রমাগত রাজনৈতিক আক্রমণ শানিত করে জীতেন চৌধুরী বলেন, প্রতিদিন গুরুতর দুর্নীতির অভিযোগ পাওয়া যাচ্ছে। সর্বত্রই ভেসে যাচ্ছে দুর্নীতি, সীমা-সংখ্যা নেই। বিদ্যুৎ নিগমের দুর্নীতিবাজকে বসিয়ে রাখা হয়েছে। কার স্বার্থে তাকে সরানো হচ্ছে না। এসব বিষয়গুলো তুলে ধরে জীতেন চৌধুরী জানিয়েছেন, সোশ্যাল অডিটের যে তথ্য কেন্দ্রীয় সরকারের পোর্টালে রয়েছে তা একরকম, আবার রাজ্য সরকারের দফতরের তথ্য ভিন্ন। তাতেই দুর্নীতি প্রকাশ পেয়েছে। প্রধানমন্ত্রীর আবাস যোজনায় পাঁচ থেকে চল্লিশ হাজার টাকা কিস্তি দেওয়ার নাম সিদ্ধান্ত হয়েছে, আগামীদিনে ব্লক, মহকুমা স্তরে করে লুট করে খাওয়া হচ্ছে। যে যেভাবে পারছে অর্থ সাংগঠনিক কর্মসূচি সংগঠিত হবে।

ক্ষেতমজুর, চাষি, জুমিয়া এভাবে লুটেরাদের দ্বারা 'আক্রান্ত' হচ্ছে। সৎ সাহস থাকলে কেউ তার বিরোধিতা করে চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করুক। পাল্টা চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর ওএসডি'কে বহিরাগত বলে কটাক্ষ করলেন শ্রী চৌধুরী। তিনি আরও বলেন, বিভিন্ন জায়গায় ভিডিও ক্লিপস কিংবা অডিও ক্লিপস ভাইরাল হয়েছে। ফেসবুকে বহু এই ধরনের প্রমাণ রয়েছে ঘরের কিস্তির টাকা পাইয়ে দেওয়ার নাম করে অর্থ আদায়ের ঘটনা। মহাকরণে বসে যারা অবৈধভাবে নিযুক্ত হয়ে আইটি সেল-এ কাজ করছে তাদের উদ্দেশে জীতেন চৌধুরী বলেন, তারাও এসব ভিডিও ও অডিও ক্লিপস পরীক্ষা করে দেখতে পারে। ডিআরডব্লিউ চুক্তিবদ্ধ থেকে শুরু করে বিদ্যুৎ নিগমের অনিয়মিতদের নিয়মিত না করার বিষয়টিও এদিন তুলে ধরেছেন জীতেন চৌধুরী। তিনি বলেন, যারা এখন সরকারের বিরোধিতা করে প্রচার করছে তারাও মানুষকে বিভ্রান্ত করেই ২০১৮ সালের ক্ষমতায় এসেছে। সব মিলিয়ে বলা যায়, এই সময়ের মধ্যে মানুষকে নিয়েই ভরসাস্থলে পৌঁছে যেতে চায় সিপিআইএম। এদিনের রাজ্য কমিটির বৈঠকে

আন্দোলনের আগেই গ্রেফতার

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ২৭ জানুয়ারি।। বৃহস্পতিবার কৈলাসহরে ঊনকোটি জেলা শিক্ষা আধিকারিকের অফিসের সামনে জড়ো হতেই চাকরিচ্যুত শিক্ষকদের গ্রেফতার করে পুলিশ। এই দিনটি চাকরিচ্যুতরা কালো দিবস হিসেবে পালন করেছেন। কারণ এমনি দিনে আগরতলার সিটি সেন্টারের সামনে তাদের আন্দোলন বন্ধ করে দিয়েছিল পুলিশ। এদিন কৈলাসহরে চাকরিচ্যুত শিক্ষকরা মুখে কালো কাপড় বেঁধে বিক্ষোভের জন্য জড়ো হয়েছিলেন। কিন্তু খবর পেয়ে পুলিশ এসে তাদেরকে গ্রেফতার করে আরকেআই প্রাঙ্গণে নিয়ে যায়। সেখান থেকে পরবর্তী সময় তাদের মুক্ত করা হয়।



নিগমে গাফিলতির অভিযোগ

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, বিশালগড়, ২৭ জানুয়ারি।। আবারও বিশালগড় মহকমায় বিদ্যুৎ নিগমের বিরুদ্ধে গাফিলতির অভিযোগ উঠলো। গকলনগর এলাকায় উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন বিদ্যুৎ পরিবাহী তার দীর্ঘ সময় রাস্তায় পড়ে তাকে। সৌভাগ্যবশত বিদ্যুৎ পরিবাহী তারের সংস্পর্শে আসেননি কোন পথচারী কিংবা যানবাহন চালক। শেষ পর্যন্ত একজন বিদ্যুৎকর্মী ঘটনাটি। দেখে ছুটে আসেন। তিনি বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে সেই বিদ্যুৎ পরিবাহী তারটি সরিয়ে দেন। বহস্পতিবার বিকেলে বিশালগড-গকলনগর এলাকায় এই ঘটনায় নিগম কর্তপক্ষের বিরুদ্ধে গাফিলতির অভিযোগ করেছেন স্থানীয়রা। তাদের কথা অনুযায়ী ওএনজিসি'র গাড়ি রাস্তা দিয়ে যাওয়ার সময় বিদ্যুৎ পরিবাহী তার ছিঁড়ে যায়। স্থানীয়দের অভিযোগ, পরিবাহী তার ছিঁড়ে যাওয়ার পর নিগম কর্তৃ পক্ষকে কয়েকবার ফোনে জানানো হয়েছিল। কিন্তু তারা কেউই সেখানে আসেননি।



প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ জানুয়ারি।। ৬৯ দিনে প্রধানমন্ত্রী ত্রিপুরায় তিন বার এলেন! দুইবার ভার্চুয়াল মুডে এবং একবার সশরীরে। সিপিআইএম রাজ্য কমিটির বৈঠক শেষে সাংবাদিক সম্মেলনে কথা বলতে গিয়ে জীতেন চৌধুরী বলেছেন, গত ৪ নভেম্বর প্রধানমন্ত্রীর আবাস যোজনা নিয়ে রাজ্যের আয়োজনে তিনি অংশ নিয়েছেন। গত ৪ জানুয়ারি রাজ্যে এসেই কর্মসূচিতে অংশ নিলেন। গত ২১ জানুয়ারিও পূর্ণরাজ্য দিবসে তিনি অংশ নিয়েছেন। বিষয়গুলো উল্লেখ করে জীতেন চৌধুরী বলেন, প্রধানমন্ত্রীকে এতবার আনার মাঝেই সরকার 'আতঙ্কিত' তা প্রমাণ হলো। তবে ২০১৮ সালের আগের মতোই প্রধানমন্ত্রীর এইসব

আয়োজনকেই ইঙ্গিত করেছে

সিপিআইএম রাজ্য সম্পাদক।

প্রেমিকের বাড়ির সামনে বিয়ের দাবিতে ধর্নায় বসল এক গৃহবধু। মঙ্গলবার সকাল ১১ টা থেকে ছয়টা পর্যন্ত প্রেমিকের বাড়ির সামনে বিয়ের দাবিতে ধর্নায় বসে গৃহবধূ। ঘটনা জম্পুইজলা আর ডি বুকের অন্তর্গত বিশ্রামগঞ্জ থানার অধীন প্রমোদনগর প্রমোদনগর এলাকার জনৈকা গৃহবধূর। উদয়পুর মহকুমার

<mark>প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি,</mark> পর গৃহবধুর স্বামী বিদেশ চলে সঙ্গে ভালোবাসার সম্পর্কে যুবককে না হলে গলায় দড়ি চ জি লাম, ২৭ জানুয়ারি।। যায়। দুই বছর যাবত তার স্বামী বিদেশ থাকে। যার ফলে গৃহবধূ প্রমোদনগরে বাপের বাড়িতে চলে আসে। এরই মধ্যে যায়।স্ত্রীকে বোঝানোর চেষ্টা প্রমোদনগরে এলাকার পার্শ্বর্তী বাড়ির এক যুবকের সঙ্গে স্বামীর কথা মানছিল না। তার এবং গ্রামের অভিভাবকরা এক ভালোবাসার বন্ধনে জড়িয়ে যায় গৃহবধূ। দীর্ঘদিন ধরেই প্রমোদনগরে বাপের বাড়িতে বক্তব্য, আমার সঙ্গে কোনো ভিলেজ এলাকায়। জানা যায়, ছিল সে।হঠাৎ করে ১৪ জানুয়ারি দু' বছর আগে বিয়ে হয় গৃহবধূর স্বামী বিদেশ থেকে কথা বলা মাত্র গৃহবধূ রেগে লাল বাড়িতে আসে। তখন গৃহবধূ তার হয়ে যায়। ওই গৃহবধূ মঙ্গলবার স্বামীকে বলে তুমি এতদিন যাবৎ সকাল ১১ টা থেকে সন্ধ্যা ছয়টা চন্দ্রনগর এলাকার এক যুবকের বিদেশ ছিলে। তাই তোমার সঙ্গে বিয়ে হয়। বিয়ের কিছুদিন অবর্তমানে আমি অন্য যুবকের

কথা শোনামাত্র স্বামী হতবাক হয়ে সম্পর্ক নেই ওই গৃহবধূর। এই পর্যন্ত যুবকের বাড়ির সামনে ধর্নায় বসে। বিয়ে করতে হবে ওই

জড়িয়ে গিয়েছি। আমি তোমার দিয়ে আত্মহত্যা করবে গৃহবধূ। সঙ্গে ঘর করতে পারবো না। এই শেষ পর্যন্ত প্রমোদনগর ভিলেজে খবর যায় গৃহবধুর ধর্নার। খবর পেয়ে সন্ধ্যার পর প্রমোদনগর করে। কিন্তু স্ত্রী কোনভাবেই ভিলেজ কমিটির কর্তাব্যক্তিরা বক্তব্য, ওই যুবককে সে বিয়ে সভায় বসেন। পরবর্তীতে করবে। অপরদিকে যুবকের কথাবার্তার মধ্য দিয়ে এই সমস্যার সমাধান হয়।



মডেল রাজ্যে চাকরির জন্য দারে দারে ঘুরছে ডিগ্রিধারী চিকিৎসকরা

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ জানুয়ারি।। মডেল রাজ্য ত্রিপুরায় বেকার চিকিৎসকদের নিয়োগ বন্ধ! হোমিও চিকিৎসায় ডিগ্রি অর্জন করে আসা এই রাজ্যের ডিগ্রিধারী চিকিৎসকরা এখন চাকরির আশায় দ্বারে দ্বারে ঘরছেন। তাদেরকে কাছে নিয়ে একটু ভরসা দেওয়ার মতো সরকারি আধিকারিকদেরও এতটুকু সময় হয় না! স্বাস্থ্য মিশনের অধিকর্তাকে ডেপুটেশন প্রদান করবে বলে আগেই জানানো হয়েছিল। সেই মোতাবেক বৃহস্পতিবার বেকার হোমিও চিকিৎসকরা সেখানে গিয়ে অধিকর্তাকে না পেয়ে হতাশ হয়ে যান। তারা কোনও উপায় বুদ্ধি না দেখে অবশেষে সংশ্লিষ্ট আধিকারিকের মাধ্যমে তারা তাদের অল ত্রিপুরা বিএইচএমএস ডক্টরস অ্যাসোসিয়েশনের তরফে এনএইচএম মিশন ডিরেক্টর তথা দাবির মধ্যে রয়েছে বেকার হোমিও রাজ্যে

বনধের ডাক

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি,

আগরতলা, ২৭ জানুয়ারি।। ত্রিপুরা

ডাক

আত্মসমর্পণকারী জঙ্গি গোষ্ঠীর

টিইউআইআরপিস। রঞ্জিত

দেববর্মা, অনস্ত দেববর্মাদের এই

সংগঠন বুধবার এক সাংবাদিক

সম্মেলন করে আগামী ১২

ফেব্রুয়ারি ত্রিপুরা বন্ধের ডাক

দিয়েছেন। তাদের দাবি

আত্মসমর্পণের জন্য কেন্দ্র এবং

রাজ্য সরকার বহু প্রকল্পের কথা

ঘোষণা করেছিল। কিন্তু তাদের

এসব প্রকল্পের সুবিধা দেওয়া হয়নি।

সরকারি প্রতিশ্রুতি পেয়েও তা রক্ষা

করা হয়নি। আগেও দাবি আদায়ে

আন্দোলন করেছেন তারা। এক

দফায় বড়মুড়ায় রাস্তা অবরোধও

করা হয়েছিল। এবার ত্রিপুরা বন্ধের

ডাক দিলেন আত্মসমর্পণকারী

জঙ্গিরা। যদিও এই ঘটনা ঘিরে অন্য

কোনও রাজনৈতিক দল এখন

পর্যন্ত সমর্থন জানায়নি। সরকারি

তরফ থেকেও কোনও বক্তব্য নেই।

মেষ : পারিবারিক |

প্রতিকূলতার মধ্যে অগ্রসর হতে 🛭

আছে। সরকারি কর্মে প্রতিদ্বন্দ্বিতার 🖁

মধ্যে অগ্রসর হতে হবে। ব্যবসায়ে

প্রতিকূলতার পরিবেশ পাওয়ার

সম্ভাবনা প্রণয়ে বাধা-বিদ্নের যোগ !

ব্য : পারিবারিক

চাপ থাকবে দিনটিতে। তবে ।

মিথুন: সরকারি কর্মে চাপ বৃদ্ধি ও 🖁

অগ্রসর হতে হবে। আর্থিক ক্ষেত্রে

শুভ যোগাযোগ সম্ভব হবে। i

মধ্যে অগ্রসর হতে হবে।

|অপেক্ষাকৃত শুভ ফল !

দেখা যাবে। প্রণয়ে প্রতিকূলতার । থাকবেন।

পারিবারিক ব্যাপারে i

কারো সঙ্গে মতানৈক্যের

ব্যবসায়ে লাভবান হতে পারেন।

ব্যাপারে প্রিয়জনের সঙ্গে 📗

সম্ভাবনা। নানা কারণে মানসিক | অর্থ ভাগ্য শুভ।

আজকের দিনটি কেমন যাবে

হবে। হঠাৎ আঘাত পাবার যোগ । কর্মরতদের মানসিক উত্তেজনার

মতানৈক্যের সম্ভাবনা। সরকারি | স্বাস্থ্য নিয়ে দুশ্চিন্তা থাকবে।

বন ধের



চিকিৎসকদের সিএইচও পদে এনএইচএম ও আয়ুস মিশনের মাধ্যমে নিয়োগ, বেকার হোমিও চিকিৎসকদের সরাসরি নিয়োগের উদ্যোগ গ্রহণ করা ইত্যাদি। এই ক্ষেত্রে তারা রাজ্যে বিগত দিনের বিজ্ঞাপনে হোমিও চিকিৎসকদের জন্য কোনও পদ না থাকার বিষয়টি জানতে পেরে উদবিগ্ন। তাই তারা দাবিসনদ পেশ করেছে। প্রসঙ্গত, সরাসরি সংশ্লিষ্ট মিশন ডিরেক্টরের সঙ্গে দেখা করে ৫ শতাধিক বেকার চিকিৎসকদের নিয়োগের দাবি জানাতে চেয়েছিল। যেহেতু মিশন রাজ্য আয়ুস মিশনের সদস্য সচিবের ডিরেক্টর অনুপস্থিত ছিলেন তাই তারা উদ্দেশ্যে স্মারকলিপি প্রদান করে ব্রাঞ্চ অফিসারের সঙ্গে দেখা করে তাদের দাবির কথা জানানো হয়। তাদের দাবি সনদ পেশ করেছে। বিএইচএমএস - দের

সিএইচও পদে নিয়োগ করা হচ্ছে না। এই বিষয়টিই মূলত তুলে ধরে সিএইচও পদে বিএইচএমএস-দের নিয়োগের দাবি জানানো হয়েছে। তাছাড়া ২০০০ সালে টিপিএসসি'র মাধ্যমে হোমিও মেডিক্যাল অফিসার নিয়োগ করা হয়নি। তাতে অনেক পদ বিলপ্ত হয়ে যাচ্ছে। করোনা পরিস্থিতিতে বিএইচএমএস'রাও ২০১৭ সালের পর থেকে কোনও এক অজ্ঞাত কারণে ভুয়ো হোমিও চিকিৎসকদের শনাক্তকরণের ক্ষেত্রে কোনও উদ্যোগ নেই সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদের তরফে। তবে এই সময়ের মধ্যে হোমিও বেকার চিকিৎসকদের নিয়োগের ব্যাপারে

সরকার সদর্থক ভূমিকা গ্রহণ করে কিনা সেটাই এখন দেখার বিষয়। তবে এই রাজ্যে বেকারদের আন্দোলন ক্রমশ তেজি হচ্ছে। বহির্রাজ্যে উচ্চ শিক্ষিতরা বিভিন্ন ডিগ্রি অর্জন করে এই রাজ্যের গৌরব উজ্জ্বল করলেও তাদের জন্যও এখন সরকারি চাকরি অধরা। উচ্চ ডিগ্রিধারীরা এই সময়ের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেছিল। বিভিন্ন দফতরের অধিকর্তার সাথে দেখা করে ডেপুটেশনে মিলিত হচ্ছে। বাস্তবিক ক্ষেত্রে তাদের দাবির প্রতি সরকারের উদ্যোগ থাকবে কিনা সেটা সময়ই বলবে। তবে ২০২৩ সালের বিধানসভা নির্বাচনের আগে বেকার ইস্যও গুরুত্বপর্ণ।

নতুন মুখে

যুবকের স্বপ্ন

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ জানুয়ারি।। সিপিআইএম'র বিভিন্ন স্তরে সম্মেলন চলছে। রাজ্য কমিটির বৈঠকে এ নিয়েও আলোচনা হয়। জীতেন চৌধুরীর কাছে সাংবাদিকরা জানতে চেয়েছিলো বিভিন্ন সম্মেলনে নতুন মুখ হিসেবে সিপিএম কেন যুবকদের আনছে না। জীতেন চৌধুরী তাকে খন্ডন করে বলেছেন, ২২টি মহকুমা কমিটির মধ্যে রয়েছে ৬ জন নতুন মহকুমা সম্পাদক। ৫টি জেলা কমিটিতে পুরোনোরা বহাল থাকলেও অঞ্চল এবং শাখা কমিটিতে সম্পাদকের দায়িত্বে সিংহভাগ নতুন মুখ। কিন্তু নতুন মুখ বলতেই তরুণ তরতাজা যুবক তা কিন্তু নয়। আবার বেশ কয়েকটা অঞ্চলের সম্পাদক পদে যুব ফেডারেশনের নেতাকেও দেখা যাচ্ছে। তবে সবমিলিয়ে সিপিএম নতুন মুখে যৌবনের স্বপ্ন দেখছে। ২০২৩ সালের বিধানসভা নির্বাচনের প্রার্থী তালিকায় কোন স্বপ্ন দেখবে বামেরা?

আজ রাতের ওযুধের দোকান নৰ্থ ইস্টাৰ্ন হাউজ **৯৮৬৩৮৫৫৮৮৮**

গাজা-সহ আটক চালক

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, চড়িলাম, দেববর্মা। যার আনুমানিক বাজার ২৭ জানুয়ারি।। প্রতিদিন রাজ্যে মূল্য প্রায় ১০ থেকে ১২ লক্ষ টাকা গাঁজার রমরমা বাণিজ্য বৃদ্ধি পাচ্ছে। হবে বলে জানিয়েছেন ওসি। তবে এরই মধ্যে পুলিশের সফলতা লরিটির নম্বর প্লেট তিন রকম। যে নম্বর প্লেট গাড়িতে লাগানো আছে অব্যাহত হয়েছে। গোপন খবরের ভিত্তিতে বৃহস্পতিবার সাতসকালে সেটি ভূয়ো নম্বর। পুলিশি জেরায় চালক স্বীকার করেছে তাদের গাড়িতে যানবাহনে তল্লাশি চালিয়ে গাঁজা উদ্ধার করতে সক্ষম হয় পুলিশ। সব সময় তিনটি নম্বর প্লেট থাকে। ঘটনার বিবরণে জানা যায়, ত্রিপুরা পার হয়ে গেলে অসমের নম্বর বিশ্রামগঞ্জ থানার পুলিশ বিশ্রামগঞ্জ প্লেট লাগানো হয় ও অসম পার হয়ে থানার সামনে জাতীয় সড়কে গেলে শিলিগুড়ির নম্বর প্লেট যানবাহন চেকিংয়ে বসে। এমন সময় লাগানো হয়। চালক বিহারের। পিবি ১৩ইউ ৯৮৪৩ নম্বরের একটি লরি চালকের নাম এমডি খুশনুর ১২ চাকার লরি দ্রুতগতিতে উদয়পুর থেকে আগরতলা দিকে যাওয়ার সময় বিশ্রামগঞ্জ থানার সামনে জাতীয় সড়কে বিশ্রামগঞ্জ থানার পুলিশ আটক করে লরিটিকে। গাড়িটিতে তল্লাশি চালিয়ে গাঁজা উদ্ধার করে পুলিশ। ছোট-বড় মিলিয়ে প্রায় ৩০ প্যাকেট শুকনো গাঁজা উদ্ধার করে। সর্বমোট ২১৫ কেজি গাঁজা উদ্ধার হয়েছে বলে জানান বিশ্রামগঞ্জ থানার ওসি বিদ্যা

🚅 কর্মে যশবৃদ্ধির সম্ভাবনা

জন্য কর্মে অগ্রগতি বজায় রাখা

কঠিন হতে পারে। শরীরের প্রতি

বৃশ্চিক: কর্মক্ষেত্রে আবেগ সংযত

💮 অগ্রসর হতে হবে

অন্যের মতো পরিবর্তন করবে না।

তবে কোন অসুবিধা হবে না।

🗸 করতে হবে। সরকারি

কর্মে নানান ঝামেলার

সম্মখীন হতে হবে।

যত্নবান হওয়া দরকার।

আছে। আর্থিক ক্ষেত্রে

শুভফল। শিল্প সংস্থায়



আলম (৩৫) পিতার নাম এমডি ফরমান। বাড়ি বিহারের মঈনউদ্দিন নগর জেলার সমস্তিপুর থানা এলাকায়। বিশ্রামগঞ্জ থানার পুলিশ লরি চালকের বিরুদ্ধ এনডিপিএস অ্যাক্টে মামলা গ্রহণ করে তদন্ত শুরু করে দিয়েছে।

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি,

টিকা বঞ্চিত শিশুরা, ক্ষোভ

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, বক্সনগর, ২৭ **জানুয়ারি।।** স্বাস্থ্যকর্মীর গাফিলতিতে ভোগান্তির শিকার মায়েদের।পরিষেবা নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেছে গ্রামবাসীরা। ঘটনা সোনামুড়া থানাধীন ময়নামা উপস্বাস্থ্য কেন্দ্রে জানা যায়, বৃহস্পতিবার ০ থেকে ১৬ বছর বয়সীদের টিকাকরণ দেওয়ার সময়সূচি নির্ধারিত করে দেয়া হয়েছিল উক্ত উপস্বাস্থ্য কেন্দ্রের স্বাস্থ্যকর্মীর তরফে। সেই মোতাবেক এদিন সকালে মায়েরা শিশুদের নিয়ে উপস্বাস্থ্য কেন্দ্রটিতে চলে আসে। দীর্ঘ সময় দাঁড়িয়ে থাকার পরও উক্ত উপস্বাস্থ্য কেন্দ্রে কর্মরত এম পি ডব্লিউ কর্মী উপস্থিত হননি। যার ফলে দুর্ভোগের শিকার হতে হয়েছে মায়েদের। আশাকর্মী থেকে শুরু করে এলাকাবাসীরা জানিয়েছেন এর আগেও উক্ত কেন্দ্রের স্বাস্থ্যকর্মী এ ধরনের কাণ্ড ঘটিয়েছেন। সময় দিয়েও টিকাকরণের জন্য তিনি উপস্থিত থাকেন না বলে অভিযোগ করেন। আশাকর্মী জানিয়েছেন, উপস্বাস্থ্য কেন্দ্রের দায়িত্বে রয়েছেন এম পি ডব্লিউ রাকেশ দাস। প্রায়শই এ ধরনের কাণ্ড ঘটান বলে উনার বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠেছে। এছাডা ২৬ জানুয়ারি প্রজাতন্ত্র দিবসের দিনেও পতাকা উত্তোলন করা হয়নি এই উপ-স্বাস্থ্য কেন্দ্রটিতে। ফলে ক্ষুব্র এলাকাবাসীরা। যদিও এ দিনের ঘটনায় উপস্থিত মায়েরা ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। এখন দেখার বিষয়, উক্ত স্বাস্থ্য কর্মীর বিরুদ্ধে ঊধর্বতন কর্তৃপক্ষ কি ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করে।

য় জড়ালেন সম্ৰ

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, ভয় পাচেছন। এই কারণে মিথ্যে ১৩২/২০২১। **আগরতলা, ২৭ জানুয়ারি।।** মামলায় আমাদের জড়িয়ে দণ্ডবিধির ১৪৯, ২৬৯, ৪২৭ ধারা আরও এক মামলায় জড়ালেন দিচেছন। ছাত্রদের জন্য এনএসইউ আই 'র সভা পতি সম্রাট রায়। পুলিশের ডাক পেয়ে তিনি হাজির হন পশ্চিম থানায়। বৃহস্পতিবার থানায় হাজির হয়ে সম্রাট জানান, কি অপরাধে আমাকে ডাকা হয়েছে এটাই বুঝি না। আমি জেলে যেতে ভয় পাই না। মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব

গণতান্ত্রিক লড়াই আমরা করে যাবো। এসব মামলায় আমরা ভয় পাই না। জানা গেছে, গত বছরের ৩ আগস্ট সম্রাট রায়ের বিরুদ্ধ পশ্চিম থানায় হতে নোটিশ দিয়েছিলেন। বেসরকারি সম্পত্তি নম্ভ করার তাকে বৃহস্পতিবার থানায় অভিযোগে একটি মামলা জমা জিজ্ঞাসাবাদও করেন পুলিশের পডে। এই মামলার নন্দর এই সাব ইনসপেকটর।

এবং ব্যক্তিগত সম্পত্তি নষ্ট করার আলাদা আইনে মামলা নেওয়া হয়েছে। এই মামলাতেই পশ্চিম থানার সাব ইন্সপেকটর তপন চন্দ্র দাস সম্রাটকে থানায় হাজির

উল্টে গেল কয়লা বোঝাই ট্রিপার

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, এবং ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা বোঝাই ট্রিপার উল্টে যায় জাতীয় সড়কে। তবে অঙ্গের জন্য রক্ষা অন্য যান চালকরা। বৃহস্পতিবার রাত সাড়ে ৭টা নাগাদ চড়িলাম দ্বাদশ শ্রেণি বিদ্যালয়ের সামনে টিআর০১এইচ১৬০৭ নম্বরের কয়লা বোঝাই ট্রিপার উল্টে যায়। টি পারটি উদয়পুর থেকে আগরতলার দিকে আসছিল। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, অন্য একটি গাড়িকে পাশ দিতে গিয়ে ট্রিপারটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উল্টে যায়। জাতীয় সড কেরে উপর ট্রিপার উল্টে যাওয়ায় ব্যাপক যানজটের সৃষ্টি হয়। দুর্ঘটনায় অল্পবিস্তর আঘাত পান ট্রিপার চালক। সবচেয়ে অবাক করার বিষয়, প্রায় দেড়ঘন্টা পর পুলিশ

চড়িলাম, ২৭ জানুয়ারি।। কয়লা ঘটনাস্থলে আসেন। ততক্ষণ বিপত্তি দেখা দিতো। কারণ, ওই পর্যন্ত স্থানীয় নাগরিকরাই সময়ে বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী যানজট নিয়ন্ত্রণের জন্য চেষ্টা পেয়েছেন টিপার চালক-সহ চালিয়ে যান। স্থানীয়দের মতে, শিক্ষ ক - শিক্ষি কাবাও যদি দিনের বেলায় দুর্ঘটনা

ঘটতো তাহলে আরও বড়সড় থেকে শুরুঃ আসা-যাওয়া করেন।



ডারলেস সরকার ঃ জী

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা,২৭ জানুয়ারি।।বর্তমান সরকারকে রাডারলেস সরকার বলে কটাক্ষ করলেন সিপিআইএম রাজ্য সম্পাদক জীতেন চৌধুরী। এই সরকার উত্তরের দিকে যেতে বললে দক্ষিণে যায়, পশ্চিমে যেতে বললে পূবে গিয়ে পৌঁছে। জীতেন চৌধুরীর ভাষায় এই সরকারের কোনও দিক নাই। দিশাও নাই। প্রসঙ্গত, বৃহস্পতিবার ভিসি মুডে সিপিআইএম রাজ্য কমিটির বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠক শেষে সাংবাদিক সম্মেলনে বৈঠকের নির্যাস তুলে ধরেন সিপিআইএম রাজ্য সম্পাদক জীতেন চৌধুরী। দশর্থদেব ভবনে সাংবাদিক ও সাংগঠনিক কর্মসূচি গৃহীত হয়েছে। গত ৬ ডিসেম্বর রাজ্য কমিটির বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। ৫৩ দিনের মাথায় এদিনের বৈঠকে ৭৮ জন ভিসি মুডে অংশগ্রহণ করেন।

৪ জন অসুস্থ বলে রাজ্য কমিটির বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বেগ

বৈঠক বয়কট করেছেন। সকলেই প্রকাশ করেছেন। পুরো ঘটনাবলী তলে ধরতে গিয়ে জীতেন চৌধরী বলেছেন, নভেম্বর মাসে অভূতপূর্ব সম্মেলনে কথা বলতে গিয়ে আন্দোলনের কাছে নতিস্বীকার জীতেন চৌধুরী বলেছেন, এদিনের করেছেন দেশের প্রধানমন্ত্রী। তবে যেভাবে প্রচার হচ্ছে তার সাথে অভিযোগ আনলেন জীতেন তার পরও সংসদে কৃষি আইন বাতিল হলেও বাকি প্রতিশ্রুতি নেতৃত্ব মুখ্যমন্ত্রীর সাথে দেখা পালন করেননি প্রধানমন্ত্রী। তাই এই সময়ের মধ্যে বিশ্বাসঘাতকতা করার অভিযোগ তুলে প্রধানমন্ত্রীকে পরি ফেবা, সেই অর্থ 'মান'

করা যাবে ওই একই নয়টি

সংখ্যা। সফলভাবে এই ধাঁধাটি

যুক্তি এবং বাদ দেওয়ার

প্রক্রিয়াকে মেনে পুরণ করা যাবে।

সংখ্যা ৪১৭ এর উত্তর

6 2 5 4 9 8 3 1 7

8 7 9 3 6 1 2 5 4

3 1 4 5 2 7 9 8 6

4 8 1 9 5 6 7 3 2

2 6 7 8 4 3 5 9 1

5 9 3 7 1 2 4 6 8

9 3 6 1 7 4 8 2 5

1 4 8 2 3 5 6 7 9

7 5 2 6 8 9 1 4 3

অর্থনৈতিক বিষয়ক সম্মেলনের তথ্য তুলে ধরে জীতেন চৌধুরী বলেন, এই কোভিড পরিস্থিতিতে ৮৪ শতাংশ ভারতীয়'র আয় কমেছে। ধনী ও গরিবের মধ্যে ব্যবধান কমেছে। এই দেশের গরিব আরও গরিব হয়েছে। সবমিলিয়ে জীতেন চৌধুরীর দাবি, দেশের পরিস্থিতির সাথে রাজ্যের পরিস্থিতিও ভালো নয়। 'অব্যবস্থা' চলছে। শুধু তাই নয়, আয়োজন চলছে তাতে পাহাড়ের বর্তমান করোনা পরিস্থিতিতে রাজ্যে স্বাস্থ্যহানির ঘটনাই ঘটছে ইঙ্গিতে তিপ্রা মথা এবং তাই নয়, মৃত্যু মিছিল চলছে। বিজেপিকে এক মঞ্চে রেখে কোভিড আক্রান্তের সংখ্যা এক খুমুলুঙ ও আমবাসার অনুষ্ঠানে লক্ষ ছুঁই ছুঁই। শুধু তাই নয়, লক্ষ লক্ষ টাকা সরকারি খরচের বাস্তবের মিল নেই। বামফ্রন্ট চৌধুরী। এদিনের রাজ্য কমিটির করে বক্তব্য রেখেছিলো। কিন্তু এখনও বহু জায়গায় স্বাস্থ্য

কমিটি। এই সময়ের মধ্যে বিশ্ব

কাঠগড়ায় তুললো সিপিএম রাজ্য বাড়েন। শুধু তাই নয়, এই সময়ের মধ্যে এডিসি এলাকার পরিস্থিতি নিয়েও সিপিএম আলোচনা করেছে। যথা সময়ে ভিলেজ কমিটির নির্বাচন না হলে অর্থ কমিশনের অর্থ বন্ধ হয়ে যাবে। কটাক্ষের সুরে জীতেন চৌধুরী বলেন, কেউ ইন্ডিজিনাস ফেস্টিভাল পালন করছে, আবার কেউ আজাদি কা অমৃত মহোৎসব পালন করছে। যেভাবে শিল্পীদের এনে প্রতিযোগিতামূলক এই ক্ষুধা মেটাতে পারবে না। আকারে বৈঠকে সিপিআইএম আলোচনায় সিদ্ধান্ত নিয়েছে, রাজ্যের পরিস্থিতি নিয়েই তারা আগামীতে আন্দোলন সংগঠিত করবে।

আগরতলা, ২৭ জানুয়ারি।। বিকল্পের খুঁজে নতুন ভাবনায় এবার কর্মে ঊর্ধ্বতনের সঙ্গে প্রীতিহানির | ব্যবসায়ে উন্নতির যোগ আছে। যুক্ত হলো উদ্ভিদজাত বিকল্প মৎস্য খাদ্যজাত প্রকল্প। প্রযক্তির ব্যবহারে ধনু : দিনটিতে কর্মে এই প্রক্রিয়া এখন রাজ্যেও বাধা-বিদ্মের মধ্যে সম্প্রসারিত হচ্ছে। গোটা আয়োজনের প্রেক্ষাপটে বলা নানা কারণে প্রতিদ্বন্দ্বিতার মধ্যে ¦ সরকারি কর্মচারীদের দায়িত্ব বৃদ্ধির হয়েছে, মৎস্য মহাবিদ্যালয় সম্ভাবনা ব্যবসায়ীদের হঠাৎ কোন লেমুছড়া ও রাজ্যের অপেক্ষাকৃত শুভ ফল । সমস্যা বা ভুল সিদ্ধান্তের জন্য পাওয়া যাবে। অকারণে ! ক্ষতি বাঝামেলায় জড়িয়ে পড়তে সমস্যা বা ভুল সিদ্ধান্তের জন্য বায়োটেকনোলজি ডিরেক্টোরেটের যৌথ প্রচেষ্টায় মৎস্য চাষে ব্যয় বহুল দুশ্চিন্তা এবং অহেতুক কিছু সমস্যা । পারেন। দিনটিতে সতর্ক প্রথাগত খাদ্যের বিকল্প হিসেবে উদ্ভিদজাত খাদ্য তৈরির এবং তা মকর: সরকারি কর্মে চাপ ও থেকে স্বনির্ভরতা অর্জনের লক্ষ্যে কর্কট : কর্মসূত্রে দিনটিতে | দায়িত্ব বৃদ্ধি। ঊধর্বতনের সঙ্গে একটি প্রকল্পের সূচনা হয় গত ২৫ জ্ঞানীগুণীজনের সান্নিধ্য লাভ ও | মতানৈক্য ও প্রীতিহানির লক্ষণ জানুয়ারি ২০২২-এ। মাছ চাষের আছে। কর্মস্থান বা কর্ম ক্ষেত্রে উৎপাদনের ৫০ থেকে ৭০ পরিবর্তনেরও যোগ আছে। এর ফলে ভিত্তি বিদ্ধান শতাংশ খরচে মাছের খাবারের জন্য ব্যয় হয়। এই খাদ্য তৈরির মূল মানসিক চাপ ও দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি উপকরণ হলো খৈল, ভুটা, ভূষি, পাবে। নিজের পরিকল্পনাকে সয়াবিন, শুকনো মাছ ইত্যাদি যার বাজার মূল্য প্রতিনিয়ত বৃদ্ধি পাচ্ছে। এতে যে শুধু মাত্র লাভের কৃম্ভ: প্রশাসনিক কর্মে যুক্ত মাত্রা কমছে তা নয় বরং ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক মৎস্য চাষিদের ক্ষেত্রে আওতায় আনা হবে। এক্ষেত্রে মৎস্য সঠিক পরিমান মাছের খাদ্য চাষিদের প্রয়োজনীয় উলফিয়া জোগাড় করা নাগালের বাইরে ভাব শুভ। ব্যবসায়েও যাচেছ। এই সমস্যা সমাধানের ইত্যাদি সাহায্য প্রদান করা হবে। এই লাভবান হবার লক্ষণ লক্ষ্যে উলফিয়া গ্লোবোসা নামক একটি জলজ উদ্ভিদকে সনাক্ত করা হয়েছে যা সারা বছর উৎপাদন করা দ্রুত। রাজ্যের তা পমাত্রা এবং যায় এবং এই উলফিয়া প্রচুর পরিমান প্রোটিন (৪০ শতাংশ পর্যন্ত), খনিজ পদার্থ, স্টার্চ এবং ভিটামিন সমুদ্ধ একটি খাদ্য চারা রোপণ করা হবে যা প্রথমে ১০ উপাদান। এই খাদ্য উপাদানটি

শনাক্তকরণে বিশেষ ভূমিকা নেন

মৎস্য মহাবিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড.

অরুণ প্যাটেল। এই উলফিয়াকে

লক্ষ্যে রাজ্যের বায়োটেকনোলজি

৩ বছর মেয়াদি একটি প্রকল্প হাতে নেয়। এই প্রকল্পের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হয় মৎস্য মহাবিদ্যালয়ের কনফারেন্স হলে গত ২৫ জানুয়ারি। এই ক্ষেত্রে রাজ্যের নির্বাচিত মৎস্য চাষীদের যারা ইতি মধ্যেই বায়োটেকনোলজি দফতরের বায়ো ভিলেজে প্রকল্পের আওতাধীন তাদেরকে এই প্রকল্পের মাধ্যমে উলফিয়াজাত খাদ্য উৎপাদনের উদ্ভিদের চারা এবং পশুলাইনার ক্ষুদ্রতম জলজ উদ্ভিদ উলফিয়ার বংশবিস্তার ও অঙ্গজ বৃদ্ধি অত্যন্ত অন্যান্য পরিবেশ উলফিয়া উৎপাদনের জন্য অত্যন্ত অনুকূল। পন্ডলাইনার এর মাধ্যমে উলফিয়ার দিনের মধ্যেই তোলা যাবে এবং এবং হাতে কলমে এর চাষ পদ্ধতি পার্শ্ববর্তী পুকুরে তা ছড়িয়ে দেওয়া দেখানো হয়। প্রশিক্ষণের শেষে হবে মাছের খাদ্য হিসেবে।পরবর্তীতে চাষিদের মধ্যে উলফিয়াজাত মৎস্য প্রত্যেক ২-৩ দিন অন্তর এই উলফিয়া মাছের খাদ্য হিসেবে জনপ্রিয় করার সংগ্রহ করা হবে এবং পুকুরে মাছের পরবর্তী পর্যায় চাষিদের জলাশয়ে

খাদ্য হিসেবে ছড়িয়ে দেওয়া হবে। এর প্রয়োগ করা হবে।

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, কদমতলা, ২৭ জানুয়ারি।। শ্রাদ্ধানুষ্ঠান থেকে ফেরার পথে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গভীর খাদে পড়ে যায় গাড়ি। যার ফলে আহত হন ১৭ জন যাত্রী। বৃহস্পতিবার দামছড়ার রায়চন্দ্রপাড়ায় প্রায় ১২০ ফুট নিচে গাড়ি পড়ে যাওয়ার খবর পেয়ে স্থানীয় লোকজন ছুটে আসেন। আহতদের উদ্ধার করে তড়িঘড়ি দামছডা হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়। ১৭ জনের মধ্যে ৬ জনের আঘাত গুরুতর। তাই তাদেরকে ধর্মনগর জেলা হাসপাতালে রেফার। করা হয়। আহতদের বাড়ি অসমের হাইলাকান্দির রাইফেলখিল এলাকায়। তারা সবাই দামছডার ডাক্তারদোয়ার এলাকায় শ্রাদ্ধানুষ্ঠানে। এসেছিলেন। সেখান থেকে ফেরার পথে এএস২৪এসি২৯৬৪ নম্বরের গাডিটি খাদে পড়ে যায়। তাতে চালক-সহ ১৭ জন আহত হন। খবর পেয়ে দামছড়ার পুলিশ এবং অগ্নিনির্বাপক দফতরের কর্মীরা ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন। তারা আহতদের উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে আসেন। যাদের আঘাত গুরুতর তারা হলেন- বুসানবতী রিয়াং, কালংকা রিয়াং, খণেন্দ্র রিয়াং, মণিরুং রিয়াং, ধামনিক রিয়াং এবং রাজপ্রসাদ রিয়াং। বাকি ১১ জনের চিকিৎসা চলছে দামছড়া হাসপাতালে। স্থানীয়দের মতে, বৃষ্টির ফলে ওই এলাকার রাস্তা বেহাল হয়ে আছে, সেই কারণেই গাড়িটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে খাদে পড়ে যায়।

বাড়ছে অপরাধ! প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি. আগরতলা, ২৭ জানুয়ারি।। রাজ্যে অপরাধ বাডছে। তথ্য দিয়ে অভিযোগ সিপিআইএম রাজ্য সম্পাদক জীতেন চৌধুরীর। তিনি জানিয়েছেন, গত ৫০ দিনের তথ্যে ২৩টি খুন, ৪৭টি আত্মহত্যা, ৩২টি অস্বাভাবিক মৃত্যু, ৫টি ধর্ষণ ও গণধর্ষণ, ১১টি শ্লীলতাহানি, ৪টি অপহরণ ও বহু চুরির ঘটনা ঘটেছে। রাজ্যের সামগ্রিক পরিস্থিতি তুলে ধরে তিনি পুলিশের ভূমিকা নিয়েও ক্ষোভ

প্রকাশ করেছেন। তিনি বলেছেন.

পুলিশকে শুধু লেলিয়ে দেওয়া হয়।

কারণ, কোথাও যদি সরকারের

অন্যায়ের প্রতিবাদ করে কর্মসূচি করা

হয় সেখানে পুলিশ মামলা গ্রহণ করে। বর্তমানে বিরোধী দলনেতা থেকে শুরু করে অনেকেই এখন আদালতে যাচ্ছে। আসলে বর্তমানে পুলিশ নেতাদের কথায় কাজ করছে। ধাঁধাটি সমাধান করতে প্রতিটি ফাঁকা ঘরে ১ থেকে ৯ ক্রমিক সংখ্যা ব্যবহার করতে হবে। প্রতিটি সারি এবং কলামে ১ থেকে ৯ সংখ্যাটি একবারই ব্যবহার করা যাবে। নয়টি ৩ X ৩ ব্লুকেও একবারই ব্যবহার

ক্রমিক সংখ্যা — ৪১৮												
8	3		2			4		9				
2	7	4			1		6	3				
	6		7	4		1	2	8				
		7	1				4	5				
		6	5	3	8	7	1	2				
	2	5			7							
	9	3			4							
		8			5	6						
								1				

সম্ভাবনা। সরকারি কর্মে বাধা-বিম্নের লক্ষণ আছে, তবে ব্যবসায়ে লাভবান হবার সম্ভাবনা আছে। প্রণয়ে আবেগ বৃদ্ধি যেহেতু 📘 মনোকস্টের যোগ আছে। সিংহ: প্রফেশন্যাল লাইনে আর্থিক | ব্যক্তিদের কর্মতৎপরতা বৃদ্ধি উন্নতির যোগ আছে। | পাবে।সরকারিভাবে কর্মেউন্নতির আর্থিক ক্ষেত্রে। আয়-ব্যয়ের ভারসাম্য থাকবে। 🛭 চাকরিস্থলে নিজের দক্ষতা বা i

পরিশ্রমে কিছুটা স্বীকৃতি পাওয়া । আছে। প্রণয়ে আগ্রহ বৃদ্ধি পেতে যাবে। তবে সহকর্মীর দ্বারা সমস্যা 🖁 পারে। বা ক্ষতির সম্ভাবনা। স্বাস্থ্য নিয়ে । মীন: পারিবারিক ব্যাপারে ব্যস্ততা চিন্তিত হতে পারেন। কন্যা: দিনটিতে চাকরিজীবীরা

অতিরিক্ত মানসিক চাপ এবং l দায়িত্ব বৃদ্ধিজনিত কারণে অধিক উৎকণ্ঠা ও দুশ্চিন্তায় থাকবেন।ব্যবসায়ে লাভবান হবার

যোগ আছে।

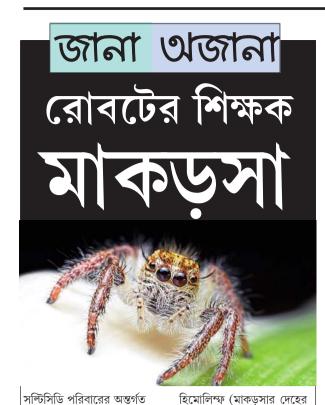
🚜 যোগ আছে। আর্থিক বৃদ্ধি পাবে। প্রশাসনিক কর্মে

কিছুটা বাধা বিঘ্নের সম্মুখীন হতে পারেন। শত্রু থেকে সাবধান থাকবেন। খনিজ

দ্রব্যের ব্যবসায়ে লাভবান হওয়ার দিন প্রণয়ে শুভ ফল লাভ সম্ভব নয় তুলা : সরকারি কর্মে ঊর্ধ্বতনের | সন্তানের বিদ্যা ক্ষেত্রে আশানুরূপ সাহায্য পাওয়ার সম্ভাবনা আছে। | ফল লাভে বিঘ্ন হতে পারে।



সাধারণত বিভিন্ন কার্প, রুই, কার্ফু, গ্রাসকার্প, মুগেল উলফিয়াজাত উদ্ভিদকে খাদ্য হিসেবে বিশেষ পছন্দ করে। ইতি মধ্যেই এর পরীক্ষামূলক চাষ সফল ভাবে করে এর প্রয়োগ করা হয়েছে। দেখা গেছে প্রথাগত খাদ্যের ৫০ শতাংশের সঙ্গে ৫০ শতাংশ উলফিয়াজাত খাদ্য প্রয়োগ করলে মাছের সার্বিক বৃদ্ধি এবং তার গুণগত মান তাৎপর্যপূর্ণভাবে বৃদ্ধি হয়। এই প্রকল্প উদ্বোধনে মৎস্য মহাবিদ্যালয়ের ডিন ড: রতন সাহা, অধ্যাপক এ প্যাটেল এবং বায়োটেকনোলজি ডিরেক্টরেটের সিনিয়র সাইন্টিফিক অফিসার এ সেনগুপ্ত, প্রজেক্ট অফিসার দারসু চাকমা এবং দফতরের অন্যান্য আধিকারিকরা ছাড়াও নির্বাচিত মৎস্য চাষিরা উপস্থিত ছিলেন। মৎস্য চাষিদের এই প্রকল্পের বিস্তারিত কাজ এবং উলফিয়া চাষের বিভিন্ন প্রক্রিয়া সম্বন্ধে আলোচনা করা হয় খাদ্য বিতরণ করা হয়। এই প্রকল্পের



বিশেষ ধরনের রক্তকে এই

নামে ডাকা হয়)। ধারণা করা

বল মাংসপেশির সঙ্গে কাজ

সাহায্য করে। যদিও

হয়নি।

দিকে।

করে, যা তাকে উঁচুতে উঠতে

হিমোলিস্ফের অবদান এখনো

সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত

মাকড়সার চোখও লাফাতে

সাহায্য করে। মাকডসার কিন্তু

দু-একটি চোখ নয়, মাঝে দুটি

বড় বড় চোখ, মাথার দুই পাশে

আরও দুটি চোখ, আরও চারটি

পেছনে! এতগুলো চোখ দিয়ে

তবেই পা বাড়ায় দীর্ঘ লাফের

এখন প্রশ্ন হলো স্পাইডারবট

আমাদের কী কাজে লাগবে?

এখনকার সাধারণ রোবট কেবল

মাটির ওপর নিরীহভাবে দাঁড়িয়ে

থাকতে পারে। কিছু কিছু হাঁটতে

পারে ঠিকই, কিন্তু সামনে বাধা

পড়লে তা ডিঙিয়ে যাওয়ার

জায়গাতেই অচল হয়ে পড়ে

রোবট। আবার মানুষও সামনে

বাধা এলে লাফ দিয়ে বেশি দূর

বাধা-বিপত্তি পার হয়ে কোনো

ঝুঁকিপূর্ণ বা জটিল কাজ

যেতে পারে না। তাই বড় কোনো

রোবটকে দিয়ে করিয়ে নেওয়ার

জন্য কিম মাকড়সাদের সাহায্য

নিতে হচ্ছে। তাদের লাফের

বসিয়েছিলেন ত্রিমাত্রিক সিটি

(কম্পিউটেড টমোগ্রাফি) স্ক্যান

গবেষকেরা এখনো পারদর্শী হয়ে

চালানোর আগেই ধ্বংস হয়ে যায়

ত্রিমাত্রিক সিটি স্ক্যান সিস্টেমটি।

এখনো চলছে কঠোর গবেষণা।

তবে বিজ্ঞানীরা দমে যাননি.

ভবিষ্যতে হঠাৎ ছোট ছোট

মাকড়সাবট আপনার দিকে

লাফিয়ে লাফিয়ে তেড়ে এলে

অবাক হওয়ার কিছু থাকবে না।

বিজ্ঞানীরা আশা করছেন, এই

দর্দমনীয় স্পাইডারবট বা

গন্তব্যে পৌছাল

জেমস ওয়েওয়েব

উঠতে পারেননি। তাই পরীক্ষা

মেকানিজম জানার জন্য

চারপাশে বিজ্ঞানীরা

তবে এত জটিল

ইলেকট্রনিকসের কার্ডে

ক্ষমতা তাদের নেই। ওই

চোখ আছে মাথার ওপর ও

চারদিক সতর্কভাবে দেখে

হয়, হিমোলিস্ফের হাইড্রোলিক

মাকড়সারা দীর্ঘ লাফ দেওয়ায় বেশ পারদর্শী। বিজ্ঞানীরাও তাদের লাফ দেওয়ার কৌশলের ওপর বিশেষ আগ্রহী। তাদের দেহের গঠন লাফিয়ে চলার জন্য উপযোগী। যেমন শরীর অনেক খণ্ডে বিভক্ত, ওজনে হালকা আর চোখের দৃষ্টিও প্রবল। সার্বিক চেহারা বেশ মায়াবী মনে হলেও শিকার ও আত্মরক্ষার জন্য তারা প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সেনাদের মতোই লাফ দিতে পারে। এক লাফেই তারা নিজের শরীরের দৈর্ঘ্য থেকে ছয় গুণ বেশি দূরত্ব পাড়ি দিতে পারে। যেখানে মানুষ নিজের দৈঘর্ট্যর মাত্র ১.৫ গুণ বেশি দূরত্ব এক লাফে অতিক্রম করে। মানুষ শত অনুশীলনেও এত দীর্ঘ দূরত্বে লাফ দিতে পারবে না। আর মানুষ যা করতে পারে না, তা কম্পিউটারে বা রোবটকে দিয়ে করানোর একটা চেষ্টা লক্ষ করা যায়। এখানেও তাই। যুক্তরাজ্যের ম্যানচেস্টার বিশ্ববিদ্যালয়ের একদল বিজ্ঞানী মাকড়সার এই বিশেষ শারীরিক দক্ষতাকে ইঞ্জিনিয়ারিং কলাকৌশলের মাধ্যমে রোবটের মাঝে স্থাপন করার চেষ্টা করছেন। তাঁরা এ ক্ষেত্রে একধরনের রাজকীয় মাকড়সার প্রজাতিকে অনুসরণ করছেন, যার বৈজ্ঞানিক নাম ফিডিপ্পাস রেজিয়াস। বিজ্ঞানীরা একে 'কিম' নামে ডাকেন। ম্যানচেস্টার বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানী রাসেল গারউড, কিম মাকড়সার এই দীর্ঘ লাফের পেছনে গতি বিদ্যার প্রভাব ব করেছেন। এক লাফে ৩০ মিলিমিটার অতিক্রম করার সময় যে কোণে লাফ শুরু করে, ৬০ মিলিমিটার অতিক্রম করার সময় কৌণিক ডিগ্রির পরিবর্তন হয়। লাফ দেওয়ার সময় কিম মাকড়সার মাংসপেশি বিশেষভাবে সংকুচিত হয়, যা অন্য সাধারণ মাকড়সার থেকে আলাদা। মাংসপেশির পাশাপাশি কাজ করে

অপেক্ষার পর পুনরায় টাটার হাতে ফিরলো এয়ার ইন্ডিয়া

नशामिक्सि, २० जानुशाति।। ঔপচারিকতা শেষ। এয়ার ইন্ডিয়া ফিরল টাটার ঘরে। বৃহস্পতিবার সম্পন্ন হল হস্তান্তর প্রক্রিয়া। সাত দশক বাদে 'মহারাজা'-কে ফিরে পেয়ে উচ্ছ্বসিত টাটা গোষ্ঠীও। আনুষ্ঠানিক ভাবে হস্তান্তর প্রক্রিয়া শেষের আগে বৃহস্পতিবার সকালে টাটা গোষ্ঠীর চেয়ারম্যান এন চন্দ্রশেখরণ দেখা করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে। গত বছর অক্টোবরে এয়ার ইন্ডিয়াকে ১৮ হাজার কোটি টাকার বিনিময়ে টাটা গোষ্ঠীর অনুসারি সংস্থা টালাস প্রাইভেট লিমিটেডকে বিক্রি করে কেন্দ্রীয় সরকার। এরপর থেকেই শুরু হয়ে যায় বিক্রির সঙ্গে যুক্ত অন্যান্য প্রক্রিয়া। চুক্তি অনুযায়ী, এয়ার ইন্ডিয়ার পাশাপাশি এয়ার ইন্ডিয়া এক্সপ্রেস এবং এয়ার ইন্ডিয়া স্যাটস ('গ্রাউন্ড হ্যান্ডেলিং' বা উড়ান বাদে অন্যান্য বিষয় সামলানো হয় যে সংস্থাকে দিয়ে)-এর ৫০ শতাংশ শেয়ারও টাটা গোষ্ঠীর অনুসারি সংস্থার কাছে হস্তান্তর হয়। বৃহস্পতিবার শেষ হল ১০০ শতাংশ শেয়ার হস্তান্তর প্রক্রিয়া এবং সেই সঙ্গে পরিচালন ক্ষমতা সম্পূর্ণভাবে তুলে দেওয়া হল টাটা গোষ্ঠীর হাতে। ফলে এয়ার ইন্ডিয়া নিয়ে টাটা গোষ্ঠীর সঙ্গে সরকারের লেন-দেন আনুষ্ঠানিকভাবে সমাপ্ত হল। এর মধ্যেই বিপুল লোকসানে চলা এয়ার ইন্ডিয়ার পুনরুজ্জীবনে

শর্তসাপেক্ষে খোলাবাজারে কোভিশিল্ড, কোভ্যাক্সিন

নয়াদিল্লি, ২৭ জানুয়ারি।। এবার খোলা বাজারেই মিলবে করোনা ভ্যাকসিন। কোভিশিল্ড, কোভ্যাক্সিন ভারতের তৈরি দু'টি টিকা বিক্রিতে অনুমোদন দিল ড্রাগ কন্ট্রোলার জেনারেল অফ ইন্ডিয়া। বেঁধে দেওয়া হয়েছে দামও। কয়েকটি প্রক্রিয়া শেষে শর্তসাপেক্ষে ওযুধের দোকানে মিলবে কোভিড টিকা। তবে কবে থেকে এবং কী কী শর্ত মেনে বিক্রি করা যাবে কোভিশিল্ড, কোভ্যাক্সিন, তা এখনও অজানা। ডিসিজিআই সূত্রে খবর, শর্ত সাপেক্ষে হাসপাতাল, ক্লিনিকে মিলবে করোনা টিকা। পাওয়া যাবে ওষুধের দোকানগুলিতেও, তবে এখুনি নয়। ৬ মাসের মধ্যে ওযুধের দোকানেও চলে আসবে কোভিশিল্ড, কোভ্যাক্সিন। সূত্রের আরও খবর, এ নিয়ে দীর্ঘ আলোচনার পর গত ১৯ তারিখ এই সংক্রান্ত বিশেষজ্ঞ কমিটি কোভিড ভ্যাকসিন বিক্রির সিদ্ধান্তে সিলমোহর দেয়।এরপর বৃহস্পতিবার তা ঘোষণা করে ডিসিজিআই। এদিন কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী মনসুখ মাগুব্য সাংবাদিক সম্মেলনে জানিয়েছেন, জরুরি ভিত্তিতে এবং কয়েকটি শর্ত মেনে দেশের প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য বিক্রি করা যাবে। সেন্ট্রাল ড্রাগস স্ট্যান্ডার্ড কন্ট্রোল অর্গানাইজেশন এই সংক্রান্ত নিয়মকানুন

একত্রে কাজ করতে উন্মুখ ঃ হাসিনা

মাছুম বিল্লাহ, ঢাকা, ২৭ জানুয়ারি ।। বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, একটি শান্তিপূর্ণ ও সমৃদ্ধ অঞ্চল গড়ে তোলার অভিন্ন লক্ষ্য বাস্তবায়নের জন্য বাংলাদেশ আগামী ৫০ বছর এবং বেশি সময় ধরে ভারতের সঙ্গে কাজ করতে আগ্রহী। বধবার ভারতের গণতন্ত্র দিবস উপলক্ষে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে পাঠানো এক বার্তায় তিনি বলেন, '২০২১ সালটি বাংলাদেশ-ভারতের সম্পর্কের ক্ষেত্রে একটি ঐতিহাসিক বছর। এ উপলক্ষে দু'দেশের সম্পর্কের বার্ষিকী যুগান্তকারী অনুষ্ঠান ও সর্বোচ্চ পর্যায়ের সম্প্রক্ততার মধ্য দিয়ে উদযাপন করা হয়েছে। ভারতের গণতন্ত্র দিবস উপলক্ষে বাংলাদেশ সরকার, জনগণ ও নিজের পক্ষ থেকে শেখ হাসিনা ভারতের প্রধানমন্ত্রী ও জনগণকে উষ্ণতম শুভেচ্ছা ও আন্তরিক অভিনন্দন জানান। প্রধানমন্ত্রী বাংলাদেশের জাতির পিতা বঙ্গবন্ধ শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী, স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী ও বাংলাদেশ-ভারতের কূটনৈতিক সম্পর্কের ৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের জন্য ২০২১ সালের মার্চ মাসে নরেন্দ্র মোদির ঢাকা সফরটি কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করেন। তিনি আরও বলেন, 'আপনার সহৃদয় উপস্থিতি এই অনুষ্ঠানগুলো উদ্যাপনে বাড়তি উদ্দীপনা যোগ করেছিল এবং আমাদের দু'দেশের মধ্যকার বিদ্যমান চমৎকার দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ককে আরও সুদৃঢ় ও জোরদার করেছে।' শেখ হাসিনা ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধে ভারত সরকার ও জনগণের সমর্থনের কথা কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করে 🔹 এরপর দুইয়ের পাতায়

এরপর দুইয়ের পাতায়

ভোট বড় বালাই! উত্তরপ্রদেশে ডোর টু ডোর প্রচারে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ।

৯০০ পয়েন্ট পড়লো শেয়ার বাজার, নিফটিতেও বড় ধাক্কা

মুম্বই, ২৭ জানুয়ারি।। ফের শেয়ার বাজারে বড় ধাকা। উইপ্রো, ডক্টর রেডিড, এইচডিএফসি ব্যাঙ্ক, টেক ৯০০ পয়েন্ট পড়লো শেয়ার বাজার। বাজেট মাহিন্দ্রা। এদিকে এই মন্দার বাজারেও লাভবান হয়েছে অধিবেশনের আগে বড় ধাক্কা শেয়ার বাজারে। সকাল মারুতি সহ ৩০টি কোম্পানি। ফেডারেল ব্যাঙ্কের থেকেই শেয়ার বাজার মন্দা চলছিল। বেলা বাড়ার সঙ্গে বৈঠকের কারণেই শেয়ার বাজারে এই পতন বলে মনে সঙ্গে পতন শুরু হয় শেয়ার বাজারে। বৃহস্পতিবার সকাল করছেন অর্থনীতিবিদরা। কারণ আজই বৈঠকে বসছে থেকেই একের পর এক ধাক্কা আসতে শুরু করেছিল ফেডারেল ব্যাঙ্ক। তাতে একাধিক বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া শেয়ার বাজারে। দেশের একের পর এক বড় সংস্থাণ্ডলির হবে। সেই সিদ্ধান্ত প্রকাশ্যে না আসা পর্যন্ত শেয়ার পড়তে শুরু করে। বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সেই বিনিয়োগকারীরা তাঁদের শেয়ারে বিনিয়োগ করতে শেয়ার বাজারের পতন ১১০০ পয়েন্ট পড়ে গিয়েছে। সাহস পাচ্ছেন না। সেই কারণেই এই পরিস্থিতি তৈরি গত এক সপ্তাহ ধরেই শেয়ার বাজারের অবস্থা ভাল হয়েছে বলে মনে করছেন অর্থনীতিবিদরা। এদিকে নেই। টাইটান, উইপ্রো, এইচডিএফসি ব্যাঙ্কের মত বড় নিফটির অবস্থাও সকাল থেকে ভাল নয়। সেখানেও সংস্থাগুলির শেয়ার পড়তে শুরু করেছিল। ৯১১ পয়েন্টে লাগাতার পতন হতে শুরু করেছে। শেয়ার হাজার এবং কমে স্থির হয়েছে শেয়ার বাজার। সকালের দিকে ৫৬ নিফটিতে লাগাতার পতনের আরেকটি কারণ হল

'...বিপন্ন গণতন্ত্ৰ', মোদি সরকারের সমালোচনায় প্রাক্তন

উপ-রাষ্ট্রপতি নয়াদিল্লি, ২৭ জানুয়ারি।। ভারতে বিপিন গণতলু, বাড়ছে ধর্মীয় বিভাজন। সাম্প্রতিককালে ধর্মই হয়ে উঠেছে রাজনৈতিক ক্ষমতার উৎস। ৭৩ তম সাধারণতন্ত্র দিবসে जनलाहरन এकि जनुष्ठारन এভাবেই নিজের বক্তব্যে বিতর্ক উসকে দিলেন ভারতের প্রাক্তন উপ-রাষ্ট্রপতি হামিদ আনসারি। বুধবার ইভিয়ান আমেরিকান মুসলিম কাউন্সিলের একটি অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন হামিদ আনসারি। সেখানে তিনি বলেন, ''গত কয়েক বছরে আমরা এক ধরনের প্রবণতা দেখছি, তা হল এতদিনের নাগরিক সরিয়ে জাতীয়তাবাদকে (সংখ্যাগুরুর) সাংস্কৃতিক জাতীয়তাবাদকে প্রতিষ্ঠা দেওয়ার প্রবণতা।" প্রাক্তন উপ-রাষ্ট্রপতি বলেন, সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতে নির্বাচনি সংখ্যাগরিষ্ঠতার প্রাপ্তির চেষ্টা চলছে রাজনৈতিক ক্ষমতা পেতে। ধর্মীয় বিশ্বাসের ভিত্তিতে নাগরিকদের সঙ্গে বৈষম্যমূলক আচরণ করা হচ্ছে। সামনে আসছে অসহিষ্ণু মানসিকতা, একপক্ষের উপর কর্তৃত্ব এরপর দুইয়ের পাতায়

জেল থেকেই মনোনয়ন

আজম খানের

লখনউ, ২৭ জানুয়ারি।। জেল থেকেই সমাজবাদী পার্টির হয়ে মনোনয়ন দেবেন রামপুরের সাংসদ মহম্মদ আজম খান। তিনি এখন সীতাপুর সংশোধনাগারে বন্দি রয়েছেন। সেখান থেকেই তাঁর দলের হয়ে মনোনয়ন পেশ করবেন তিনি। জেলের মধ্যে থেকেই তাকে নির্বাচনে লড়ার অনুমতি দিয়েছে আদালত। জেল অফিসার আর এস যাদব এই প্রসঙ্গে আরও আলোকপাত করে বলেছেন, রিটার্নিং অফিসার এখানে এসে সমস্ত কথা বলে গিয়েছেন, উনি নির্বাচন লড়তে পারেন। এদিকে রামপুরে আজ তার নমিনেশন জমা দেওয়ার কথা। গত ২৩ মাস ধরে জেলে রয়েছেন আজম খান। ১০০ টি'র মতো কেস তাঁর নামে রামপুরের বিভিন্ন থানায় রয়েছে। কিছু কেস কোর্টেও উঠেছে। অনেক কেসেই তিনি বেল পেয়েও গিয়েছেন। তবে জওহর বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্পত্তি নিয়ে কেসটি এখনও তাঁর বিরুদ্ধে। এই কেসটি রয়েছে আজিমনগর পুলিশ স্টেশনে। লখনউয়ে তাঁর নামে আর একটি কেস রয়েছে। সপা তাঁকে এই অবস্থাতেই বিধানসভা নির্বাচনে টিকিট দিয়েছে। তাঁর ছেলেকেও টিকিট দিয়েছে সপা। রামপুরের সুয়ার আসন থেকে আব্দুল আজম লড়বেন সমাজবাদী পার্টির হয়ে। বিশেষজ্ঞরা বলছেন লড়াই জোরদার হতে চলেছে, কারণ রামপুর থেকে নবাব কাজিম কংগ্রেসের টিকিটে লড়বেন আজম খানের বিরুদ্ধে। তাঁর ছেলে হায়দার আলী খান আবার আপনা দলের টিকিটে যে বিজেপির শরিক দল তাদের হয়ে লড়বে আজম খানের ছেলে আব্দুল্লা আজমের বিরুদ্ধে।

চুল কেটে, মুখে কালি মাখিয়ে উল্লাস করতে করতে দিল্লির রাস্তায় হাঁটানো হল গণধর্ষিতাকে!

নয়াদিল্লি, ২৭ জানুয়ারি।। এক গণধর্ষিতাকে অপহরণ করে, তাঁর চুল কেটে, মুখে কালি মাখিয়ে প্রকাশ্য রাস্তায় হাঁটানোর অভিযোগ উঠল এক দল মহিলার বিরুদ্ধে। শুধু হাঁটানোই নয়, এই ঘটনায় উল্লাস প্রকাশ করতেও দেখা গিয়েছে তাঁদের! খোদ রাজধানী দিল্লির বুকে এমন ঘটনায় শিউরে উঠছেন অনেকেই। ঘটনাটি দিল্লির কস্তুরবা নগরের। অভিযোগ, বছর কুড়ির তরুণী গণধর্ষণিতা হন বেআইনি মদের কয়েক জন কারবারির কাছে। সেই তরুণীকেই এ বার এক তরুণের মৃত্যুর জন্য দায়ী করে তাঁর উপর হামলা চালালেন মহিলারা। তাঁর মাথা মুড়িয়ে, গলায় জুতোর মালা পরিয়ে, মুখে কালি লেপে রাস্তায় ঘোরানোর অভিযোগ উঠল ওই মহিলাদের বিরুদ্ধে। দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল এই ঘটনাকে অত্যন্ত নিন্দনীয় বলে উল্লেখ করে টুইট করেন, 'অত্যন্ত লজ্জাজনক ঘটনা। অপরাধীরা এত সাহস পেল কোথা থেকে? কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ এবং লেফটেন্যান্ট গভর্নর অনিল বাইজলকে আর্জি জানাচ্ছি পুলিশকে এ বিষয়ে কঠোর পদক্ষেপ করার নির্দেশ দেওয়ার। না।' গত ১২ নভেম্বর ওই তরুণ আত্মহত্যা করেন। তাঁর মৃত্যুর জন্য বছর কুড়ির এই তরুণীকেই দায়ী করেন মৃতের পরিবার। অভিযোগ, তুলে নিয়ে যান মৃতের কাকা। তাঁকে দাবিও জানানো হয়েছে।"



গণধর্ষণ করা হয়। দিল্লি পুলিশের এক আধিকারিক বলেন, "এটা খুব দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা যে, ব্যক্তিগত শত্রুতার জেরে এক জন মহিলার উপর এভাবে হামলা চালানো হয়েছে। তাঁর যৌন হেনস্থা করা হয়েছে। এই ঘটনায় চার জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে।" এই ঘটনায় সরব হয়েছেন দিল্লি মহিলা কমিশনের চেয়ারপার্সন স্বাতী মালিওয়াল। তিনি বলেন, "২০ বছরের এক তরুণীকে বেআইনি মদের কারবারিরা গণধর্ষণ করেন। দিল্লিবাসী এ ধরনের ঘৃণ্য কাজ এবং তারপর তাঁর মাথা মুড়িয়ে, জুতোর অপরাধকে কখনওই বরদাস্ত করবে মালা পরিয়ে, মুখে কালি মাখিয়ে রাস্তায় হাঁটানো হয়। দিল্লি পুলিশকে এ বিষয়ে নোটিশ দিয়েছি। এই ঘটনার সঙ্গে জড়িত সব অপরাধীকে দ্রুত গ্রেফতারের দাবি জানিয়েছি। ওই তরুণী এর পরই তরুণীকে বাড়ি থেকে এবং তাঁর পরিবারের নিরাপত্তারও

রাজ্যপালের অপসারণ চেয়ে প্রস্তাব আনতে চলেছে তৃণমূল

কলকাতা, ২৭ জানুয়ারি।। রাজ্যপাল জগদীপ ধনখড়ের কার্যকলাপকে এবার জাতীয় পর্যায়ে নিয়ে যেতে চাইছে তৃণমূল। বৃহস্পতিবার তৃণমূলের বর্ষীয়ান সাংসদ সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, তাঁরা এ বিষয়টি সংসদে তুলতে চলেছেন। জগদীপ ধনখড়ের অপসারণ চেয়ে সংসদে প্রস্তাব আনতে চলেছেন তাঁরা। বৃহস্পতিবার বাজেট কৌশল স্থির করতে কালীঘাটে বসেছিল তৃণমূল সাংসদদের বৈঠক। সেখানে হাজির ছিলেন তৃণমূলের সব সাংসদ। সেই বৈঠকে বাজেট রণকৌশল স্থির করার পাশাপাশি কথা হয় বাংলার রাজ্যপালকে নিয়েও। বৈঠক শেষে তণমলের লোকসভার নেতা সুদীপ বলেন, ''রাজ্যপালের ভূমিকা ভয়ঙ্কর পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছে। পরিস্থিতি এমন যে মুখ্যমন্ত্রী মানবাধিকার কমিশন কীভাবে তৈরি করলেন, তা নিয়েও প্রশ্ন তুলছেন। আমাদের মনে হচ্ছে, রাজ্যপালকে রাজ্য সরকারকে বিব্রত করার নির্দেশ দিয়েই পাঠানো হয়েছে। তাঁকে রোডম্যাপ তৈরি করে দেওয়া হয়েছে। আমরা সকলে এই মত পোষণ করেছি, রাষ্ট্রপতি অত্যন্ত সম্মাননীয় ব্যক্তি এবং তিনি নির্বাচিত। কিন্তু রাজ্যপাল একজন মনোনীত পদাধিকারী

হয়েও একটা রাজ্যের দুই তৃতীয়াংশের কাছে পৌঁছে যাওয়া একটি সরকার সম্পর্কে প্রতিনিয়ত যে মনোভাবে প্রতিটি কাজকর্মে হস্তক্ষেপ করছেন, সে সব সম্পর্কে আমাদের আরও বেশি যুক্তি দিয়ে ভাবতে হবে।" লোকসভাতেও রাজ্যপাল প্রসঙ্গ তুলবে তৃণমূল, জানান তিনি। প্রসঙ্গত, মঙ্গলবার বিধানসভা চত্বরে আম্বেদকর মূর্তির নীচে রাজ্যপাল রাজ্য সরকারের দিকে তীব্ৰ আক্ৰমণ শানান। তা নিয়ে সরাসরি আপত্তি জানিয়েছিলেন বিধানসভার অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়। তার ঠিক পরের দিন প্রজাতন্ত্র দিবস উপলক্ষ্যে রেড রোডের অনুষ্ঠানে এসেছিলেন রাজ্যপাল ধনখড। সে দিনও মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে শুকনো নমস্কার বিনিময় ছাড়া বাক্যালাপ হয়নি মখ্যমন্ত্রীর। তারপর দিনই তৃণমূল সাংসদদের বৈঠকে রাজ্যপাল প্রসঙ্গ লোকসভায় তোলার সিদ্ধান্ত। তৃণমূলের লোকসভার নেতা সদীপ আরও জানান, বৃহস্পতিবারের বৈঠকে হাজির ছিলেন রাজ্যসভার সাংসদ তথা গোয়া তৃণমূলের অন্যতম মুখ লুইজিনহো ফেলেইরো। তিনি জানিয়েছেন, কোনও একটি দলের পক্ষে গোয়ায় দুর্দান্ত ফল করা সম্ভব নয়। এই প্রেক্ষিতে তৃণমূলের মতো দলের গুরুত্ব বাড়তে পারে।

হাজারে পৌঁছে গিয়েছিল শেয়ার বাজার। শেয়ার বাজারে করোনা সংক্রমণ। গোটা বিশ্ব জড়েই লাগাতার করোনা এই লাগাতার পতনে সবচেয়ে বেশি ধাকা খেয়েছে সংক্রমণ শুরু হয়ে এরা লড়বেন সুয়ার আসন থেকে। এরপর দুইয়ের পাতায় লাইফ স্টাইল

সদিচ্ছায় সংক্ৰমিত হতে চান?

টিকার কার্যকারিতা বাড়াতে মানবদেহে প্রথম করোনার পরীক্ষা ব্রিটেনে

নভোদুরবিনটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য জেমস ওয়েব নভোদুরবিন। গত ২৫, নভেম্বর ফ্রেঞ্চ গায়ানা পাঠাবে। মহাবিশ্বের প্রথম থেকে আরিয়ান ৫ রকেটে করে গ্যালাক্সির আলোর সন্ধান উৎক্ষেপণ করা হয় এটি। প্রায় করবে জেমস ওয়েব। এ সব এক মাসের যাত্রা শেষে তথ্য থেকে আরও ভালোভাবে নভোদুরবিনটি সফলভাবে জানা যাবে শিশু মহাবিশ্বের গন্তব্যে পৌঁছাল। এখন পর্যন্ত অবস্থা। জেমস ওয়েব এতে কোনো সমস্যা দেখা নভোদুরবিন বানাতে খরচ যায়নি। নাসার বিজ্ঞানী ও হয়েছে প্রায় ১০ বিলিয়ন মার্কিন প্রকৌশলীরা বলছেন, এটি ডলার। দুরবিনটির ওজন প্রায় ৬, বিরাট সাফল্য। ২০০ কেজি। এর মূল দর্পণের জেমস ওয়েবের মূল দর্পণটি আকার ৬.৫ মিটার। নাসা এই উৎক্ষেপণের সময় ভাঁজ করা নভোদুরবিনকে বলছে হাবলের ছিল। প্রায় দুসপ্তাহ আগে উত্তরসূরী। আশা করা হচ্ছে, এটি সফলভাবে এর ভাঁজ খুলেছে। আগামী অন্তত ১০ বছর ধরে আরও প্রায় ছয় মাস সময় গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাঠবে লাগবে খুঁটিনাটি বিভিন্ন দিক পৃথিবীতে। সে আশা পূর্ণ হলে ঠিক করে ছবি তোলার জন্য জেমস ওয়েব হয়ে উঠবে মানব পুরোপুরি প্রস্তুত হতে। তবে ইতিহাসের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ এখন আর খুব একটা ঝুঁকি নভোদুরবিন।

এল২ ল্যাগ্রাঞ্জ পয়েন্ট, মানে গন্তব্যে পৌঁছে গেছে নাসার

> লন্ডন, ২৭ জানুয়ারি।। কোভিডে সংক্রমিত হতে স্বেচ্ছায় এগিয়ে এসেছেন ব্রিটেনের এক দল বাসিন্দা। গবেষকদের ডাকে সাড়া দিয়ে নিজেদের দেহে করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ ঘটাতে রাজি হয়েছেন তাঁরা। ভবিষ্যতে কোভিড টিকার কার্যকারিতা বাড়াতে এই পরীক্ষা শুরু করা হয়েছে বলে দাবি করেছেন অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকরা। এর আগে বিভিন্ন ছোঁয়াচে রোগের ক্ষেত্রে মানবদেহে পরীক্ষা করা হলেও কোভিডের বিরুদ্ধে তা এই

প্রথম বলে জানিয়েছেন তাঁরা। গত এপ্রিল থেকেই ব্রিটেনে এই পরীক্ষা শুরু করা হয়েছে বলে জানিয়েছে অক্সফোর্ড। মঙ্গলবার একটি বিবৃতি দিয়ে ব্রিটেনের ওই বিশ্ববিদ্যালয় জানিয়েছে, চ্যালেঞ্জ ট্রায়াল নামে পরিচিত এই পরীক্ষার ফলে ভবিষ্যতে আরও দ্রুত এবং কার্যকরী কোভিড টিকা তৈরি করতে সাহায্য করবে। ট্রায়ালের জন্য বেছে নেওয়া হয়েছে এমন স্বেচ্ছাসেবকদের যাঁরা আগেই কোভিডে সংক্রমিত হয়েছেন। অথবা তাঁরা কোভিডের দু'টি টিকা

নিয়ে ফেলেছেন। এই মুহুর্তে চ্যালেঞ্জ ট্রায়ালটি প্রাথমিক পর্বে রয়েছে বলে জানিয়েছেন গবেষকরা। মানবদেহে কোভিডের সংক্রমণ ঘটাতে কত পরিমাণ ভাইরাস প্রয়োজন, তা প্রথম পর্বে দেখা হবে। এর পরের পর্যায়ে গবেষকদের লক্ষ্য, ওই সংক্রমণের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ ক্ষমতা গড়ে তুলতে মানবদেহে কত মাত্রায় টি-সেল বা অ্যান্টিবডি জরুরি। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ভ্যাকসিনোলজির অধ্যাপক তথা এই ট্রায়ালের প্রধান হেলেন ম্যাকশেন বলেন,

"করোনা ভাইরাসের হাত থেকে মুক্তি পেতে মানবদেহে কতটা প্রতিরোধ ক্ষমতা জরুরি, তা জানার পর আমরা সেই মাত্রায় অ্যান্টিবডি নতুন কোভিড টিকায় যোগ করতে পারব।" পরীক্ষা চলাকালীন কোভিডে আক্রান্ত হওয়ার ফলে স্বেচ্ছাসেবকদের যাতে জীবনের ঝুঁকি দেখা না দেয়, সেদিকেও লক্ষ্য রাখা হচ্ছে বলে দাবি গবেষকদের। তাঁরা জানিয়েছেন, চ্যালেঞ্জ ট্রায়ালের স্বেচ্ছাসেবক হিসাবে ১৮ থেকে ৩০ বছর বয়সি সুস্থ ও সবলদের বেছে নেওয়া হয়েছে।

পাশাপাশি, তাঁদের বাধ্যতামূলকভাবে অন্তত ১৭ দিনের নিভূতবাসে থাকতে হবে। কোনও উপসর্গ দেখা দিলেও

স্বেচ্ছাসেবকদের মোনোক্লোনাল অ্যান্টিবডি ট্রিটমেন্ট করানো হবে বলেও জানিয়েছেন অক্সফোর্ডের গবেষকেরা।





চমক দিচ্ছে রামকৃষ্ণ ক্লাব

প্রতিপক্ষ বীরেন্দ্র ক্লাব। তারাও

মূলতঃ স্থানীয়দের উপর নির্ভর

জুয়েলস-র কাছেও আটকে গেলো পুলিশ



প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ জানুয়ারি ঃ শক্তিশালী লালবাহাদুর-কে রুখে দিয়ে প্রথম ডিভিশন ফুটবলে অভিযান শুরু করেছিল ত্রিপুরা পুলিশ। ফুটবলপ্রেমীরা বেশ আশান্বিত হয়েছিল এবার হয়তো পুলিশ বাহিনীকে অন্য ভূমিকায় দেখা যাবে। তবে অচিরেই সেই আশায় জল ঢেলে দেয় স্বয়ং পুলিশের ফুটবলাররা। একের পর এক ম্যাচে অতি সাধারণ মানের পারফরম্যান্স করে চলেছে। বৃহস্পতিবার উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে আট দলীয় আসরের দুর্বলতম দল জুয়েলস অ্যাসোসিয়েশনের কাছেও আটকে গেলো পুলিশ। বর্তমানে লিগ

সিনিয়রদের

কন্ডিশনিং ক্যাম্পে

তালিকায় সর্বশেষ স্থানে রয়েছে এই দলটি। অবনমনের আশঙ্কাও প্রবল। এরকম একটি দলের কাছেও আটকে গেলো পুলিশ। দীর্ঘদিন ধরে নতুন ফুটবলার নিয়োগ হচ্ছে না। ফলে এখনও অনেক বয়স্ক ফুটবলারদেরই খেলতে হচ্ছে। পাশাপাশি এই বছর দলের ফিটনেস লেভেল অত্যস্ত খারাপ। যতদূর খবর, পর্যাপ্ত অনুশীলন না করেই এবার ময়দানে নেমেছে পুলিশ ফুটবলাররা। একে তো বয়স দ্বিতীয়তঃ পর্যাপ্ত অনুশীলনের অভাব। এই দুইয়ে মিলে পুলিশ ফুটবলারদের দক্ষতা কেড়ে নিয়েছে। সেটাই চলতি প্রথম ডিভিশনে লিগে দেখা যাচ্ছে। জুয়েলস অ্যাসোসিয়েশনের সঙ্গে

শেষ হয়। ২টি গোল পেয়েছে পুলিশ। তবে খুব আক্রমণাত্মক ফুটবল খেলতে পেরেছে এমন নয়। কিল্লার একঝাঁক জুনিয়র ফুটবলারদের নিয়ে দল গড়েছে জুয়েলস। তাদের অবস্থাও বেশ শোচনীয়। তারই মাঝে তাদের ফুটবলাররা অন্তত চেস্টা করেছে। কিন্তু পুলিশ ফুটবলারদের মধ্যে ভালো খেলার সেরকম তাগিদই লক্ষ্য করা যায়নি। বিভিন্ন সময়ে এই দলটি খেতাবের সামনে থাকা দলের মুখের গ্রাস কেড়ে নিয়েছে। অনেক অসাধারণ ফুটবল ম্যাচও খেলেছে তারা। বলা যায়, এই অফিস দলটির একটি সমর্থক গোষ্ঠীও তৈরি হয়েছে। কিন্তু দুর্ভাগ্য, এই বছর

পারেনি। যদিও ম্যাচের ৫ মিনিটে রবীন্দ্র দেববর্মার গোলে এগিয়ে গিয়েছিল পুলিশ বাহিনী। গোল হজম করার পর জুয়েলসও পাল্টা আক্রমণে উঠে আসে। এরই মাঝে ৩৬ মিনিটে বিনোদ কিশোর জমাতিয়া পুলিশের হয়ে ব্যবধান ২-০ করে। এরপরই ম্যাচ থেকে প্রায় হারিয়ে গেলো পুলিশ। জুয়েলসের জুনিয়র ফুটবলাররা ম্যাচের রাশ দখলে নিয়ে নেয়। প্রথমার্ধের অন্তিমলগ্নে বিশ্বনন্দ জমাতিয়া জুয়েলস-র হয়ে ব্যবধান কমায়। দ্বিতীয়ার্ধের শুরু থেকেই ম্যাচে সমতা নিয়ে আসার জন্য ঝাঁপিয়ে পড়ে জুয়েলস। ৪৯ মিনিটে সালকাহাম জমাতিয়া জুয়েলস-কে সমতায় নিয়ে আসে। মৌচাক-র হয়ে এই বছর দ্বিতীয় ডিভিশন ফুটবলে দুর্দান্ত খেলেছিল এই সালকাহাম। প্রথমবার প্রথম ডিভিশনে খেলার সুযোগ পেয়েই নিজের জাত চিনিয়েছে এই ফুটবলারটি। প্রায় প্রতিটি ম্যাচেই জুয়েলস-র হয়ে গোল করছে। এদিনও দলকে সমতায় নিয়ে এসেছে সালকাহাম। সমতায় ফিরে আসার পর দুইটি দলই ফের কিছুটা আক্রমণাত্মক হয়। যদিও আক্রমণে সেরকম বৈচিত্র্য ছিল না। মূলতঃ রক্ষণের ভুলে সুযোগ তৈরি হয়। তবে আর কোন গোল হয়নি। দুইটি দল ম্যাচ থেকে ১ পয়েন্ট করে পেলো।

দর্শকদের প্রত্যাশা পূরণ করতে

পশ্চিম জেলা ক্রীড়া দফতরের

ফ্রিডম রান প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি আগরতলা, ২৭ জানুয়ারি ঃ প্রথম **আগরতলা, ২৭ জানুয়ারি ঃ** আজাদি ডিভিশনে ফরোয়ার্ড ক্লাব এবং কা অমৃত মহোৎসবের অঙ্গ হিসাবে এগিয়ে চল সংঘ-কে ফুটবল বৃহস্পতিবার পশ্চিম জেলা ক্রীড়া ও বিশেষজ্ঞরা হট ফেভারিট আখ্যা যুবকল্যাণ দফতরের উদ্যোগে একটি দিয়েছিলেন। ফরোয়ার্ড ক্লাব এখনও ফ্রিডম রান অনুষ্ঠিত হয়। এদিন ফেভারিটের আখ্যা ধরে আছে। সকাল ছয়টায় উজ্জয়ন্ত প্যালেসের তবে মাঝপথে মুখথুবড়ে পড়েছে সামনে থেকে এই ফ্রিডম রান শুরু এগিয়ে চল সংঘ।সর্বোচ্চ বাজেটের হয়। এতে দফতরের আধিকারিকরা এই দলটি অনেক কম বাজেটের উপস্থিত ছিলেন। পাশাপাশি রামকৃষ্ণ ক্লাবের কাছে হেরে পিছিয়ে দফতরের পিআই, আধিকারিক, পড়েছে। শেষ কথা বলার সময় অ্যাথলিট এবং সাধারণ এখনও আসেনি।তবে এটা বলতেই ক্রীড়াপ্রেমীরা ব্যাপক উৎসাহের হবে ভিনরাজ্যের যেসব সাথে এই ফ্রিডম রানে অংশগ্রহণ ফুটবলারদের রামকৃষ্ণ ক্লাবের হয়ে খেলতে দেখা যাচেছ তারা করে। দেশ জুড়েই পালিত হচ্ছে আজাদি কা অমৃত মহোৎসব। যুব প্রত্যেকেই বেশ উঁচুমানের। তাই সমাজকে খেলাধুলার সাথে জড়িত বিদেশি না থাকলেও তাদের কোন রাখার জন্য এই ধরনের ফ্রিডম রান অসুবিধা হচ্ছে না। আগের ম্যাচে অনুষ্ঠিত হচেছে। এদিন বেশ এগিয়ে চল সংঘ-কে হারানোর পর

অনূধৰ্ব ২৫ ক্রিকেটারদের

সাফল্যের সাথেই এই কর্মসূচি

পালন করলো পশ্চিম জেলা

ক্রীড়া ও যুবকল্যাণ দফতর।

কভিশনিং ক্যাম্প প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি আগরতলা, ২৭ জানুয়ারি ঃ আগামী ৩০ জানুয়ারি থেকে অনুধর্ব ২৫ ক্রিকেটারদের স্ট্রেংথ অ্যান্ড কন্ডিশনিং ক্যাম্প শুরু হবে। মূলতঃ সিকে নাইডু ট্রফির লক্ষ্যে ক্রিকেটারদের তৈরি করতেই এই ক্যাম্পের ব্যবস্থা করা হয়েছে। যদিও এই বছর সিকে নাইডু ট্রফি কবে হবে কিংবা আদৌ হবে কি না এই বিষয়ে বোর্ড এখনও কিছু জানায়নি। তবে টিসিএ ক্রিকেটারদের তৈরি রাখছে। এই কন্ডিশনিং ক্যাম্পে মোট ৪৪ জন ক্রিকেটারকে ডাকা হয়েছে। কোচ হিসাবে আছেন জয়ন্ত দেবনাথ, অনুপম দে, বিশ্বজিৎ দে এবং অনুপ কুমার দাস। এছাড়া ট্রেনার হিসাবে থাকবেন অজিতাভ নাথ এবং সহিদুল হোসেন। নির্বাচিত ক্রিকেটার এবং সাপোর্টিং স্টাফদের আগামী ২৯ জানুয়ারি দুপুর বারোটায় এমবিবি স্টেডিয়ামে রিপোর্ট করতে বলা হয়েছে টিসিএ-র তরফে সভাপতি মানিক

রাজ্যভিত্তিক মাস্টার্স অ্যাথলেটিক্স স্থাগত প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ জানুয়ারি ঃ রাজ্যভিত্তিক মাস্টার্স অ্যাথলেটিক্স প্রতিযোগিতা স্থগিত রাখা হয়েছে আগামী ১৩ ফেব্রুয়ারি বাধারঘাটের স্পোর্টস স্কুল মাঠে ২০-তম রাজ্যভিত্তিক এই প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল। তবে করোনা পরিস্থিতির কারণে এই প্রতিযোগিতা আপাতত স্থগিত রাখা হয়েছে। এনএসআরসিসি-র মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত রাজ্য সংস্থার এক বৈঠকে এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। মূলতঃ করোনা পরিস্থিতিতে বয়স্ক খেলোয়াড়দের স্বাস্থ্যের কথা বিবেচনা করে আপাতত স্থগিত করা হয়েছে এই প্রতিযোগিতা। পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে পরবর্তী দিন-তারিখ ঘোষণা করা হবে বলে জানিয়েছেন সাংগঠনিক সচিব নিখিল সাহা।

সাহা এই সংবাদ জানিয়েছেন।

করোনা আক্রান্ত শাহিদ আফ্রিদি, পাকিস্তান সুপার

লিগে বড ধাক্কা **ইসলামাবাদ, ২৭ জানুয়ারি।। শা**হিদ যোগ দিতে উপসর্গ নেই। আশা করি তাড়তাড়ি সুস্থ হয়ে যাব। যত দ্রুত সম্ভব কোয়েটা খ্ল্যাডিয়েটর্সে যোগ দেব। পিএসএল-এর সব দলকে শুভেচ্ছা।

করেই দল গড়েছে। তবে দলটির সমস্যা হলো, মাঝমাঠে বল ধরে খেলার ফুটবলার নেই। সেখানে ভিনরাজ্যের ফুটবলার বাছাইয়ে রামকৃষ্ণ ক্লাবের কাছে আছে প্রবীণ সুব্বা এবং সত্যম শর্মা। এই দুই ফুটবলার এবার লিগে রীতিমত চমকে দিয়েছে। এদের সাথে ধনরাজ তামাং-ও পরিবেশের সাথে খাপ খাইয়ে নিয়েছে। সাই স্যাগের প্রাক্তন ফুটবলার বিকাশ ত্রিপুরা নিয়মিত গোল করে চলেছে। ফুটবলার বাছাইয়ে প্রকৃত অর্থেই খুব দূরদর্শীতার পরিচয় দিয়েছে রামকৃষ্ণ ক্লাবের কর্মকর্তারা। তারই ফল পাচ্ছে।দীর্ঘদিন পর প্রথম ডিভিশনে খেলার সুযোগ পেয়েছে। সুযোগটা

এখন আত্মবিশ্বাসে তুঙ্গে কৌশিক হাতছাড়া করতে নারাজ। তাই রায়ের দল। আগামীকাল তাদের যথাসম্ভব ভালো দলই গড়েছে তারা। আর্থিক সমস্যা রয়েছে। তারপরও সাধ্যের বাইরে গিয়েই ভিনরাজ্যের ফুটবলার নিয়ে এসেছে। অন্যান্য দলগুলি সেরকম দূরদর্শীতার পরিচয় দিতে পারেনি। কিন্তু রামকৃষ্ণ ক্লাব এক্ষেত্রে সবাইকে টেক্কা দিয়েছে। এই ফুটবলাররাই এখন রামকৃষ্ণ ক্লাবের তুরুপের তাস। আগামীকাল বীরেন্দ্র ক্লাবের সাথে জিততে পারলে লিগ তালিকায় শীর্ষে উঠে যাবে। বীরেন্দ্র ক্লাব এখনও প্রত্যাশিত ছন্দে খেলতে পারেনি। রামকৃষ্ণ ক্লাবের মতো আত্মবিশ্বাসে তুঙ্গে থাকা দলের বিরুদ্ধে তারা নিজেদের ফিরে পায় কি না সেটাই দেখার।

চার দলীয় ক্রিকেটে চ্যাম্পিয়ন প্রেস ক্লাব



প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ২৭ জানুয়ারি ঃ ৭৩-তম প্রজাতন্ত্র দিবস উপলক্ষ্যে আয়োজিত চার দলীয় ক্রিকেট প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন হয়েছে ধর্মনগর প্রেস ক্লাব। পদ্মপুর ক্লাবের উদ্যোগে এই প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। প্রথম ম্যাচে ধর্মনগর প্রেস ক্লাব এবং পদ্মপুর স্কুল পরস্পরের মুখোমুখি হয়। পদ্মপুর স্কুলের হয়ে খেলতে নামে ছাত্র এবং শিক্ষকরা।

টসে জিতে পদ্মপুর স্কুল প্রথমে ফিল্ডিং করার সিদ্ধান্ত নেয়। ধর্মনগর প্রেস ক্লাব ১২ ওভারে ৯ উইকেট হারিয়ে ১৫৭ রান করে। জবাবে পদাপুর করে ১৩৬ রান। ২১ রানে ম্যাচ জিতে ফাইনালে উঠে ধর্মনগর প্রেস ক্লাব। দ্বিতীয় ম্যাচে মুখোমুখি হয় পদাপুর ক্লাব সভাপতি একাদশ বনাম সম্পাদক একাদশ। প্রথমে ব্যাট করতে ম্যাচে ২ রানে জয় পেয়ে

১৫৪ রান। জবাবে সভাপতি একাদশ করে ১১৬ রান। ৩৮ রানে ম্যাচ জিতে ফাইনালে উঠে সম্পাদক একাদশ। ফাইনালে ধর্মনগর প্রেস ক্লাব প্রথমে ব্যাট করতে নেমে ১০৮ রান করে। জবাবে ব্যাট করতে নেমে ১০৬ রানে থেমে যায় পদ্পুরের ইনিংস। টান টান উত্তেজনাপুর্ণ নেমে সম্পাদক একাদশ করে চ্যাম্পিয়ন হয় ধর্মনগর প্রেস ক্লাব।

এদিন তাদের ম্যাচটি ২-২ গোলে একটি ম্যাচেও পুলিশ ফুটবলাররা স্যাচ পরিচালনা করলেন টিঙ্কু দে। এক হামলায় বদলে দিয়েছে সব কিছু

২২ ক্রিকেটার প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ জানুয়ারি ঃ রঞ্জি ট্রফি নিয়ে এখনও কোন সিদ্ধান্ত জানায়নি বিসিসিআই। করোনার আক্রমণ বেড়ে যাওয়ার কারণে রঞ্জি ট্রফি স্থগিত ঘোষণা করে বোর্ড। নতুন কোন দিনক্ষণ ঘোষণা করা না হলেও টিসিএ ২২ জন ক্রিকেটারকে নিয়ে স্ট্রেংথ অ্যান্ড কন্ডিশনিং ক্যাম্প শুরু করতে চলেছে। আগামী ৩০ জানুয়ারি থেকে তিন সপ্তাহের এই ক্যাম্প শুরু হবে। নির্বাচিত ২২ জন ক্রিকেটার হলো—রজত দে, বিক্রম কুমার দাস, বিশাল ঘোষ, সম্রাট সিংহ, মণিশংকর মুড়াসিং, শুভম ঘোষ, অমিত আলি, অজয় সরকার, সৌরভ দাস, চিরঞ্জিত পাল, জয়দীপ বণিক, সঞ্জয় মজমদার, রানা দত্ত, শংকর পাল, আশিস কুমার যাদব, নিরুপম সেন, সুভাষ চক্রবর্তী, দ্বৈপায়ন ভট্টাচার্য, অভিজিৎ চক্রবর্তী, পল্লব দাস, নিরুপম সেন চৌধুরী এবং দীপায়ন দেববর্মা। ক্যাম্পে কোচ হিসাবে থাকবেন কিশোর মুহুরি, ইন্দ্রজিৎ ঘোষ, তপন কুমার দেব, রাসুদেব দত্ত। ফিজিও রাজন চৌধুরী এবং ট্রেনার উত্তম দে, সুখেন্দু দে। নির্বাচিত ক্রিকেটার এবং সাপোর্ট স্টাফদের আগামী ২৯ জানুয়ারি দুপুর বারোটায় এমবিবি স্টেডিয়ামে রিপোর্ট করতে বলা হয়েছে। টিসিএ-র সভাপতি ডাঃ মানিক সাহা এই সংবাদ হয়েছিল, ওই আম্পায়ার কর্তাকে নিয়ে থাকলে তার এই হাল তারাও এখন আপশোস করছে।

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ ভাগ্যে কিছু জুটবে না। ফলে অস্তিমলগ্নে ওই জানুয়ারিঃ হামলার বিনিময়ে অনেক কিছু পাওয়া আম্পায়ার কর্তাকে নিজের গোষ্ঠী থেকে সরিয়ে দেয় যাবে। দীর্ঘদিন ধরে ক্ষমতার স্বাদ থেকে বঞ্চিত তরুণ গেরুয়াপন্থী নেতা।উদয়পুরের ওই আম্পায়ার একদল লোক এই ফাঁদে পা দিয়েছিল। দুর্ভাগ্য, কিংবা সদর দক্ষিণের ওই শিক্ষক মহাশয়ের অবস্থাও হামলার পর বেশ কয়েক বছর কেটে গেলেও এই একইরকম। এদের মতো আরও অনেকেই টিসিএ হামলাকারীদের ভাগ্যে কিছুই জুটেনি। এখন তারা অফিসে সরাসরি নজিরবিহীনভাবে হামলা করেছিল। আপশোস করছে, হাত কামড়াচ্ছে। কিন্তু তাদের যা প্রত্যেককেই অনেক কিছু দেওয়ার প্রতিশ্রুতিও ক্ষতি হওয়ার তা হয়ে গেছে। যারা তাদের হামলার দেওয়া হয়। যদিও কোন প্রতিশ্রুতি তাদের ভাগ্যে জন্য নিযুক্ত করেছিল তারা আজ বহাল তবিয়তে জুটেনি। টিসিএ অফিসে হামলার আগে যেরকম ছিল টিসিএ-তে রাজত্ব করছে।দেশ-বিদেশ ভ্রমণ করছে। তারা এখন বরং অবস্থা তাদের আরও খারাপ আর এই হামলাকারীরা অতলে তলিয়ে গিয়েছে। হয়েছে।হামলাকারীদের সৌজন্যে টিসিএ-র ক্ষমতা ক্রিকেটপ্রেমীদের মধ্যে একটা ঘৃণ্য ইমেজ তৈরি দখল করা হয়েছে। এরপরই হামলাকারীদের লাথি হয়েছে এদের বিরুদ্ধে। বর্তমান কমিটি ২০১৯-র মেরে তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। এই শিক্ষাটাই সেপ্টেম্বরে দায়িত্ব নেওয়ার কয়েক মাস আগে টিসিএ অনেক। অতীত থেকে শিক্ষা নিয়ে মানুষ নিজেকে অফিসে হামলা সংগঠিত হয়। টিসিএ-র এই কমিটি সমৃদ্ধ করে। ওই হামলাকারীরা কি এখন বুঝতে কিন্তু নির্বাচিত ছিল না। আদালত কর্তৃক নিযুক্ত পারছে যে, কত বড় ভুল তারা করেছে? শুধুমাত্র হয়েছিল এই কমিটি। হামলার ব্লু-প্রিন্ট তৈরি হয়েছিল স্ক্রমতার স্বাদ পাওয়ার জন্য কারো কথায় হামলা করা বেশ কয়েক মাস আগে। এক প্রাক্তন আম্পায়ার কর্তা কতটা ভুল সেটা এখন হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছে এক নব্য তরুণ গেরুয়াপন্থী নেতাকে বুঝিয়েছিলেন তারা। ক্রিকেটপ্রেমীরা তাদেরকে ভালো চোখে যে, তার সঙ্গে থাকলে টিসিএ-র ক্ষমতার স্বাদ পেতে দেখে না। কারণ সবাই এটা বুঝে গিয়েছে যে, এদের পারবে। ওই তরুণ গেরুয়াপন্থী নেতা এরপরই ওই দ্বারা ভবিষ্যৎ-এও এই ধরনের অনিষ্টকর ঘটনা ঘটা প্রাক্তন আম্পায়ার কর্তার ফাঁদে পড়ে। মূলতঃ এই অসম্ভব নয়। বর্তমানে রাজ্যের ক্রিকেট যে সংকটের দুইজনই টিসিএ অফিসে হামলার পরিকল্পনা নিয়েছিল । মধ্যে রয়েছে ওই হামলা তার জন্য অনেকটাই দায়ী। বলে অভিযোগ। এদের সাথে যোগ দিয়েছিল সদর পরিপূর্ণ চিত্রনাট্য অনুযায়ী, হামলার পর টিসিএ-র ক্ষমতা দক্ষিণের এক ক্লাবের কর্মকর্তা। যিনি আবার একজন দখলে এসেছে। আর হামলাকারীদের ক্রমশঃ দূরে সরিয়ে শিক্ষকও বটে। উদয়পুরের এক আম্পায়ারও অতি দেওয়া হয়েছে। ওই আম্পায়ার কর্তা একসময় বাম উৎসাহে টিসিএ অফিসে হামলা করার জন্য উদয়পুর আমলে মেলারমাঠ ঘনিষ্ঠ এক প্রাক্তন ক্রিকেটার তথা থেকে ছুটে এসেছিলেন। ভয়ঙ্কর আক্রমণের ঘটনা শিক্ষক নেতাকে ম্যানেজ করে টিসিএ-তে প্রাসঙ্গিক হয়ে ঘটে টিসিএ অফিসে। মামলাও হয়। যদিও এখনও উঠেছিল। এই সুখ তার সহ্য হয়নি। আরও বেশি সুখ, পর্যস্ত সেই সবের কোন ইতিবাচক প্রভাব দেখা ক্ষমতা চেয়েছিল। সেটা করতে গিয়ে টিসিএ অফিসে যায়নি। মজার ঘটনা হলো, ওই তরুণ গেরুয়াপন্থী হামলার ছক তৈরি করে। আর এখন বিষ্মৃতির অন্ধকারে নেতা টিসিএ অফিসে হামলার পরই আস্তে আস্তে চলে গিয়েছে। প্রাপ্য শাস্তি পেয়েছে ওই আম্পায়ার ওই প্রাক্তন আম্পায়ার কর্তার সঙ্গ ছেড়ে দেয়। কর্তা। এটাই হওয়ার কথা ছিল। যাদের রাজত্ব করার অভিযোগ, সেটাও মূলতঃ রাজনৈতিক কারণে কথা তারা ঠিকই অপরের কাঁধে বন্দুক রেখে নিজেদের হয়েছে। কারণ ওই আম্পায়ার কর্তার প্রকৃত কাজ হাসিল করে নিয়েছে। আর হামলাকারীরা এখন রাজনৈতিক পরিচয় সম্পর্কে শাসক দল কখনও ক্রিকেট মাঠ থেকে কয়েকশো মাইল দূরে। রাজ্য নিশ্চিত ছিল না। ওই তরুণ নেতাকে বোঝানো ক্রিকেট বর্তমানে খুব খারাপ অবস্থায়। যাদের জন্য

জানিয়েছেন। কোটি কোটি টাকার খেলাতেই কি ক্রিকেট বন্ধ রেখে ফোকাস স্টেডিয়ামে ?

প্রতিবাদী কলম ক্রীডা প্রতিনিধি, দেওয়া হয়। প্রশাসক চলে যাওয়ার কোটি টাকা।ক্রিকেট মহলের ধারণা, ক্লাবের কোন অনুদান নেই কেননা অভিযোগ, ২০১৮ বিধানসভা নির্বাচনের আগে রাজনৈতিকভাবেই নাকি টিসিএ-র তৎকালীন কমিটির উপর চাপ ছিল যে, কয়েকশো কোটি টাকার নরসিংগড় ক্রিকেট স্টেডিয়ামের শিলান্যাস ও কাজ যেন দ্রুত শুরু করা হয়। সেই হিসাবে ২০১৭ সালের আগস্ট মাসে নরসিংগড় ক্রিকেট স্টেডিয়ামের শিলান্যাস ও পরে কাজ শুরু হয়। স্টেডিয়ামের কাজ শুরু করার আগেই নাকি ঠিকাদার সংস্থাকে কয়েক কোটি টাকা আগাম দেওয়া হয়েছিল। তারপর রাজনৈতিক পালাবদল। উচ্চ আদালতের নির্দেশে টিসিএ-তে প্রশাসক। তিনি এবং তার উপদেষ্টারা মনে করেছিলেন যে, ২০০-২৫০ কোটি টাকা খরচে এক স্টেডিয়াম হলে টিসিএ-র সাথে সাথে ডুববে রাজ্য ক্রিকেট। ফলে বন্ধ হয় ওই স্টেডিয়ামের কাজ। তবে বিকল্প হিসাবে একশো কোটি টাকার মধ্যে মিনি স্টেডিয়াম তৈরির প্রস্তাব

আগরতলা, ২৭ জানুয়ারি ঃ পর তিন সদস্যক প্রশাসক কমিটিও অবশ্য ওই ২৫০ কোটি টাকার স্টেডিয়ামের দিকে যেতে চায়নি। কিন্তু ২০১৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে রাজনৈতিক প্রভাবিত টিসিএ-তে নতুন কমিটি দায়িত্ব নেওয়ার পরই আবার নাকি নরসিংগড়স্থিত টিআইটি মাঠের সেই ২৫০ কোটি টাকার স্টেডিয়ামের দিকে টিসিএ-র মনোযোগ বৃদ্ধি পায়। প্রথম বছর বাজেট ২৫ কোটি। দ্বিতীয় বছর বাজেট ৫০ কোটি। ঘটনা হচ্ছে, না ২০২০ সিজনে টিসিএ-র কোন ঘরোয়া ক্লাব ক্রিকেট হয়েছে না মহকুমা ক্লাব ক্রিকেট। ২০২১ সিজনের টিসিএ-র কোন ক্লাব ক্রিকেট এবং কোন মহকুমা ক্লাব ক্রিকেট কিন্তু হয়নি। যেখানে ২০২০ সিজনে কোন ক্লাব ক্রিকেট, রাজ্য ক্রিকেট হয়নি সেখানে স্টেডিয়ামের জন্য ২৫ কোটি বরাদ্দ। ২০২১ সিজনেও কোন ক্লাব ক্রিকেট এবং মহকুমা ক্লাব ক্রিকেট ও রাজ্যভিত্তিক সিনিয়র ক্রিকেট না হলেও স্টেডিয়ামের বাজেট দ্বিগুণ হয়ে ৫০

বাম আমলে যেমন রাজনৈতিক চাপে ক্রিকেট মহলের আপত্তি সত্ত্বেও টিসিএ বাধ্য হয়েছিল প্রায় ২৫০ কোটি টাকার স্টেডিয়ামের কাজে হাত দিতে তেমনি নাকি এখন রাজনৈতিক চাপ স্টেডিয়াম নিয়ে। ঘরোয়া ক্লাব ক্রিকেট গোল্লায় যাক। মহকুমা ক্লাব ক্রিকেট গোল্লায় যাক। রাজ্যভিত্তিক ক্রিকেট বন্ধ থাকুক। ক্রিকেট অ্যাকাডেমির উদ্যোগ বন্ধ থাকুক কিন্তু এক স্টেডিয়ামের জন্য নাকি টাকার বরাদ্দ বৃদ্ধি হয়ে যাচ্ছে। শোনা যাচেছ, ২০২৩ বিধানসভা ভোটের আগে নাকি আগামী অর্থ বছরে টিসিএ-র বাজেটে ওই স্টেডিয়ামের ১০০ কোটি টাকা হতে পারে। এই কমিটির প্রথম বছর ২৫ কোটি টাকা। দ্বিতীয় বছর ৫০ কোটি টাকা এবার নাকি হতে পারে ১০০ কোটি টাকা। যদি এসব তথ্য ঠিক থাকে তাহলে টিসিএ-র এই কমিটির তিন বছরে এক স্টেডিয়ামের জন্য বরাদ্দ হতে পারে ১৭৫ কোটি টাকা। ক্রিকেট মহলের তরফে এখানেই প্রশ্ন। যেখানে দুই বছর ধরে ১৪

কোন ক্লাব ক্রিকেট হয়নি। দুই বছর ধরে মহকুমার ক্লাব ক্রিকেটের জন্য টিসিএ-র কোন খরচ নেই। খবর নেই রাজ্য সিনিয়র ক্রিকেটের। ফলে দুই সিজন ধরে ক্লাব ও মহকুমাগুলির কয়েক কোটি টাকার অনুদান বন্ধ বা বাতিল। ক্লাব, মহকুমাগুলির দুই বছর ধরে অনুদান বন্ধ কেননা খেলা বন্ধ বা খেলা হয়নি। খেলা বন্ধ তাই ক্লাব, মহকুমার অনুদান বন্ধ। খেলা বন্ধ তাই ক্রিকেটারদের ক্লাবগুলির তরফে কোন পেমেন্ট নেই। কিন্তু এক ক্রিকেট স্টেডিয়ামের জন্য নাকি ঠিক টাকা বরাদ্দ হয়ে যাচেছ। ২০২৩ বিধানসভা ভোটের আগে নাকি স্টেডিয়াম খাতে বাজেট বরাদ্দ ১০০ কোটি টাকা হতে পারে। ক্রিকেট মহলের প্রশ্ন, সব ধরনের ক্লাব ও মহকুমা ক্রিকেট বন্ধ রেখে এক স্টেডিয়ামের জন্য নিয়মিত কোটি কোটি টাকা বরাদ্দ কি রাজনৈতিক কোন ছক ? যা বাম আমলেও দেখা গিয়েছিল?

আফ্রিদির করোনা পরীক্ষার ফল পজিটিভ এসেছে। এর ফলে পাকিস্তান সুপার লিগ (পিএসএল) শুরুর ঠিক আগে বিরাট ধাক্কা খেল কোয়েটা গ্ল্যাডিয়েটর্স। বৃহস্পতিবার থেকে পিএসএল শুরু হওয়ার কথা। সে দিনই আফ্রিদির করোনা পরীক্ষার ফল পজিটিভ এসেছে। ৪১ বছর বয়সী আফ্রিদি নিজের বাড়িতেই নিভূতবাসে থাকবেন। পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড এবং পিএসএল-এর নিয়ম অনুযায়ী নিভূতবাস পর্ব শেষ করে এবং তার পর আরটি-পিসিআর পরীক্ষার ফল নেগেটিভ হলে তবেই আফ্রিদি আবার কোয়েটা খ্ল্যাডিয়েটর্স দলের পারবেন।পাকিস্তানের এই প্রাক্তন ক্রিকেটার নিজেই টুইট করে জানিয়েছেন, 'দুর্ভাগ্যজনক ভাবে আমার করোনা পরীক্ষার ফল পজিটিভ এসেছে। কিন্তু বিন্দুমাত্র

পাকিস্তানকে হারিয়ে অলিম্পিক্স হকিতে সোনাজয়ী দলের অধিনায়ক চরণজিৎ প্রয়াত

হকি দলের প্রাক্তন অধিনায়ক চরণজিৎ সিংহ প্রয়াত। ১৯৬৪ টোকিও অলিম্পিক্সে সোনাজয়ী ভারতীয় দলের অধিনায়ক ছিলেন চরণজিৎ। দীর্ঘ দিন বিভিন্ন রোগে ভোগার পর হিমাচলপ্রদেশের উনায় রোম অলিম্পিক্সে রুপোজয়ী দলের বছর পরেই তাঁর নেতৃত্বে মধুর নিজের বাড়িতেই বৃহস্পতিবার তিনি মারা যান। বয়স হয়েছিল ৯০ বছর। আগামী মাসেই তাঁর জন্মদিন ছিল। তাঁর দুই ছেলে এবং এক মেয়ে রয়েছেন। পাঁচ বছর আগেই হৃদরোগে আক্রান্ত হয়েছিলেন চরণজিৎ। তখন থেকেই তিনি কর্মক্ষমতাহীন। তাঁর ছোট ছেলে ভিপি সিং সংবাদ সংস্থাকে বলেছেন, ''পাঁচ বছর আগে স্ট্রোক হওয়ার পর থেকেই বাবা সেভাবে নডাচডা করতে পারতেন না। আগে তবু লাঠি

সিমলা, ২৭ জানুয়ারি।। ভারতীয় নিয়ে হাঁটাচলা করতেন। তবে গত ডিরেক্টর হিসেবে কাজ করেছেন দু'মাসে তাঁর শরীর খুবই খারাপ হয়েছিল। বহস্পতিবার সকালে তিনি প্রয়াত হয়েছেন।"১৯৬৪ সালের সোনাজয়ী দলের অধিনায়ক সদস্য ছিলেন তিনি। ১৯৬২-র তিনি ছিলেন। তাঁর স্ত্রী ১২ বছর আগে প্রয়াত হন। বড় ছেলে কানাডায় ডাক্তারি করেন। বহস্পতিবার বিকেলে তাঁর শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়।দেরাদনের কলোনেল ব্রাউন কেমব্রিজ স্কলের ছাত্র ছিলেন চরণজিৎ। এর পর পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করেন। হিমাচল প্রদেশ বিশ্ববিদ্যালয়ে শারীরশিক্ষা বিভাগের

১৯৬০ অলিম্পিক্সে দুর্দান্ত খেলার পর ফাইনালে চোটের কারণে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে খেলতে পারেননি। সেই ম্যাচে ০-১ হওয়া ছাড়াও, তার আগে ১৯৬০ গোলে হেরে যায় ভারত। চার প্রতিশোধ নেয় ভারত। একহ এশিয়ান গেমসে রুপোজয়ী দলেও ফলাফলে ফাইনালে পাকিস্তানকে হারিয়েছিল তারা। গত বছর টোকিও অলিম্পিক্সের আগে হকি ইভিয়ার আয়োজিত একটি সিরিজে তিনি বলেছিলেন, "সেই সময় ভারত এবং পাকিস্তান দুটোই শক্তিশালী দল ছিল। ওদের বিরুদ্ধে খেলা বরাবরই কঠিন ছিল। অলিম্পিক্সের ফাইনালের দিন আমি ছেলেদের বলেছিলাম সময় নস্ট না করে খেলায় মনোনিবেশ করতে।

রাজ্য ক্রীড়া সংস্থাগুলি বেখবর

ক্রীড়া দফতর, ক্রীড়া পর্যদ বিভিন্ন ইভেন্টে জেলা কমিটি গড়ে নিচ্ছে

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, পর্যদ ক্রীড়া নীতির কথা বলে যতই জন্য অশনি সংকেত। তাদের প্রশ্ন, আগরতলা, ২৭ জানুয়ারি ঃ এরাজ্যে সবকিছুই যেন অঙ্কুত। স্বশাসিত ক্রীড়া সংস্থা বেখবর। কিন্তু ক্রীড়া দফতর, ক্রীড়া পর্ষদ মিলে বিভিন্ন ইভেন্টের নাকি জেলা কমিটি গঠন করে নিচ্ছে। প্রশ্ন হচ্ছে, ক্রীড়া নীতির কথা বলে ক্রীড়া দফতর ও ক্রীড়া পর্যদ বিভিন্ন ইভেন্টের যে বিভিন্ন জেলা স্পোর্টস কমিটি গঠন করে নিয়েছে এবং নিচ্ছে সেই জেলা কমিটিগুলিকে নির্দিষ্ট ইভেন্টের স্বশাসিত ক্রীড়া সংস্থাগুলি কি আদৌ তাদের স্বীকৃতি দিচ্ছে বা দেবে? এককথায় 'এযেন যার বিয়ে তার জানা নেই পাড়া-পড়শির ঘুম নেই' অবস্থা। জানা গেছে, ক্রীড়া নীতির কথা বলে ক্রীড়া দফতর এবং ক্রীড়া পর্ষদ ইতিমধ্যে কয়েকটি জেলাতে জেলাভি ত্তিক স্পোর্ট স অ্যাসোসিয়েশন বা কমিটি গঠন করে নিয়েছে। কিন্তু ঘটনা হচ্ছে, এখন পর্যন্ত নাকি কোন স্বশাসিত ক্রীডা সংস্থাই ওই সমস্ত জেলা কমিটিকে অনুমোদন দেওয়া তো দুরের কথা মান্যতা পর্যন্ত দেয়নি। অধিকাংশ স্বশাসিত ক্রীডা সংস্থা তাদের সংবিধান পর্যন্ত বদল করেনি।ফলে ক্রীডা দফতর ও ক্রীডা

না পর্যন্ত রাজ্য ক্রীড়া সংস্থা নিজেদের সংবিধান বদল করে নিচেছ ততক্ষণ ওই জেলা কমিটিগুলি শুধু কাগজপত্র এবং নামেই থাকবে।খবরে প্রকাশ, ক্রীড়া দফতর ও ক্রীড়া পর্ষদ নাকি যৌথভাবে ৩৩টি ইভেন্টে পশ্চিম জেলাভিত্তিক ক্রীড়া সংস্থা গঠন করার উদ্যোগ নিয়েছে। পশ্চিম স্পোর্ট স অ্যাসোসিয়েশন গঠনের জন্য নাকি নির্বাচনের দিনক্ষণও ঘোষণা করা হয়েছে। যে ৩৩টি ইভেন্টে জেলা কমিটি গঠনের জন্য নির্বাচন হবে সেই ৩৩টি ইভেন্টের মধ্যে ক্রিকেট, ফুটবলও আছে। আগামী ২১ ফেব্রুয়ারি থেকে ২৮ ফেব্রুয়ারির মধ্যে ৩৩টি ইভেন্টে নির্বাচন হবে পশ্চিম জেলাভিত্তিক কমিটি গঠনের জন্য। কিন্তু ঘটনা হচ্ছে, টিসিএ, টিএফএ বেখবর যে তাদের ইভেন্টে জেলা কমিটি হচ্ছে। ক্রীডা মহলের দাবি, ক্রীডা নীতির কথা বলে স্বশাসিত ক্রীডা সংস্থাগুলিকে ঘুমে রেখে বা তাদের বাদ দিয়ে যে বিভিন্ন জেলা স্পোর্টস কমিটি হচ্ছে তা প্রহসন এবং রাজ্যের খেলাধূলার

কমিটি গঠন করুক না কেন, যতক্ষণ যারা রাজ্য সংস্থা চালায়, যাদের হাতে ফেডারেশনের অনুমোদন তাদের মতামত বা অনুমতি বা তাদের হাতে দায়িত্ব না দিয়ে ক্রীড়া দফতর ও ক্রীড়া পর্ষদ যে সমস্ত জেলা স্পোর্টস কমিটি গঠন করছে সেই সমস্ত জেলা স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশনের ভবিষ্যৎ কি? ক্রীড়া পর্যদের কয়েক হাজার টাকাই এদের ভবিষ্যৎ ? তা না হলে ফেডারেশন স্বীকৃত রাজ্য সংস্থার হাতে দায়িত্ব না দিয়ে ক্রীড়া দফতর ও ক্রীড়া পর্ষদ যে কমিটি নির্বাচন বা জেলা অ্যাসোসিয়েশন গঠন কর ছে অ্যাসোসিয়েশনগুলি কোথায় কাজ করবে ? কে দেবে তাদের স্বীকৃতি ? এখন পর্যন্ত যে সমস্ত ইভেন্টে জেলা স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশন হয়েছে তাদের অবস্থান কি? কোথায় কাজ করছে এই সমস্ত জেলা অ্যাসোসিয়েশন ? অভিযোগ, রাজ্যের ডাবল ইঞ্জিনের সরকার এবং সরকারের ক্রীড়া দফতর ও ক্রীডা পর্ষদ রাজ্যের খেলাধুলার যাবতীয় পদ্ধতি বা সংগঠনগুলির সর্বনাশ করে দেওয়ার এক ষডযন্ত্রে শামিল হয়েছে।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক, মুদ্রক ও সম্পাদক অনল রায় টৌধুরী কর্তৃক চৌধুরী ভবন, হরিগঙ্গা বসাক রোড, মোলারমাঠ, আগরতলা, বিপুরা - ৭৯৯০০১ থেকে প্রকাশিত এবং প্রতিবাদী কলম প্রিন্টার্স, চৌধুরী ভবন, মেলারমাঠ, বরিগঙ্গা বসাক রোড, আগরতলা, (৭৯৯০০১) পশ্চিম ত্রিপুরা থেকে মুদ্রিত। ফোন ঃ (০৩৮১) ২৩৮-০৪৮৫ / ৭০৮৫৯১৭৮৫১

"স্বপ্ন আপনার, সাজাবো আমরা Highest display & Biggest Furniture Shopping Mall of Tripura Near Old Central Jail, Agartala & Dhajanagar, Udaipur 9436940366

প্রয়াত আরও

এক শিক্ষক

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি,

আগরতলা, ২৭ জানুয়ারি।।

চাকরিচ্যুত ১০৩২৩ শিক্ষকদের

মৃত্যু মিছিলে যুক্ত হলো আরও

একজনের নাম। ৫১ বছর বয়সে

নিজের বাড়িতেই মারা গেছেন

চাকরিচ্যুত শিক্ষক অনিল চন্দ্র দাস।

মোহনপুরের কামালঘাটে নিজের

বাড়িতে বৃহস্পতিবার বেলা ৩টা

নাগাদ তিনি মারা গেছেন। তাকে

নিয়ে চাকরিচ্যুত শিক্ষকদের সংখ্যা

বেড়ে দাঁড়ালো ১২৪জনে। তার

মৃত্যুতে শোক জানিয়েছে জয়েন্ট

মুভমেন্ট কমিটি ১০৩২৩।

সংগঠনের পক্ষে কমল দেব জানান,

আমরা এখনও রাজ্য সরকারের

কাছে আবেদন করছি চাকরিচ্যুত

শিক্ষকদের মৃত্যু মিছিল আটকাতে

সরকার যেন মানবিক হয়। প্রয়াত

অনিল চন্দ্র দাস বিভিন্ন রোগে

ভুগছিলেন। শেষ পর্যন্ত তিনি মারা

গেলেন। আমরা এখন মুখ্যমন্ত্রীর

দিকে চেয়ে আছি। তিনি হয়তোবা

আমাদের জন্য একটি সঠিক

চালকের মৃত্যু

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, গর্জি /

উদয়পুর, ২৭ জানুয়ারি।।

সন্ধ্যারাতে বাইক দুর্ঘটনায় প্রাণ

হারালেন একজন ড্রজার চালক।

তার সাথে গুরুতরভাবে আহত

হয়েছেন আরও এক যুবক। নিহত

চালকের নাম গৌতম সিং। তবে

তার বাড়ির ঠিকানা জানা যায়নি।

গুরুতরভাবে আহত হয়েছেন

গর্জি ফাঁড়ির অন্তর্গত রঙ্গচন্দ্র

পাড়ার জয়ন্ত নোয়াতিয়া (২০)।

বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় গর্জি বিদ্যুৎ

নিগমের সাবস্টেশনের কাছে

এই দুর্ঘটনা। দুই যুবক বাইক

নিয়ে গর্জি বাজার থেকে

ফিরছিলেন। তখনই বাইকটি

নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার পাশে

বাঁশবাগানে পড়ে যায়। সেখান

থেকে তাদের দু'জনকে উদ্ধার

করে প্রথমে গর্জি প্রাথমিক

হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়।

সেখান থেকে তাদেরকে রেফার

করা হয় গোমতী জেলা

হাসপাতালে। সেখানেই গৌতম

সিং-কে মৃত বলে ঘোষণা করা হয়।

আহত জয়ন্ত নোয়াতিয়াকে রেফার

GRAMMAR &

SPOKEN

ছোটদের, বড়দের ও Com-

petitive পরীক্ষার্থীদের

English grammar,

Spoken, Written &

Translation পড়ানো হয়

এবং Recording Videos

— ঃ যোগাযোগ করুন ঃ—

Mob - 9863451923

প্রদান করা হয়।

করা হয় জিবি হাসপাতালে।

সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন।

কালো দিবসে হেনস্থার শিকার ১০৩২৩



প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ জানুয়ারি।। আবারও আন্দোলনে নেমে পুলিশের হেনস্থার শিকার চাকরিচ্যুত ১০৩২৩ শিক্ষকরা। কালো দিবস পালন করতে গিয়ে তাদের টানা হেঁচড়ার শিকার হতে হয়েছে। থেফতার করা হয় চাকরিচ্যুত শিক্ষকদের। রাজ্যের আরও কয়েকটি জায়গায় বৃহস্পতিবার একই সঙ্গে কালা দিবস পালন করতে গিয়ে আন্দোলনে নামেন ১০৩২৩ শিক্ষকরা। ২০২১ সালের ২৭ জানুয়ারি ১০৩২৩ শিক্ষকদের আগরতলা সিটি সেন্টারের সামনে থেকে পুলিশ টেনে হিঁচড়ে তুলে নিয়েছে। ওইদিন ভোরে গণ-অবস্থান মঞ্চ থেকে জোর করে চাকরিচ্যুত শিক্ষকদের তুলে দিয়েছিল পুলিশ এবং প্রশাসন। ২৭ জানুয়ারি দিনটি কালো

আগরতলা, ২৭ জানুয়ারি।।

শাসকদলের কর্মীদের মধ্যে অন্তঃ

পাননি এই যুবক। পুলিশি নিষ্ক্রিয়তার

সুযোগেই আক্রান্ত হয়েছেন এই যুবক

বলে অভিযোগ। রাতের অন্ধকারে

বাডিতেই পিটিয়ে রক্তাক্ত করা হয়েছে

চন্দন ঋষিদাস নামে এই যুবককে।

ঘটনা শহরতলির বণিক্য চৌমুহনির

খাস নোয়াগাঁওয়ের ১নং ওয়ার্ডে। এই

ঘটনা ঘিরে থানায় একটি মামলাও

জমা পড়েছে। অভিযুক্তরা হলো

অজিত ধর, বিজয় ধর, তিলক দাস,

অমন দেববর্মা, সুজিত দাস, রতন দে।

কিন্তু তাদের কাউকেই পুলিশ

গ্রেফতার করেনি। অথচ তারা সবাই

মিলে পিটিয়ে মাথা ফাটিয়ে দিয়েছে

চন্দন ঋষিদাসের। তার চিকিৎসা

চলছে। অভিযুক্তরা বিজেপির সক্রিয়

কর্মী বলেই তাদের গ্রেফতার করা হয়

না বলে চন্দনের মা'র দাবি। চন্দন

নিজেও সক্রিয় বিজেপি কর্মী।

চন্দনের মা জানান, বধবার বিকালে

প্রাইভেট সিকিউরিটি

গার্ড সার্ভিস

সরকারি এবং বেসরকারি

অফিসের জন্য কিছু পুরুষ

এবং মহিলা সিকিউরিটি গার্ড

যোগ্যতার ভিত্তিতে নিয়োগ

করা হবে।

দিবস হিসেবে পালন করার সিদ্ধান্ত নেয় যৌথ সংগ্রাম কমিটি। এই ঘোষণা অনুযায়ী বৃহস্পতিবার বেলা ১২ নাগাদ আগরতলা সিটি সেন্টারের সামনেই প্রতিবাদ কর্মসূচির আয়োজন করেন যৌথ আন্দোলন কমিটির কর্মীরা। তারা রাস্তার পাশে ধর্নায় বসে পড়েন। আগে থেকেই অবশ্য ব্যাপক পরিমাণে পুলিশ এবং টিএসআর জওয়ানদের ঘটনাস্থলে মোতায়েন করা হয়েছিল। এদিন চাকরিচ্যুত শিক্ষকদের প্রায় দুই ঘণ্টা ধরেই আন্দোলন কর্মসূচি চলতে থাকে। সিটি সেন্টারের সামনে থেকে টেনে হিঁচড়ে আন্দোলনকারীদের গাড়িতে তুলে নেয় পুলিশ। সেখান থেকে নেওয়া হয় অরুক্ষুতিনগর পুলিশ মাঠে। বিকালে সবাইকেই ছেড়ে দেওয়া হয়। আন্দোলন স্থলে ১০৩২৩'র নেত্রী ডালিয়া দাস

ঝগড়া হয়েছিল অজিত-তিলকদের

সঙ্গে।এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে মণ্ডল

মীমাংসা করে নেবে বলে পুলিশ আর

কিছু করেনি। পুলিশের নিষ্ক্রিয়তার

সুযোগে চন্দনকে রাত ১০টার পর

বাড়িতে ঢুকেই ব্যাপকভাবে মারধর

করা হয়। বাঁশ দিয়ে পিটিয়ে তার মাথা

ফাটিয়ে দেওয়া হয়। অভিযুক্তরা

কেন্দ্রীয় মন্ত্রী প্রতিমা ভৌমিকের নাম

নিয়ে গোটা এলাকাতেই গুন্ডামি শুরু

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, জলের টাকা নিয়ে চন্দনের সঙ্গে

র্কোন্দলে গুরুতর জখম এক যুবক। নেতাদের কাছে নালিশও জানানো

পুলিশকে আগাম জানিয়েও বিচার হয়েছিল। কিন্তু মণ্ডল নেতারা

আন্দোলন পর্যন্ত করতে দেওয়া হচ্ছে না। জোর করেই তুলে দেওয়া হয়েছিল। যতদিন পর্যন্ত আমাদের দাবি পূরণ না হচ্ছে এই আন্দোলন চালিয়ে যাবো। মুখ্যমন্ত্রী আমাদের চাকরির স্থায়ী সমাধানের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। তিনি প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেননি। আমাদের এখন গণতান্ত্রিক উপায়ে আন্দোলন করতে পর্যন্ত দেওয়া হচ্ছে না। চাকরির দাবিতে আগামীদিনগুলিতে বৃহত্তর আন্দোলন গড়ে তোলা হবে বলে যৌথ আন্দোলন কমিটির নেতা কমল দেব ঘোষণা করেছেন। এদিকে আন্দোলনকারী শিক্ষকের উপর পুলিশি হেনস্থার ঘটনার নিন্দা জানিয়েছেন তৃণমূল কংগ্রেসের কনভেনার সুবল ভৌমিক। তিনি জানান, গোটা দেশ জানেন ১০৩২৩

এরপর দুইয়ের পাতায়

রানিরবাজার স্বাস্থ্য কেন্দ্রে নেওয়া হয়। সেখানেই তার চিকিৎসা হয়। আবারও বোধজংনগর থানায় এনিয়ে একটি মামলা হয়েছে। পুলিশ মণ্ডল তাকে পিটিয়ে রক্তাক্ত করা হয়েছে। হয়।থানায় গিয়ে অভিযোগ জানানো নেতাদের চাপে অভিযুক্তদের এদিকে, রাতে আক্রমণের সময় অজিতের হাতে একটি পিস্তলও ছিল বলে অভিযোগ উঠেছে। এদিকে গত চার বছরে গোটা রাজ্যে শরিকী সংঘর্ষের প্রচুর ঘটনা হয়েছে। এই দফায় রক্ত ঝরলো শাসকদলের কর্মীদের হাতেই

হয় চন্দনকে। তাকে রাতে

সোনার বাজার দর ১০ গ্রাম ঃ ৪৮,৩৫০

ভরিঃ ৫৬,৪০৮

কাঠমিস্ত্রি ও লেবার চাই

আগরতলা শহরে থেকে খেয়ে কাজ করার জন্য কাঠ মিস্ত্রি ও লেবার চাই।

''শিবশক্তি কেরিং সেন্টার'' 8413987741 9051811933

ফ্ল্যুট ভাড়া

আগরতলা শহরের সেন্ট্রাল

রোড এক্সটেনশানে তিনটি

ফ্ল্যাট গ্রীজার, ইনভারটার,

পৃথক জলের ট্যাংকের

সুবিধাসহ পরিবার (Two

BHK, দুটো টয়লেট যুক্ত),

একার জন্য স্টুডেন্ট কিংবা

প্রাইভেট বা সরকারি

অফিসের জন্যও ভাড়া

— ঃ যোগাযোগ করুন ঃ—

Mob - 9436479581

7005748391

দেওয়া যেতে পারে।

—ঃ যোগাযোগঃ— বিঃদ্রঃ এখানে পুরাতন দুর্গা চৌমুহনি বিপণি বিল্ডিং ক্রয় করে ভেঙে নিয়ে বিতান মার্কেট দ্বিতল যাওয়া হয়।

Mob - 9436575096 8837316050

বাড়ি বিক্ৰয়

এডিনগর থানা সংলগ্ন ৩৩ শতক (পৌনে দুই গন্ডা) জায়গায় আন্ডার গ্রাউন্ড রুম ১টা, বেডরুম ৩টা, রান্নাঘর ২টা ও আধুনিক টয়লেট, বাথরুম কমুট ৩টা সহ চলাচলের ৫ ফুট রাস্তা সহ (মেইন রোড থেকে ১০০ মিটার দূরে) তৈরি বাড়ি বিক্রি করা হবে। **যোগাযোগ**—

Mob - 9436108160 7642026101

করেছে বলেও অভিযোগ। যে কারণে আদলা বিক্ৰয় পুলিশও তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে ভয় পায়। পুলিশের নিষ্ক্রিয়তার সুযোগে গভীর রাতে আক্রান্ত হতে

চিপস্, দরজা, জানালা, কাঠ, টিন বিক্রয় হয়।

''শিবশক্তি কেরিং সেন্টার' 8413987741 9051811933

বিঃদঃ এখানে পুরাতন বিল্ডিং ক্রয় করে ভেঙে নিয়ে যাওয়া হয়।

বিজেপি একনিষ্ঠ এক কর্মীর।

এখানে পুরাতন আদলা ইট,

8837086099 ব্যাস এখন আর দুঃখ নয়

আপনি কি কষ্টে আছেন কেন যেহেতু সকল সমস্যারই রয়েছে স সমস্যা ১০০ শতাংশ অতিসত্ত্বর সমাধান পাবেন আমাদের কাছে

মিয়া সুফি খান

যেমন চাকরি, গৃহ অশান্তি, প্রেম, বিবাহ, কালো জাদু, সতীন এর যন্ত্রণা অথবা শত্রুদমন সস্তানের চিস্তা, ঋণ মুক্তি, বান মারা, আইন আদালত এই সব রকমের সমস্যার তুফানি সমাধান পাবেন আমাদের কাজের দ্বারা

যদি কারো স্ত্রী বা স্বামী, প্রেমিক বা প্রেমিকা, সস্তান অথবা মনের কাছের কোন ব্যক্তি অন কারোর বশে হয়ে থাকে তাহলে অতিসত্তর আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করবেন। তন্ত্র মন্ত্র বশীকরণ এবং অস্ত্র-এর স্পেশালিস্ট মিয়া সৃফি খান। সত্যের একটি নাম।

মোবাইল ঃ 8798144508 / 8798144507 ঠিকানা- ভোলাগিরি, আগরতলা, পশ্চিম ত্রিপুরা (নিয়ার শনি মন্দির)

ভয়া আয়ুবোদক মোডাসন সেন্টার Paradice Chowmuhani, Near Khadi Gramodyog Bhavan Agartala - 8787626182



সেবন করুন।

পেটের সমস্যা

L- Rex Powder

MRP: 110/-

স্তবে ৬২ রদবদল

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ জানুয়ারি।। সুবীর মালাকার।ক্রাইম ব্রাঞ্চ থেকে আশিস সরকারকে রাজ্যে এক সঙ্গে ৬২টি থানা এবং ফাঁড়ির ওসির পোস্টিং দেওয়া হয়েছে। বৃহস্পতিবার রাজ্য পুলিশের মহানির্দেশক ভিএস যাদব ৬২জন পুলিশ অফিসারকে বিভিন্ন থানার ওসি হিসেবে পোস্টিং দিয়েছেন। এর মধ্যে চারজন শুধুমাত্র সাব ইন্সপেকটর, বাকিরা ইন্সপেকটর। একই সঙ্গে ৬০টি থানা এবং দুটি ফাঁড়ি নতুন ওসি পাচ্ছে। পশ্চিম থানার ওসি হিসেবে ফিরে আসছেন সুব্রত চক্রবতী। পূর্বে ওসি হচ্ছেন রাজীব দেবনাথ এবং এয়ারপোর্টের ওসি হচ্ছেন রানা চ্যাটার্জী। ক্রাইম ব্রাঞ্চ থেকে চারজন ইন্সপেকটরকে সরিয়ে নিয়ে থানার ওসি করা হয়েছে। কয়েকদিন আগেই রাজ্য পুলিশে ৫৫জন ইনসপেকটর টিপিএস গ্রেড টু হিসেবে পদোন্নতি পেয়েছেন। যে কারণে বহু থানার ওসির পদ খালি পড়ে যায়। গত সপ্তাহেই প্রশাসনের একটি নির্দেশিকায় নতুন পদোন্নতি প্রাপ্ত পশ্চিম এবং পূর্ব থানার ওসি-সহ ২৪জন টিপিএস গ্রেড টু অফিসারকে যে যার জেলায় ক্লোজ করে নেওয়া হয়। ওই থানাগুলির দায়িত্ব তুলে দেওয়া হয় পরবর্তী সিনিয়র অফিসারের হাতে। এরপরই নতুন থানার ওসির নামের তালিকা ঘোষণা করা হয়েছে। শহরের চারপাশের থানাগুলিতেও নতুন ওসি বদল হয়েছে। এনসিসি থানার নতুন ওসি হচ্ছেন এসআই

ওসি করে পাঠানো হয়েছে রানিরবাজার থানায়। রাধাপুর থানার নতুন ওসি হচ্ছেন দ্রবজয় রিয়াং। জিরানিয়ার নতুন ওসি হচ্ছেন নারু গোপাল দেব, সিধাইয়ের ওসি হলেন জয়ন্ত মালাকার, মান্দাইয়ের ওসি অমল দেববর্মা, শ্রীনগর থানার ওসি অরুণোদয় দাস, পশ্চিম জেলার এই থানাগুলি বাদ দিলে ওসি স্তরে ধর্মনগর থানায় গেলেন শিবু রঞ্জন দে। তাকে পূর্ব থানার ভারপ্রাপ্ত ওসি থেকে বদলি করে পাঠানো হয়েছে ধর্মনগরে। এছাড়া কদমতলার ওসি সুশান্ত দেব, চুরাইবাড়িতে ধ্রবজ্যোতি দেববর্মা, পানিসাগরে বিভাস রঞ্জন দাস, কৈলাসহরে বিজয় দাস, কুমারঘাটে পার্থ মুন্ডা, কমলপুরে সমরেশ দাস, গন্ডাছড়ায় পলাশ দত্ত, মনুতে অসীম সরকার, তেলিয়ামুড়ায় সুবিমল বর্মণ, খোয়াইয়ে উদ্ধম দেববর্মা, বিশ্রামগঞ্জে জ্যোতিন্দ্র দাস, টাকারজলায় দেবানন্দ রিয়াং, বিশালগড়ে হিমাদ্রী সরকার, মেলাঘরে কমলেন্দু ধর, সোনামুড়ায় মানিক দেবনাথ, আরকেপুরে বাবুল দাস, শান্তিরবাজারে বিশ্বজিৎ দেববর্মা, সাব্রুমে সঞ্জয় লস্কর এবং মনু বাজারে বিকাশ দেববর্মাকে ওসি হিসেবে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। পশ্চিম জেলা থেকে শ্রীকান্ত রুদ্রপালকে শিলাছড়ি থানার ওসি হিসেবে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।

পাচারে যুক্ত। আগেও দিল্লি,

কখনোই এসব ঘটনায় মূল

বাইরের রাজ্যে পাচার করা হয়েছিল।

পশ্চিম মহিলা থানার তৎকালীন ওসি

মীনা দেববর্মা একাধিক পাচারকারীকে

থেফতার করেছিলেন। উদ্ধার

করেছিলেন এক নাবালিকা মেয়েকে।

এই পাচারে মূল অভিযুক্তকে তিনি

গ্রেফতার করেননি। মীনা থানা

থেকে বদলি হওয়ার পর এই

পাচারের ঘটনায় তদস্তও বন্ধ হয়ে

গেছে বলে জানা গেছে।

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, সোনামুড়া, ২৭ জানুয়ারি।। পাচারীদের খপ্পড়ে পড়লো তিন নাবালিকা। বাইরের রাজ্যে কাজের জন্য পাঠানোর কথা বলে তিন নাবালিকাকে বাইরে পাচার করা হয়েছে। পাচারের অভিযোগ উঠেছে সোনামুড়া মহকুমার বাসিন্দা আনোয়ার হোসেন এবং সালেমা বেগমের উপর। মূলতঃ বাইরের রাজ্যে পার্লারের কাজ শেখানোর নাম করেই পাচার করা হচ্ছে নাবালিকাদের। তাদের জোর করে দেহ ব্যবসায় নামানো হচ্ছে। এই ঘটনাতেই এবার প্রকাশ্যে অভিযোগ করেছেন নাবালিকাগুলির পরিবার। তারা পলিশের কাছে তিন মেয়েকে উদ্ধার করে দেওয়ার আবেদনও করেছে। তিনটি মেয়ে সংখ্যালঘ অংশের। সোনামুড়া এলাকার এই তিনটি মেয়ের বয়স ১৪ থেকে ১৬ সোনামুড়া থানার কালাপানিয়ার আনোয়ার হোসেন এবং মেলাঘরের বড়দোয়ালের বাসিন্দা সালেমা বিবি স্বামী-স্ত্রী হিসেবেই সবাইকে পরিচয় দেন। তারা এলাকার বিভিন্ন গরিব বাডিতে গিয়ে নাবালিকা মেয়েদের

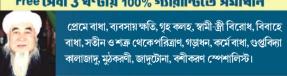
কাজের ব্যবস্থা করে দেওয়ার কথা বলে বাইরে পাচার করে। এলাকারই তিন নাবালিকাকে প্রথমে ব্যাঙ্গালুর এবং পরবর্তী সময়ে চেন্নাই নিয়ে দেহ ব্যবসার দালালদের কাছে বিক্রি করে দেয়। এই মেয়েরা কোনওভাবে পাচারকারীদের থেকে লুকিয়ে তাদের পরিবারে ফোন করে এই তথ্যগুলো দিয়েছে। এখন এই নাবালিকার পরিবারগুলি বুঝতে পারছে না কিভাবে তাদের মেয়েদের উদ্ধার করবে। এই কারণে তারা পুলিশের সাহায্য চাইছেন। ফিরে পেতে চাইছেন তাদের নাবালিকা মেয়েদের। পুলিশ এই ঘটনায় কতটুকু সক্রিয় ভূমিকা নেয় তার দিকে চেয়ে আছেন এলাকাবাসীরা। এখনও পর্যত পুলিশ অভিযুক্তদের আটক করতে পারেনি। প্রসঙ্গত, সোনামুড়া মহকুমায় নারী পাচারের বছরের মধ্যে। অভিযোগ, অভিযোগ নতুন কিছু নয়।আগেও এই ধবনের পাচাবের অভিযোগ উঠেছে। কিন্তু পুলিশ কখনোই এসব পাচারের ঘটনাগুলি গুরুতরভাবে দেখে না বলে অভিযোগ রয়েছে। প্রভাবশালী এক নেতার ভাইও এসব নারী

Affidavit

আমি শ্রী মতি লক্ষ্মী সূত্রধর Affidavit মূলে 20/01/2022 ইং তারিখে শ্রী মতি লক্ষ্মী সূত্রধর |শীল হইয়াছি। আমার Service Book এর নাম সংশোধন করার জন্য Affidavit করিয়াছি। আমার ঠিকানা, গ্রাম ঃ রামপুর শীলপাড়া, পোঃ কালিকাপুর, রামনগর, থানা- পশ্চিম আগরতলা, পিন নং-৭৯৯০০২। জিলা -পশ্চিম ত্রিপুরা।

ञ्चल रेट्छिय़ा अत्रन छालिक्ष

Free त्रवा 3 घ°छाग्र 100% ग्रातान्तित्व अद्याधान



घात वात्र A to Z अग्रभात अग्राधान যদি কারও স্বামী, প্রেমী অথবা মেয়ে কারও বশীভূত হয় তাহলে একবার অবশ্যই ফোন করুন আর ঘরে বসেই দ্রুত সমাধান পান



Contact 9667700474

ATTENTION RUBBER TRADERS AND RUBBER FARMERS

We help to get Rubber board licence, GST, MSME registration for unregistered traders. **Other Activities:**

Business development guidance, project report for PMEGP, Trade loans with or without subsidy

For Farmers only

Guidance to estate farmers for increasing yield and quality, Estate inputs, acid, mini modern smoke house etc.

For details

MAA ENTERPRISE Kumarghat, Unokoti, Tripura (M) 8974693460 / 7994669119 / 7085442220

পিটিয়ে

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, জিরানিয়া ২৭ জানুয়ারি।। নৃশংসভাবে খুন হলেন ৬২ বছরের এক বৃদ্ধ। বাঁশ দিয়ে পিটিয়ে এই বৃদ্ধকে হত্যা করা হয়েছে। নিহত বৃদ্ধের নাম মঙ্গল দেববর্মা (৬২)। এই খুনের ঘটনায় মান্দাই থানায় একটি মামলা হয়েছে। মামলার নম্বর ২/২০২২। অভিযুক্ত দীনেশ দেববর্মা পলাতক। চাঞ্চল্যকর এই ঘটনাটি হয়েছিল গত ২২ জানুয়ারি বিকালে মান্দাই থানার বিদ্যামুড়া এলাকায়। এই এলাকাতেই বিকালে একটি দোকানে চা খেতে গিয়েছিলেন মঙ্গল দেববর্মা। সেখানেই তিপ্রা মথার সমর্থক দীনেশ দেববর্মার সাথে তার কথা কাটাকাটি হয়। বিকালে কৈরাই এলাকায় বাড়ি ফেরার পথে রাস্তায় মঙ্গলকে বাঁশ দিয়ে বেধডক পেটানো হয়। রক্তাক্ত অবস্থায় তাকে স্থানীয়রা প্রথমে মান্দাই হাসপাতালে নিয়ে যায়। সেখান থেকে পাঠিয়ে দেওয়া হয় জিবিপি হাসপাতালে। বুধবার হাসপাতালেই মারা গেছেন মঙ্গল। মান্দাই থানায় মামলা হওয়ার পর থেকে পালিয়ে বেড়াচ্ছেন দীনেশ। জানা গেছে, মঙ্গল দেববর্মার বয়স ৬২ হলেও উত্তরপ্রদেশের মতো রাজ্যগুলিতে তিনি এখন পর্যন্ত বৃদ্ধভাতা পাননি। রাজ্যের নাবালিকাদের পাচারের বাড়িতে কোনও সরকারি কর্মচারী অভিযোগ উঠেছিল। কিন্তু না থাকলেও ভাতা থেকে বঞ্চিত হয়ে আছেন তিনি। এনিয়েই এডিসির পাচারকারীদের গ্রেফতার করতে শাসকদলের সমর্থক দীনেশের সঙ্গে পারেনি পুলিশ। আগরতলায়ও তার কথা কাটাকাটি হয়েছিল। সংখ্যালঘু অংশের এক মেয়েকে ঘটনার তদন্ত করছে পুলিশ।

ফ্ল্যুট বিক্ৰয়

আগরতলা-আখাউড়া মেইন রোডের পাশে 2/BHK ১টি নতুন তৈরি ফ্র্যাট কার পার্কিং সহ বিক্রয় হবে।

— ঃ যোগাযোগ করুন ঃ— Mob - 9436458760

Second Death Anniversary



Kamal Krishna Dhar

(03.02.1964 - 27.01.2020)

Words cannot express our feelings of loosing you. We remember you each moment with utmost respect and love in our hearts. Time can never erase your presence in our lives.

Deeply missed and Remembered by-All family members and friends.

🕅 নাইটিংগেল নার্সিং হোম ধলেশ্বর রোড নং-১৩, ব্লু লোটাস ক্লাব সংলগ্ন, আগরতলা

পরিস্কার পরিচ্ছন্ন পরিবেশে, সম্পূর্ণ শীততাপ নিয়ন্ত্রিত, উন্নত মানের অপারেশন থিয়েটার, আই.সি.ইউ, এন.আই.সি.ইউ. চিকিৎসা ও পরিষেবা।

সুবিধা গাইনোকোলোজিক্যাল সার্জারী, জেনারেল সার্জারী, অর্থো সার্জারী, এডভান্স ল্যাপ্রোস্কপি/মাইক্রো সার্জারী



ः योगीयोगः

0381-2320045 / 8259910536 / 879810677

